রসিকরাজ।

প্রথম বৎসর, সন ১২৮৮। প্রথম মাস, বৈশাখ।

গৌরচন্দ্রিকা।

"যাচ্চি, যাব, যাব এখন," "হচ্চে, হবে, হবে এখন," করিয়া করিয়া অতঃপর নিতান্ত ঢিলা-চালে রসিকরাজ বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণ আসরে অবতরণ করিলেন। বলিয়াছিলেন—নব বর্ষের প্রথম দিবসে অর্থাৎ ৮৮ সালের ১ লা বৈশাখে উপস্থিত হইয়া তৃষিত চাতকসম তাঁহার দর্শনার্থীদিগকে তাঁহার সরস রস পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিবেন, কিন্তু ১ লা অগস্ত্যযাত্রা বিধায় তিনি তদ্দিবসে গৃহ হইতে পা বাড়াইতে সাহস করিলেন না।—শুভ-দিননির্ঘণ্টকারীরা কথায় কথায় বড়ই বিঘ্নপ্রদান করেন!!— যদি বল তাহার পর আবার এত বিলম্ব কেন? তাহার কারণ বলি শুন। সকলেরই স্মরণ থাকিতে পারে যে এই বৈশাখ মাসে রাহু কেতু প্রভৃতি কুগ্রহ গুলোর সম্মিলন দিবসে পৃথিবীতে প্রলয় হইবার কথাছিল।—প্রলয়ে যদি সমস্তই রসাতলে যাইত,তাহা হইলে তোমরাই বা থাকিতে কোথা, আর তিনিই বা পাঠক পাইতেন কোথা? সেই জন্য অকারণ পরিশ্রম ও বৃথা ঝঞ্ঝাট ভোগ করা মূঢ়ের কার্য্য বিবেচনায়, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, সকল আশঙ্কা এড়াইয়া, অবশেষে রসিকরাজ নিশ্চিন্তচিত্তে বাহির হইলেন। নব বর্ষের প্রথম দিবসে না হউক প্রথম মাসেই তিনি ভক্তগণকে

প্রসাদিতে আবিভূর্ত হইলেন। এখন পাঠকগণ তাঁহার সহিত বুঝিয়া পড়িয়া লইয়া যাহা হয় করুন।

এক্ষণে কথা হইতে পারে যে বাঙ্গালায় এত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ সাহিত্য ও সংবাদপত্র থাকিতে রসিকরাজের আবার কি প্রয়োজন? যাহা দরকার তাহা পঞ্চানন্দ ত করিতেছেন! আবার কি আবশ্যকতা? আবশ্যকতা অনাবশ্যকতার কথা আমরা কহিতে প্রস্তুত নহি; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আবশ্যক না থাকিলে অন্যূন এক সহস্র লোক কেন উহার জন্য এত লালায়িত হইয়াছে!

রসিকরাজের উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ, কু কি সু, তাহাতে পাঁচ জনে তুষ্ট হইবেন কি রুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা জানি না; তবে তিনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের কাছে "সমাজ-সংস্করণ," "দেশাচার-সংশোধন," "কুসংস্কার-দূরীকরণ" ("ভারত উদ্ধার" নয়) প্রভৃতি কতকগুলি সমাসসংযুক্ত সুদীর্ঘ বচন আওড়াইয়াছিলেন। তাহাতে দেশের দুর্নীতির দ্বীপান্তর, কদাচারের মুণ্ডচ্ছেদ, অথবা কুসংস্কারের মুখাগ্নিকরণ কতক পরিমাণে হয়—সুখেরই বিষয়।

(সভ্য ও সুশিক্ষিত সমাজের লোক যখন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হয়, তখন হিতোপদেশ ও নীতিকথা বানের জলে ভাসিয়া যায়। তখন তীব্র বিদ্রূপ ও উপহাস ভিন্ন সে সমস্ত দোষ সংশোধন করা যায় না। বঙ্গীয় সুশিক্ষিত সমাজের সেই রূপ দোষসমূহ দূর করিবার জন্য রসিকরাজের আবির্ভাব।

রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে সততার পুষ্টিসাধন ও হাসি খুসির সহিত গম্ভীর ভাবের একটু অধিক পরিমাণে ঘনিষ্ঠতা করিয়ে দেওয়াই রসিকরাজের নিতান্ত ইচ্ছা—এখন দেখা যাক্ তিনি তাঁহার ইচ্ছা কি পরিমাণে ফলবতী করিতে পারেন।)

রসিকরাজ তোমাদিগকে হাসাইতে আসিয়াছেন, তোমরাও হাসিবে। যদি মনের হাসি হাসিতে পার ত হাসিও, মুখের কিম্বা

দাঁতের হাসি কদাচ হাসিও না। সরলতাপরিপূর্ণ দুঃখভারাক্রান্ত কাঁদো কাঁদো মুখ ভাল, কিন্তু অন্তরে বিষ-সঞ্চিত হাস্যানন বড় ভয়ঙ্কর। ম্যাকবেথ যে হাসি হাসিয়া মহারাজ ডন্‌ক্যানকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় আবাসে লইয়া গিয়াছিলেন, সে বড় সহজ হাসি নয়! সকল সময়ে সকলে হাসিতে পারে না, সকল সময়ে সকলের মুখে হাসি আসেও না; অথচ দায়ে পড়িয়া অনেকে অনেক সময় হাসেন। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারেন। তোমার মনের ভিতর প্রলয়ের ঝড় বহিতেছে, ভয়ঙ্কর চিন্তানলে তোমার হৃদয় পুড়িতেছে, অথচ দায়ে পড়িয়া তুমি দন্ত বাহির করিয়া ওষ্ঠপার্শ্ব কুঞ্চিত করিয়া একটু হাসিলে;—হাসিলে বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন মোলায়েম ভাবটুকু খেলিল না, তেমন প্রাণ জুড়ান প্রসন্নতার চিহ্নটুকু দেখা দিল না। একজনের হাসি দেখিলে অপরের হাসি পায়, কিন্তু সে হাসি দেখিলে কান্না পায়। তাই বলিতেছি যে যদি খাটি হাসি হাসিতে পার ত পোষাইবে—রসিকরাজের হাস্যানন দেখিবে, কিন্তু যদি তাহাতে খাদ মিশাইতে চেষ্টা কর ত রসিকরাজ তোমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া পশ্চাৎ ফিরিবেন।

যাহা হউক এখন প্রাচীন প্রবীণ বহুদর্শী রসিকরাজ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতে ও অনুগ্রাহক গ্রাহকবর্গের নিকট হইতে বার্ষিক ১।৶০ একটাকা ছয় আনা আদায় করিয়া তাঁহাদের বাজে খরচ বাড়াইতে অগ্রসর হইলেন। যে রসিকরাজ বামনদেবকে ছাতি মাথায় দিয়া বলি রাজার কাছে গুড়গুড় করিয়া যাইতে দেখিয়াছেন, যিনি শাখামৃগকুল দ্বারা পৌলস্ত্য পৌত্রদিগের বিশেষ নাকাল দেখিয়াছেন, যিনি রাই কিশোরীর কলঙ্কভঞ্জনের সময় রসিক চিকিৎসকের সহিত মূর্চ্ছাগত নীলমণির কন্‌সল্‌টিং ফিজিস্যান গিরি করিয়াছিলেন, যিনি কালিদাসের সঙ্গে কণ্ব মুনির আশ্রমে গিয়ে ভ্রমর তাড়িয়ে বেড়াইয়াছিলেন, যিনি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সুন্দর ও হীরার বিরুদ্ধসম্পর্ক

ঘটিয়ে দিয়ে একটী চাপা আপ্সোসের দৃশ্য দেখে অবশেষে ঈশ্বর গুপ্ত ও গুড়গুড়ের লড়াইয়ের ভয়ে গা ঢাকা হইয়া আবার কিছুদিনের পর নসিবাবুর বৈঠকখানায় বসে প্রাণের ইয়ার শ্রীমান্ কমলাকান্তের সঙ্গে তুরস্কদেশীয় অহিফেণ একপাত্রে সেবন করে, দিব্যজ্ঞান পেয়ে, কাচমোড়া আলোকের প্রতি পতঙ্গের সম্বোধন গুলি পরদায় পরদায় বুঝিয়াছিলেন,আজ সেই রসিকরাজ ছোট বড় ছেলে বুড়া, সকলের সহিত সমভাবে প্রীতিবিস্রাম্ভালাপ করিতে অবতীর্ণ হইলেন।

কনট্রিবিউটারের (CONTRIBUTOR) পত্র।

মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত **** রসিকরাজ
মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু!

My dear old boy——

আপনারতারিখ বিহীন পত্র আমি যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং খুসি হইলাম জানিয়া যে, আপনি অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া দোরস্ত চালে মানবলীলা করিতেছেন। আপনার পত্র পাঠে জানিলাম আপনি একখানি পঞ্চ্ (Punch) প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং তাহাতে লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে প্রথমতঃ কহি, এ বৃদ্ধ উমোরে আপনার এ গ্রহ কেন? তোমার পঞ্চের মহিমা কে বুঝিবে? পঞ্চের উপযোগিতা বুঝিতে বাঙ্গালীদের এখন বিস্তর বিলম্ব আছে। যদি বল তোমার অঙ্গুলি কণ্ডূয়ন ব্যাধি বড় প্রবল হইয়াছে, তবে "রহস্য" লিখিলে না কেন? তাহাতে যে অনেক স্কুল বয়দের (School boy) মাথা খাইতে পারিতে; অথবা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া পুরাতন কোন টীকা ও অনুবাদ সমেত পুরাণ "প্রণয়ন" করিলে না কেন? তাহা হইলে যে অনেক বোকার ট্যেঁক হইতে দেদার টাকা বাহির করিয়া লইতে পারিতে! পঞ্চে কি হইবে? অনেকেই ইহার নিগূঢ় অর্থ না বুঝিয়া বাজে জেঠাম বলিয়া তোমাকে উপহাস করিবে। এত বয়স হইয়াছে এইটুকু কি বুঝিতে পার নাই? দ্বিতীয়তঃ কহি, আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু দুঃখিত হইতেছি কহিতে যে, আমার সময় বড় কম।

আমি প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া, এক ছিলিম তামাকু টানিয়া, বর্জ্জনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, পূর্ব্বস্থ প্রতিবাসীর বৈঠকখানায় বসিয়া এক্সচেঞ্জ গেজেটে

(Exchange Gazette) কর্ম্ম খালির বিজ্ঞাপন পাঠ করি। পরে তদনুসারে যে কোন প্রকারেই হউক উদরের গর্ত্ত বুজাইয়া, পেণ্টলেন চাপকান পরিয়া চাকরির চেষ্টায় বহির্গত হই, চাকরি কোথাও পাই না পাই শ্রীমান্ পেয়াদা মহাশয়দিগের অর্দ্ধচন্দ্র গলদেশে ধারণ করিয়া—তাহাদের মিষ্ট সম্ভাষণে কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া বেলা পাঁচটার সময় ট্রামওয়ে চড়িয়া বাটী ফিরিয়া আসি। তাহার পর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ধাক্কা সামলাইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া যায়। পরে অন্ন প্রস্তুত হইলে যাহা হউক চারটি বদনে দিয়া শয্যায় শুইয়া আলবোলায় তামাকু টানিতে টানিতে নিদ্রাভিভূত হই।

অতএব বলুন দেখি মহাশয় আমার সময় কই? চিরকালটা সময়ের জন্য হা হা করিয়া বেড়াইতেছি। এই যে বিশ গণ্ডা পাশের চাপরাশে সিন্দুক বোঝাই করিয়াছি, এগুলি পাইবার জন্য পূর্ব্বে আমার যেমন সময়ের অনাটন ছিল এখন এই গুলির সদ্ব্যবহার করিতেও আমার তেমনি সময়ের অভাব। এখন এ হালে আমি আপনার পত্রে কণ্টি বিউট করি কেমন করিয়া?

রসপ্রধান আর্টিকেল লিখিতে আমি ভালরূপই পারিতাম—সত্য, তাহাতে আপনাকে ও আপনার পাঠকদিগকে নিতান্ত বাধিত করিতে পারিতাম—সত্য; কিন্তু গোড়ায় রস না থাকিলে তাহা কলমের ডগায় আসিয়া কেমন করিয়া পৌঁছিবে? এম-এ, বি-এ, এক্স-এ, জেড-এ, (M. A. B. A. X. A. Z. A.) তে কোন রসই নাই। আমি এগুলি অনেক নিঙড়াইয়াছি, কিন্তু এক ফোঁটাও রস বাহির করিতে পারি নাই। আমার উচ্চ শিক্ষার মাথায় তুমি বিশ ঘা ঝাঁটা মার, ইউনিভারসিটির গালে তুমি বিশটা ঠোনা মার। যাহা হউক, আমি যে লিখিব না এমন বলিতেছি না অথচ যে লিখিবই এরূপ প্রতিজ্ঞাও করিতে পারিতেছি না। সময় হইলেই আমি আপনার অনুরোধের সহিত কম্প্লাই (comply) করিব।

আমি সত্বরই বিলাত যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। যদি ঈশ্বর আমাকে দিন দেন এবং কার্য্যাগতিক আমার খেয়ালকে অ্যাপ্রুভ (approve) করেন, তাহা হইলে আমার বোট ঝটিকা ও তরঙ্গের মধ্য দিয়া স্বাধীনভাবে চলিবে।

অধিক কি লিখিব—আমাদের পাড়ায় একটি হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমার কাজের এত ঝঞ্চাট যে আমি সেখানেও একবার পদধূলি প্রদান করিতে পারি না।

উপসংহারে নিবেদন, আমি আমার ইউনিভার্সিটির উপাধিগুলি নগদ ২৫, টাকায় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার হাতে যদি কোন খরিদার উপস্থিত থাকে তাহা হইলে সত্বরে আমাকে সংবাদ দিবেন।

আপনি আমার ঐ হাড়পেকের বোঝা গুলি যদি উক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনাকে ৭৫ পার্সেণ্ট (75 per cent) কমিসন দিব এবং যদি আপনি আপনার রসের মেগেজিনের মলাটের উপর আমার এই বিজ্ঞাপনটী

ছাপেন তাহা হইলে আমি আপনার নিকট কর্ এভার ওব্লাইজড (for ever obliged) হইব।

আমি আছি,

প্রিয় মহাশয় !

তোমার বিশ্বাসী রূপে,

তাম্রকূট।

তাম্রকূটং মহদ্দ্রব্যং শ্রদ্ধয়া পীয়তে যদি।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি॥

*   *   *

ওঁ হুকাং ত্রিনেত্রাং সজলাং বৈঠকোপরি
সংস্থিতাম্।
মস্তকে ধুস্তুরাপুষ্পকলিকোচ্চসমন্বিতাম্।
কৃষ্ণবর্ণাং সুরপাক নলমালাবিভূষিতাম্॥
তাম্রকূটসমাধারাং অগ্নিদেবোপসেবিতাম্।
ধ্যায়েৎ ত্বাং মধুরালাপাং গড়্ গড়্ গড়্
গড়্ গড়গ্গড়াম্॥

কে বলে তামাক নিন্দনীয় পদার্থ ? তুমি তামাকের নিন্দা কর, অধঃপাতে যাও। আমি কিন্তু ইষ্ট দেবতার ন্যায় তামাকের আরাধনা করিব। তামাক অতি পবিত্র বস্তু। ব্রহ্মার কমণ্ডলু ইহাঁর উচ্চ আসন। স্বয়ং বহ্নিদেব মূর্ত্তিমান্ হইয়া ইহাঁর আরাধনা করিয়া থাকেন। আমি ছার মনুষ্য বৈ নয়!

যখন দেবাসুরে মিলিত হইয়া ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেন, তখন ভয়ে ধন্বন্তরি অমৃত ভাণ্ড লইয়া উত্থিত হইলেন; কিন্তু প্রকৃত পীযূস-রস নাগলোকে সুরক্ষিত করিলেন। নাগেরা নাগদ্বীপে তাহা প্রোথিত করিল। এদিকে দেবতারা নকল অমৃত লইয়াই চরিতার্থ হইলেন। অসুরেরা বঞ্চিত হইল। কলির প্রারম্ভে দেবাসুরে ঘোরযুদ্ধ হইল। যখন প্রথম অমৃত উত্থিত হয়, তখন দেবরাজ ইন্দ্র, তেত্রিশ কোটি দেবতার ভোগাবসানে অবশিষ্টাংশ স্বয়ং চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও তাহার অংশ পান নাই। সেই রাগে তিনি দেবাসুর সংগ্রামকালে সমস্ত সুরাসুর সংব-

লিত সৃষ্টি ধ্বংস করেন। নাগেরা অবসর পাইয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া, গুপ্ত অমৃতের বিবরণ ব্রহ্মার গোচর করে। তখন ব্রহ্মা কোপ পরিহারপূর্ব্বক নাগলোক রক্ষা করেন এবং প্রকৃত অমৃত আপন কমণ্ডলু মধ্যে রাখিয়া অন্তর্হিত হন। নাগগণের অনুরোধে, শেষে দুই চারি ফোঁটা অমৃতবৃষ্টি নাগদ্বীপে বর্ষণ করেন। তৎকালে এই দৈববাণী হইল, কালক্রমে এই বৃষ্টি বীজরূপে অঙ্কুরিত হইয়া শেষে সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। তখন ইহা দ্বারা লোকের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, তাপ, জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু সকলই বিদূরিত হইবে। কলির জীব ইহাতেই পরিত্রাণ লাভ করিবে। অনন্তর বহুকাল পরে শ্বেতদ্বীপের প্রজাপতি কলম্বস্ নাগদ্বীপে গমন করিয়া সেই বীজ সমস্ত সামুদ্রিক দ্বীপে পরিচালিত করেন। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণের দশাবতারের এক অনুচর অবতীর্ণ হইয়া ইহা সমগ্র আসিয়াখণ্ডে বপন করেন এবং এই অমৃত বীজের আরাধনার্থ নানাবিধ পদার্থের সৃষ্টি করেন। অতএব হে অমৃতরূপিন্ তামাকো! তোমার চরণে প্রণাম করি। তুমি বিশ্বরূপ, জগতের আধার,—তোমার চরণে প্রণত হই। তুমি জীবের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গপ্রদাতা,—তোমার চরণে অভিবাদন করি। তুমিই চরাচরের একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। তুমি পীড়িতের ঔষধ, শোকাতুরের শান্তিরস, নিষ্কর্ম্মার প্রিয় সহচর, শ্রান্তের সোমরস, চিন্তাশীলের গূঢ়বন্ধু এবং নাগলোকনিবাসী বলিয়া অহিফেণের হৃদয়ঙ্গম সখা ; বায়ু যেমন অগ্নির সখা—তুমিও সেইরূপ অহিফেণের সখা, অতএব আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি ও নমস্কার করি।

তুমি বিশ্বরূপ—দেশভেদে তোমার নানারূপ। শ্বেতদ্বীপে তুমি কুণ্ডলাকারে বিহার কর, নাগদ্বীপে ব্যাবৃতধবলমুখসম্পন্ন নলাধারে ভস্মাকারে বিহার কর। এবং আসিয়াখণ্ডে নানাধারে নানাকারে বিহারকর। কোথায় বা ধাতু বা প্রস্তর বিনির্ম্মিত বিশাল জলাধারস্থ দণ্ডোপমণ্ডিত কমণ্ডলু শিরে অবস্থিত হইয়া

সপ্তহস্ত পরিমিত মুক্তাখচিত লোহিত নল দ্বারা মুখে বিমল কুণ্ডলিত গাঢ় ধূমাবলী উদ্গীরণ পুরঃসর লোকের হৃদয়াধারে পীযূষ বর্ষণ কর। কোথায় বা সজল নারিকেল ফলাধারস্থ সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজোপশোভিত কমণ্ডলুজঠরে বিলীন হইয়া জীবের জীবনানন্দবিধান কর। কোথায় বা শালপত্র বিজড়িত হইয়া অগ্নি মুখে করিয়া মানবরসনা অমৃতময় কর। কোথায় বা কৃষ্ণচূর্ণাকারে বোতলাধারে অথবা সূক্ষ্মলোহিত চূর্ণরূপে শালপত্রবিনির্ম্মিতাধার পটে স্থিতি করিয়া ভট্টাচার্য্যের শম্বুকে, বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালকদিগের পেষ্ট বোর্ড বিনির্ম্মিত নস্যাধারে বিহার করত নাসাপুটে অমৃতরাশি বর্ষণ কর। কোথায়ও বা হিন্দুললনাদিগের মুখকমলে সুবাস প্রদানার্থ তৃণ ভস্মসহ মিলিত হইয়া মধুর কৃষ্ণরূপে বিহার কর। অতএব হে বিশ্বরূপিন্! তোমার চরণে প্রণত হই।

বিলাত-প্রেরিত স্ত্রীর প্রতি জনৈক বাঙ্গালীর পত্র।

১

জাহাজ চড়ে, ঘাড়টী নেড়ে,
সেক্‌হ্যাণ্ড করে, গেলে যবে,—
তখন কি ভাবলে তুমি,
তা আমায়
বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে।

২

ভাগ্যদোষে, বাঙ্গালা দেশে
নেটিভ বাপের ছেলে বলে;
পারলেম না সাহেব হতে,
সেই দুঃখেতে,
ভাসাই তোমায় সিন্ধুজলে।
জাহাজেতে কেমন ছিলে,
ঢিলা কিম্বা আঁটা চালে,
মাই ডিয়ার!
রাতে থাক্‌তে কেমন ভাবে—
তা আমায়
বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে।

৩

জাহাজে——,
যতেক কষ্ট, ও মোর মিষ্ট!
পেয়েছ তুমি!
তাহার জন্য, সদাই ক্ষুণ্ণ,
তোমার এই প্রাণের স্বামী।
তোমার তরে, ঘরে-বারে,
সদাই আমি মরি ভেবে;
তোমার মন কেমন আছে,
তা আমায়
বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে।

৪

পুত্র-আশে, ইঙ্গ-দেশে,
চালান দিছি, তোমারে ;
কলকৌশলে, ইংলিশ ছেলে,
প্রসবিও সত্বরে।
তুমি, বিদ্যাবতি, বুদ্ধিমতি
পুত্রের চেষ্টায় থেকো লো—
যদি সহজে না হয়, তবে
বিজ্ঞান ধরে দেখো লো—
এখন কতদূর কি করিয়াছ
ত্বরায় আমায় লিখিবে,
কি উপায়টী ধরিয়াছ
তা আমায়
বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে।

৫

মনের কথা, বলি হেথা,
ইংলিশ পুত্র, আমি চাই ;
ইংলিশ সনের, ফাদার হব,
আমি নিজে হই না যা-ই।
বিশেষ কেয়ার, ও মাই ডিয়ার!
নিও তুমি, ঐ কাযে ;
নিও, বিশেষ কষ্ট, ও মাই মিষ্ট!
ছেড়োনাক সহজে।
এখন কত দূর কি করিয়াছ,
ত্বরায় আমায় লিখিবে,—
কি উপায়টী ধরিয়াছ,
তা আমায়
বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে।

৬

ভাগ্যদোষে, বাঙ্গালা দেশে
নেটিভ বাপের ছেলে বলে,—
পারি নাই ইংলিশ হতে,
সেই দুঃখেতে,
তোমায়, মাই লভ!
ভাসিয়ে দিছি সিন্ধু-জলে।
এখন—
যেন তেন প্রকারেণ মুখটী আমার রেখো,
নড়্‌তে চড়্‌তে, খেতে, শুতে, পুত্রের
চেষ্টায় থেকো!
লজ্জা কি তায়, মিষ্ট হৃদয়!
মহাভারতে আছে ;—
ব্যাসকে ডেকে তিন জন লেডি
পুত্র করে নেছে।
যা হোক এখন, যেমনি তেমন
একটী, ইংলিশ ছেলে চাই—
ইংলিশ সনের ফাদার হব,
আমি নিজে হই না যা-ই।
তোমার গর্ব্বের ছেলে যে,
সে আমার ছেলে ঠিক্,
লজ্জা ভয়ে, মনে মনে, হ'ও না তুমি সিক্।
এখন কতদূর কি করিয়াছ?
ত্বরায় আমায় লিখিবে,—
কি উপায়টী ধরিয়াছ,
তা আমায়
বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে।

রসিকরাজের বিজ্ঞানচর্চ্চা।

মিলন পূর্ণমাত্রায় বরাবর এক-ঘেয়ে ভাবে চলিলে কিছুদিন বাদে কমজোরি হইয়া পড়ে এবং তাহার সুখদায়িনী শক্তিও অনেক পরিমাণে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা আবার

সমস্ত রাত্রি একজনের সঙ্গে একত্রে থাকা মিলনের মম্বন্তর না হইলে আর ভাল লাগে না। কিন্তু দিনান্তে একবার দেখা হইলে অনেক কথা কহিতে ইচ্ছা হয়। দুই পাঁচ দিন অন্তর একবার সাক্ষাৎ হইলে কথা কহিয়া ফুরান যায় না! মাসের মধ্যে একবার দেখা হইলে স্নান আহারের সময় থাকে না। আর বৎসর অন্তর একবার দেখা হইলে আবেশে অবশ তনু হইয়া হাত ধরাধরি করিয়াই রাত্রি কাটিয়া যায় যায় হয় কথা কহা দূরে থাক, অনেক সময় চক্ষু চাহিবারও ক্ষমতা থাকে না। আবার একবার চাহা চাহি হইলে পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়। প্রণয়ের তেজে মাতোয়ারা হইয়া পড়িতে হয়। মনুষ্যের এটি স্বভাবসিদ্ধ। যেমন The bulk of a gas is inversely as the pressure to which it is subjected —অর্থাৎ বায়বীর পদার্থের উপরে যত অধিক চাপন দেওয়া যায়, তাহার আয়তনও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়, এবং ঐ চাপান যে পরিমাণে কমান যায় ঐ বায়বীয় পদার্থের আয়তনও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তদ্রূপ মিলনের মাত্রা যত কম হয় প্রণয়ীর প্রেমও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং ঐ মাত্রা যত বেশি হয় প্রেমের আয়তনও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। অর্থাৎ চলিত মিলনের পরিমাণ যদি $\frac{1}{2}$ করা যায়, তাহা হইলে প্রণয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়, যদি $\frac{1}{3}$ করা যায় তাহা হইলে প্রণয় ত্রিগুণ বৃদ্ধি হয় এবং মিলনের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ করা যায়, তবে প্রণয়ের পরিমাণ $\frac{1}{2}$ হইয়া যায়, যদি ত্রিগুণ করা যায় তবে প্রণয় $\frac{1}{3}$ হইয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই ভাবটিকে ইংরাজিতে Inverse ratio বলিয়া থাকেন। এবং এই বিপরীত পরিমাণের রাশি প্রেম ও মিলন সম্বন্ধে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসে, কাব্যে এবং উন্নত সমাজের ঘরে ঘরে ইহার শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী যখন কৃষ্ণপ্রেমে তর হইয়া আপ্রাতসন্ধ্যাস্থায়ী নাথের বিরহ অসহ্য জ্ঞানে "ইচ্ছা

হয় তোমায় নিয়ে হই বনবাসি” কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন প্রেমিকের চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই রমণীর শিরোমণি রাধা বিনোদিনীকে “না রাই, গুপ্তপ্রেম আমি বালবাসি॰!” এই মাত্র উত্তর দিয়াছিলেন। ১৫বৎসর ৫ মাস বয়সের পত্নীকে আমার—

আঁধার ঘরের মাণিক,
আমি নড়বোনা চড়বোনা
তোমায় দেখবো খানিক খানিক।

বলিয়া আদর করিতে বৃদ্ধদের প্রাণ বড়ই পুলকিত হয়।

শুদ্ধ যে প্রণয় ও মিলন সম্বন্ধেই এইরূপ, তাহা নয়। জগতে অনেক নৈসর্গিক কার্য্যও এই নিয়মাবদ্ধ। সৃষ্টির প্রথম দিবস হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যদি আলোক একই ভাবে থাকিত এবংঅন্ধকার মাঝে২ জগৎকে আলিঙ্গন না করিত, তাহা হইলে আলোকের এত আদর কখনই থাকিত না। রৌদ্র না হইলে সাধের জ্যোৎস্না কখনই এত মনোহর হইতে পারিত না। আহারবিরহে উদরধাম না দহিলে খাদ্য সামগ্রীর নিমিত্ত লোকে কখনই লালায়িত হইত না। সুখ এত দুষ্প্রাপ্য না হইলে মানুষ তাঁহার জন্য পাগল হইত না। এই কারণেই লৌহ সমস্ত ধাতু অপেক্ষা ব্যবহারী ও উপকারী হইলেও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার গৌরব নাই। হাইয়েষ্ট বিডরে খরিদ—যতনের ধন জামাই বাবাজী ঘরো হইলে তাহার আদর থাকে না। এই নিমিত্তই হীনব্রাহ্মণ কায়স্থের নিকট মহামান্য রজক মহাশয়েরা আজকাল এত উপাস্য এবং বঙ্গীয় বিশ্বামিত্র ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মণত্বের নিমিত্ত এত লালায়িত।

একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এই বিপরীত পরিমাণের নিয়ম (Law of Inverse Proportion) সমগ্র জগতে কোথাওবা সূক্ষ্মভাবে কোথাওবা স্থূলভাবে কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মত মানুষের জীবন অর্থাৎ উন্নত ও কৃতবিদ্য সমাজভুক্ত মানুষের জীবন এই নিয়মের সম্যক অধীন এবং এই নিয়মই যথার্থ মনুষ্যের জীবদ্দশার একমাত্র বিধাতা। সকলেই—বিশেষ পক্ষপাত-শূন্য

পণ্ডিতগণ বোধ হয় জানেন যে, মনুষ্য জীবন দুই ভাগে বিভক্ত —সুস্থতা ও অসুস্থতা। মনুষ্যের রোগশূন্য যে অবস্থা তাহাকে সুস্থতা কহে এবং রোগময় যে অবস্থা তাহাকে অসুস্থতা কহে। শরীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে এই দুইটী অবস্থা যদিও স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই বরং অনেক সাদৃশ্য আছে। যেমন উত্তাপের অভাবকে শৈত্য বলে, সেইরূপ সুস্থতার অভাবকে অসুস্থতা বলে। এই উভয় অবস্থারই এক একটী আনুসঙ্গিকতা আছে। প্রথমটীর অর্থাৎ সুস্থতার আনুসঙ্গিকতা স্ফূর্ত্তি কিম্বা প্রেমালাপ এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ অসুস্থতার আনুসঙ্গিকতা ঔষধ বা মেডিসিনালাপ। কিন্তু এই সকলই ঐ "বিপরীত পরিমাণ" নিয়মের অধীন। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে প্রেম ঐ বিপরীত পরিমাণ নিয়মের একটী প্রবল দৃষ্টান্ত, আরও ভালরূপে দেখান যাইতে পারে যে ঔষধও ঐ নিয়মের আরও একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে হয় ত বুঝিতে পারিতেছেন না বলিয়া বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু উপায় নাই, বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এসব বুঝিয়া উঠা যায় না। তথাচ সহজে বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগকে সুলভ ও সুগম হোমিওপ্যাথির দিকে চাহিতে বলি। যাহার দ্বারা লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ রক্ষা হইতেছে, সহস্র সহস্র গৃহস্থের মান রক্ষা হইতেছে এবং কি সহরে কি পল্লিগ্রামে কত অকৃতবিদ্য সরলপ্রাণ লোক অনায়াসে ডাক্তারত্ব পাইতেছে, সেই হোমিওপ্যাথি মতে রোগীকে কোন ঔষধ যত কম পরিমাণে দেওয়া যায়, ঔষধ তত অধিক তেজী হয়। এক ফোঁটা ঔষধ এক বোতল জলের সহিত মিশাইলে সেই জলের এক ফোঁটা যত তেজোবান্ ও উপকারী হয়, আবার ঐ জলের এক ফোঁটা আর এক বোতল জলের সঙ্গে মিশাইলে তাহার এক ফোঁটা দ্বিগুণ তেজোবান্ হয়, তিন শতবার মিশাইলে সেই শেষের জলের এক ফোঁটা পূর্ব্ব ফোঁটার অপেক্ষা তিন শত গুণ তেজাল ও উপকারী হয়, ইহা

স্বতঃসিদ্ধ এবং কথায় কথায় দেখান যাইতে পারে। অনেকে ঠাট্টা করিতেছেন যে, ঔষধ এক ফোঁটা গঙ্গায় হাটখোলার ঘাটে ফেলিয়া দিয়া চাঁদপালের ঘাটের এক গণ্ডুষ জল খাইলে রোগ সদ্য ভাল হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু জীবনের পরমাত্মীয় প্রেমের সম্বন্ধে যদি ঐরূপ হইল, তবে অন্যতর আত্মীয় ঔষধির সম্বন্ধে এ প্রকার হইবে বিচিত্র কি? বিশেষ যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ রকম মাত্রায় হোমিওপ্যাথি ঔষধ তিন বারের অধিক চারিবার খাইলে গরম হইয়া পড়ে, রাত্রে নিদ্রা হয় না ও পেট ফাঁপিয়া সময়ে সময়ে ঢোল হইয়া উঠে—তখন এ যুক্তি কিছু অন্যায়প্রযুক্ত হয় নাই।

উপসংহারে বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। যে বিজ্ঞান মানবজাতির মা হইয়া স্তন পান করাইতেছে, বাপ হইয়া মাথায় মোট বহিয়া আহারের যোগাড় করিয়া দিতেছে, স্ত্রী হইয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, স্বামী হইয়া পুত্রদান করিবার উপক্রম করিতেছে, বন্ধু হইয়া গলা ধরিয়া ইয়ারকি দিতেছে, বেহারা হইয়া পাখা টানিতেছে, ডাক্তার হইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে, আমরা সেই বিজ্ঞানকে অভিবাদন ও নমস্কার করি।

নববিধান ও প্রাচীন বিধান।

৫ই মের "নিউ ডিস্পেন্সেসন" (New Dispensation) বা "নব বিধান" নামক নব-প্রচারিত ব্রাহ্ম পত্রে রুল্‌স অফ ফরগিভনেস (Rules of Forgiveness) নামক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ দর্শনে রসিকরাজ হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্ম প্রাচীনবিধানের মত সকল নিম্নে প্রচার করিতেছেন। পাঠকের জ্ঞাপনার্থ উক্ত ইংরাজি প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে সংস্থাপিত হইল।

নব বিধানের

Rules of Forgiveness.

Enmity—If one smites you on your right cheek,

প্রাচীন বিধানের

ক্ষমাগুনোপদেশ।

প্রশ্ন। যদ্যপি কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করে?

Forgiveness.—Turn to him the other also.

En—Should any one speak or write against you continually.

For—Perfect silence.

En—Should he pride himself upon having written a most damaging scandal.

For—Do your best to circulate and give it publicity,

En—If your enemy has taken a bit of your land,

For—Give him another bit.

En—If he has kicked you,

Eor—Tell him you regret he has hurt his own feet.

En—If your reputation has been assailed,

For—Send the offender the best fruits of the season,

En—Should the present irritate him and excite him to calumniate your wife and children.

For—Send him clothes and sweetmeats and toys for his wife and children.

En—If a lecturer attacks you publicly,

For—Propose a vote of thanks,

উত্তর। তখন বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিব, পরে গোপনে গোপনে তাহাকে বিধিমতে জব্দ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রঃ।—যদি কেহ ক্রমাগত তোমার বিরুদ্ধে বলে কিম্বা লেখে?

উঃ। তখনকার জন্য সম্পূর্ণরূপে চুপ্।

প্রঃ। এইরূপ Damaging Scandal লিখিয়া সে যদি বড়াই করিয়া বেড়ায়?

উঃ। তাহার নামে আদালতে ইজ্জৎ হানী অথবা পশার নষ্টের নালিশ করিব।

প্রঃ। যদি তোমার কোন শত্রু তোমার এক ফোঁটা জমি অধিকার করে?

উঃ। পুলিশের সাহায্য লইয়া তাহার গলা ধরিয়া তথা হইতে বাহির করিয়া তাহাকে বেদখল করিয়া দিব।

প্রঃ। যদি সে তোমায় পদাঘাত করে?

উঃ। কোঁৎকা প্রহারে তাহার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিব।

প্রঃ। যদি তোমার যশ কলঙ্কিত করে?

উঃ। ছানাবড়ার ভিতর মরফিয়া দিয়া তাহাকে খাইতে দিব।

প্রঃ। তাহাতে যদি সে রাগত হইয়া তোমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের উপর অত্যাচার করে?

উঃ। তাহাদের ঝাড়ে বংশে একগাড়ে পুতিব।

প্রঃ। যদ্যপি কোন বাগ্মী প্রকাশ্য বক্তৃতায় তোমাকে আক্রমণ করে?

উঃ। আমিও তাহাকে তথায় বজ্জাৎ প্রভৃতি মধুরসম্ভাষণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

En—When your worst foe is in distress,

For—Send him quietly a cheque or a currency note.

En—When the whole city is ringing with the loudest invectives against your character.

For—Smile complacently.

En—If your enemies call you a swindler, a rogue, a deceiver, a robber,

For—Kiss the ground which they have touched with their feet.

En—When you see that the enemy is desperate and very angry.

For—Weep before the Lord and ask Him to bless the enemy, so that anger may no longer burn his soul in hell fire.

En—When the enemy exults and rejoices that he has tormented you for ten years continually in public papers.

For—Say you are vey sorry for the trouble, for you have never read those papers.

En—When the enemy has repeatedly stabbed your reputation and tried to injure your popularity;

For—Call your friends together by the thousand and thank God for your prospering cause.

En—If the enemy still continues to be hostile,

প্রঃ। যখন তোমার পরম শত্রু দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইবে।

উঃ। পরমেশ্বরকে ডাকিব যেন সে আরও দুর্দ্দশায় পতিত হয়।

প্রঃ। যদ্যপি সহর শুদ্ধ লোক তোমার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া চীৎকার করিতে থাকে?

উঃ। তখন অনন্যোপায় হইয়া ক্ষোভে, রোষে, অভিমানে, আপনার মাথার চুল আপনি ছিঁড়িতে থাকিব।

প্রঃ। যদি তোমার শত্রুরা তোমাকে বদমাইস, বুজরুক, জুয়াচোর, চোর ও ডাকাইত বলে?

উঃ। তাহাদের গমনাগমনের পথে কাঁটা কিম্বা টেঁটা ছড়াইয়া রাখিব।

প্রঃ। যখন শত্রুকে গোঁয়ারা ওক্রুদ্ধ দেখিবে?

উঃ। দর্পহারী মধুসূদনকে ডাকিব, যাহাতে ত্বরায় তাহার দর্প চূর্ণ হয়।

প্রঃ। দশ বৎসর ধরিয়া সংবাদ পত্রাদিতে তোমাকে নাস্তা নাবুদ করিয়া যখন তোমার শত্রু আনন্দ প্রকাশ করিবে?

উঃ। তাহাকে কহিব, "তোর লিখিত গালাগালিগুলা পড়িয়া গায়ের জ্বালায় সেই কাগজে সাত বার বাম পদাঘাত করিয়াছি।

প্রঃ। যখন শত্রু তোমার সুযশ ও সুনাম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে?

উঃ। আত্মীয়, স্বজন, ভৃত্য, অনুগত ও অন্নদাসদিগকে একত্রিত করিয়া নিজের বুজরুকি জাহির করিব।

প্রঃ। যদি শত্রু কোন মতেই নিরস্ত না হয়?

For—Pray and pray, pray for him continually.

En—If he hates the New Dispensation.

For—Pray to God that the enemy may accept it and join the believers.

En—If a whole body of antagonists continue to persecute you,

For—Say to the Father, bless them for they know not what they do.

En—If the whole country is against you,

For—Go about continually singing the name of the Lord so that all may eventually come to Him.

উঃ। নূতন—নূতন—নূতন—বুজরুকি ছাড়িব!

প্রঃ। যদি সে তোমাকে ঘৃণা করে?

উঃ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, যেন আমার বুজরুকির ফাঁস সত্বরেই তাহার গলায় গিয়া লাগে।

প্রঃ। যদি বড় এক দল শত্রু তোমার উপর পীড়ন করে?

উঃ। তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া লইব ও যাহাতে সেই দলকে দল আমার ফাঁদে পালকে জোলকে জড়াইয়া পড়ে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিব।

প্রঃ। যদি সমস্ত দেশই তোমার বিরোধী হয়?

উঃ। মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে গৈরিক আলখাল্লা গায়ে দিয়া, বেলফুলেরা মালা গলদেশে ঝুলাইয়া, খোল কত্তাল লইয়া দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইব।

ভূমি-শূন্য রাজা।

"মহাশয়! আপনার নাম কি?"

"আমার নাম রাজা—রায় বাহাদুর।"

"মহাশয়ের রাজ্য কোথায়?"

"রাজ্য আমার নাই।"

"বোধ করি পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই!"

"রাজ্য আমার কোন কালেই ছিলনা"

"তবে কি আপনার কোন পূর্ব্ব পুরুষের কোথাও কোন রাজ্য ছিল? সেই দলিলে কি আপনি রাজা বলিয়া বিকাইতেছেন?"

"আমার কোন পুরুষেরই রাজ্য ছিল না।"

"তবে আপনি কিসের রাজা?"

"আমি খোসমোদের রাজা।"

"আপনার নিবাস কোথা?"

"—নং——ষ্ট্রীট্।"

"সেত * * * এর ভাড়াটীয়া বাড়ী। আপনি কি সেই বাড়ী ভাড়া করিয় থাকেন? আপনার নিজ বাড়ী কোথা?"

"আমার নিজ খরিদা কোন বাড়ী আছে কি'না আমার স্মরণ হইতেছে না।"

"হু!—বুঝিয়াছি, আপনাকেই ভূমি শূন্য রাজা বলা যাইতে পারে।"

কণ্ট্রি বিউটারের দ্বিতীয় পত্র।

Mr. রসিক রাজ !

Good morning ! Good morning ! উত্তম প্রাতঃকাল ! সুপ্রভাত ! বলি আপনি Quite Well আছেন ত ? মেজাজ সরিফ ত ? দিল খোস ত ?

যাহা হউক আপনি বড় সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। সে জন্য আপনাকে thousand thanks ! খুব timely কিন্তু আপনি আপনার পঞ্চের প্রথম খণ্ড বাহির করিয়াছেন—বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির কাছাকাছি আসিয়া পড়িতে কে বা পারে ? রসিকরাজ ! তুমি বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতিকেও পর্য্যস্ত করিয়াছে—thanks !

যাহা হউক এখন একটা আমার নিজের শুভসংবাদ তোমার শ্রবণগোচর করি, তুমি ধার দাও আমাকে তোমার কর্ণদ্বয়। My old friend, আমার চাকুরি হইয়াছে ! ! ! বেঙ্গলের সেন্‌সস অপারেসনে ট্যাবুলেটার পদে নিযুক্ত হইয়াছি। চাকরিটী বড় মান্তের সহিত লাভ করিয়াছি—বাড়ী বহিয়া কোম্পানী বাহাদুরের ডাক পেয়াদা আমাকে Appointment Card দিয়া গিয়াছে। প্রথমে দরখাস্ত submit করিবার সময় পাহারাওলাদের গলাধাকা, ইন্‌স্পেক্টাদের whip ও রুলের গুঁতা খাইয়া মনে মনে বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু যখন ঘরে বসিয়া চাকরির নিয়োগ টিকিট প্রাপ্ত হইলাম তখন আমার সমস্ত দুঃখ দূর হইল। হে মাতসেন্সস ! তুমি চিরজীবনী হও—তোমার অপার মহিমা। তুমি অধমতারিণী, সদ্য-বেকারতাবারিণী, তুমি বঙ্গের অকালকুষ্মাণ্ডদিগের চাকুরি প্রদায়িনী; তোমার চরণে প্রণাম। জন্মাবধি যাহারা গাছে গাছে ডালে ডালে বিহার করিয়া বেড়াইয়াছে, যাহারা ৮০।৯০টাকার ফার্স্টবুক অব রিডিং First Book of Reading খরিদ করিয়া ইংরাজি বর্ণমালার পণ্ডিত হইয়াছে, যাহারা বাঙ্গালা "ক" "ক্ষ" পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জননী বাগবাদিনীর সহিত ফারখৎ লিখিয়াছে, হে মা সেন্‌সস ! তুমি তাহাদিগকে চাকরি দিয়াছ—তোমায় শত শত প্রণাম।

যাহা হউক এখন তোমার পক্ষে আমি কিছু কিছু লিখিব। কিন্তু কি যে লিখিব তাহা অদ্যাপি স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। এক একবার ইচ্ছা করি কবিতা লিখি, কিন্তু তাহতে পাছে হেম বাবু সিংহাসনচ্যুত হন, নবীন বাবু এক ডিগ্রি নিম্নে পড়েন—ভাবিয়া কবিতা লিখিবার লেখনীকে কলমদানীতে তুলিয়া রাখি। আবার কখন কখন ভাবি এক খানা নভেলই লিখি, কিন্তু সে পথেও কণ্টক—তাহাতে বঙ্কিম বাবুকে হয় ত কিছু অপ্রতিভ হইতে হইবে—ব্রাহ্মণ যে মনে দুঃখ করিবেন সেটাও বড় ভাল নয়। আর একবার ভাবি নাটক লিখি—গোটা দশ পনের অঙ্ক দিয়া প্রত্যেক অঙ্কে ৯৯ টা করিয়া গর্ভাঙ্ক দিব—কিন্তু তাহাতেও বড় পরিস্কার পথ দেখিতেছে না—অশ্রুমতী প্রণেতা তার দফা রফা করিয়াছেন। আবার ভাবি কাহারো একটা জীবন চরিত লিখি, কিন্তু বঙ্গদর্শনের মুচিরাম গুড়ের জীবনবৃত্তান্ত লেখক সে গুড়ে বালি দিয়াছেন।

যাহা হউক আপাততঃ এসব ছাড়িয়া একখানি রহস্য লিখিব স্থির করিয়াছি—কিন্তু তাহার নাম খুঁজিয়া পাইতেছি না। রহস্য নামটি যে রকমে আনিতে যাই, সবই যেন পুরাতন বোধ হয়—গ্রন্থের নামকরণ কাযটা বড়ই কঠিন। আমি বিস্তর ঠাওরাইয়া ঠাওরাইয়া আমার নবন্যাসের নাম—সম্পূর্ণরূপে নূতন। এরূপ কেহ কখন দেখে নাই—দেখিবে না।

অতি আশ্চর্য্য! অতি ভয়ানক! অতি অদ্ভুত!

রহস্য-শ্রাদ্ধ

বা

উপন্যাসের সাপিণ্ডকরণ।

দিয়াছি। পূর্ব্বতন রহস্য লেখকগণ রহস্যের মাথা খাইয়া গিয়াছেন, আমি সাধারণকে রহস্যের শ্রাদ্ধ দেখাইব। নামটা বোধ করি মন্দ হয় নাই—মহাশয়! কি বলেন? দেখুন আজ কাল দুইটা নামের মধ্যে একটা "বা" কিম্বা "অথবা" না দিতে পারিলে গ্রন্থকার প্রতিষ্ঠা পান না—for example "সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ"——"কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী" "আনন্দ-রহো বা আকবর" ইত্যাদি। ফলতঃ গ্রন্থের নামকরণ বড় কারুগিরির কার্য্য। থিয়েটারে আবার ততোধিক———"দুর্গেশ নন্দিনী or The Virgin of the Fortress. যাহা হউক এখন বলিতেছি কি—আপনি চিন্তিত নহিবেন। আমি রহস্য-শ্রাদ্ধের ভার নিজ স্কন্ধে লইলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে একটু গড়াইবার স্থান দিবেন। ভাবিতেছেন কি? আমরা কলম ধরিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? জানেন ত———

ফনি সদা নম্রশীর,
কিন্তু যদি কেহ কভু ঘাঁটায় আহারে,
অমনি করিয়া ফোঁস চোপল প্রহারে।

সহজে চুপ করিয়া আছি—কিন্তু যখন লিখিতে আরম্ভ করিব, তখন আর রক্ষা রাখিব না।

গগনভেদী প্রণয়-সঙ্গীতে জীমুতমন্দ্রের নমুনা দিব, বিশ্বমোহনকারী করুণরসাধতারণার সময় প্রতি পংক্তিতে দুই তিনটী করিয়া সুদীর্ঘোচ্চারণ "ওউফ্" শব্দ ব্যবহার করিয়া অবশেষে সেক্ষপীরের জুলিয়েটকে ধরিয়া আনিব, হাস্যরস বর্ণনার সময় আর অধিক অনু-সন্ধান করিতে হইবে না—মেঘনাদ বধ হইতে অশোকবনের সীতাকে আনিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে———বৈঠকখানা বর্ণিবার সময় পাঠকের সম্মুখে অগ্রে ফ্রেঞ্চ পিকচার ঝুলাইব এবং ক্ষণপরেই ব্রাণ্ডির বোতল খুলিব।

আপনার ভাবনা কি মহাশয়? আপনি দেখিবেন আমার কলমের জোরে আপনার পঞ্চ দুদিনের মধ্যেই দশ হইয়া দাঁড়াইবে; বঙ্গদর্শন ইংলণ্ডদর্শন, আর্য্যদর্শন অনার্য্য-দর্শন, বান্ধব অবান্ধব, সোমপ্রকাশ রবিপ্রকাশ, নববিভাকর প্রাচীনবিভাহর, সহচর জলচর, অমৃতবাজার আনন্দবাজার, শোভাবাজার, বৌবাজার সাধারণী অসাধারণী, ভারত-মিহির চায়নাশশী, পঞ্চানন্দ সপ্তানন্দ প্রভৃতি সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। আগামী মাসেই আমি সেই অত্যদ্ভুত গ্রন্থখানি আপনার সমীপে পাঠাইয়া দিব, আপনার মাথার দিব্য, আপনার মরা মুখ দেখি, সত্বরেই তাহা ছাপাইয়া দিবেন। একবারে শেষ করিতে না পারেন ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। ইতস্ততঃ করিবেন না—আপনি দেখিবেন, মদ্রচিত রহস্যশ্রাদ্ধ আপনার পত্রে প্রকাশ হইলেই আপনার গ্রাহক সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে। এবিষয়ে, আমি গ্যারাণ্টী Guarantee হইতেছি—আপনি ভাবনাসাগরে ডুবিবেন না। আমি লেখার জোরে অবশ্যই আপনার গ্রাহক-সংখ্যা বাড়াইয়া দিব। কিন্তু কেহ পয়সা দিবে কি না, তাহার জন্য আমি দায়ী থাকিব না।

বেলা হইল—দশটার মধ্যেই আফিসে যাইতে হইবে———এই পত্র লইয়া আর বিলম্ব করিতে পারি না, আজ এই অবধি আপনার সহিত। ইতি

আমি হই

আপনার বিশ্বাসীরূপে

* * * *

সেই ইউনিভারসিটী পরীক্ষোত্তীর্ণ কণ্ট্রিবিউটার।

প্রবীণা ও নবীনা।

(ঠান্‌দিদি ও নাতিনীর কথোপকথন।)

প্র। ও মা! রকম দেখে আর বাঁচিনি। আজ কালের ছুঁড়িগুলো এক আজগুবি ধরণের! ও কি লা! গায়ে জামা, পায়ে জুতো, মাথায় পাগড়ী— খোল্ আবাগি, এখনি পাগড়ি খোল। যত অলুক্ষণে কাণ্ড তো দের দিয়ে আসে—মেয়ে মানুষে পাগড়ী মাথায় দিলে যে দেশে মন্বন্তর হয়, তা কি জানিস্ না—

ন। ফাই! ফাই! ফাই! আপনাডেড় এখনও সামান্য ভরম (ভ্রম) গুলো গেল না।

প্র। আ মরণ! আবার ইংরাজি ছড়াচ্চেন, বিবি হয়েছেন।

ন। ঠান্‌দিদি! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না—

প্র। তোর সোমোসকেত্তো শিকেয় তুলে রাখগে।

ন। আমি ত সংস্কৃত ব্যবহার করি নাই, আমি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা কহিয়াছি।

প্র। এখন যা বল্লুম, তা করবি কি না বল—

ন। আপনি কি আজ্ঞা করিতেছেন?

প্র। তোমার মুণ্ডু! বলি, জামা, জুতো, পাগড়ী খুলে ফ্যাল।

ন। ও অন্যায় অনুরোধটী করিবেন না। আমি খালি পায়ে, খালি গায়ে, খালি মাথায় থাকিতে পারি না। তাহা হইলে, আমার মাথা, দেহ, পদদ্বয় সড় সড় করে।

প্র। তোর সাত পুরুষ এই করে কাটালে, আর তুই পারবি না! তোদের কি সবই অনাছিষ্টি র‍্যা? কলির মেয়ে তোরা তোদের পায়ে নমস্কার!

ন। নমস্কার। আমি আপনাকে নমস্কার প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহা হউক, কলির মেয়ে বলিবেন না; উহা অত্যন্ত অশ্লীল কথা— কলি কি আমার জন্মদাতা?

প্র। আমার কোন পুরুষে এত ঘোরফেরের কথা জানে না বাবা!!

ন। ঠাকুরমাতা—অফেন্স লইবেন না।

প্র। তোদের রকম সকম দেখে আমার পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্চে——দেখে দেখেই সব অজ্ঞান।

ন। অজ্ঞান-অন্ধকার তোমার মনের ভিতর সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে কি না, সেই জন্য দেখিয়া দেখিয়া অজ্ঞান হইতেছ।

প্র। কথকঠাকুরুণ যেন ভাগবত পাঠ করতে এয়েছেন।

ন। যখন জ্ঞানজ্যোতিঃ তোমাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ অজ্ঞান-অন্ধকারকে বিদূরিত করিবে, তখন তোমরা আবার স্বেচ্ছাক্রমে জুতা, জামা, ক্যাপ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে।

প্র। পোড়া কপাল! অভাগ্যি আমার। যাহোক এখন নে, আর জ্বালাসনি—আর কিছু করিস আর না করিস পাগড়ীটা খুলে ফ্যাল—ক্যান দেশে মন্বন্তর আনবি—কত কালের পর মা লক্ষ্মী দয়া করেছেন, আবার কি ছটাকা মোনের চাল খেতে হবে? রামের আমার আবার চাকরি বাকরি নাই।

ন। ও লর্ড! এখনও তোমার কুসংস্কার, Superstition গেল না। আমি মাথায় পাগড়ী পরিধান করিলে কি কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে যে আপনি কহিতেছেন দেশে মন্বন্তর হইবে।

প্র। ও সব ভট্‌চায্যিগিরি রাখ—

ন। আপনাদের জন্যই ভারতজননীর এত দুর্দ্দশা! দেখুন আমরা লেখা পড়া শিখিয়াছি, আমাদের হৃদয় হইতে কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, চরণে বুট দিতেছি, অঙ্গে গাউন আবরণ করিতেছি, আমরা শীঘ্রই দেশের মঙ্গল সাধন করিব। আমরা সভা করিতেছি, সভাস্থলে বক্তৃতা করিতেছি, সাহিত্য ও সম্বাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছি, বিলাতে যাইতেছি, ব্রিটিশ বরণ সবজেক্‌ট প্রসব করিতেছি,—আপনি দেখিবেন, সত্বরেই আমাদিগের দ্বারা ভারতমাতার দুঃখনিশা প্রভাত হইবে।

প্র। এমন মদ্দা মেয়ে আমি বাপের জন্মেও দেখিনি।

ন। কেমন করিয়া দেখিবেন? আপনাদের সময়ের স্ত্রীলোকদি-

গের সহিত আমাদিগের বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান। আপনারা খালি গায়ে কাপড় জড়াইয়া, ঘোমটায় মুখ আবৃত করিয়া জুজু সাজিয়া বেড়ান, আমরা তাহা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি—আপনারা স্বামীকে ওগো হাঁগো করেন, আমরা তাঁহাকে প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ, মাইডিয়ার হজবাণ্ড বলি; স্বামীর নাম ধরিলে আপনারা পাপগ্রস্থ হন, আমরা প্রত্যহ তাঁহাদের দাড়ী ধরিয়া, নাম করিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি, আপনাদের আহারের সময় যদ্যপি সহসা সম্মুখে স্বামী আসিয়া পড়েন ত আপনারা হাত গুটাইয়া ভাত ফেলিয়া উঠেন, কিন্তু আমরা স্বামী ও স্বামীর বন্ধু বান্ধবগণের সহিত একত্রে এক টেবিলে আহার করি—আপনাদের সহিত আমাদের অনেকবিভিন্নতা; দেখুন আমরা সভ্য হইয়াছি, এডিটারি করিতেছি, গ্রন্থ লিখিতেছি—

প্র। ঐ ভুবনি যেমন বই নিখেছিল—সেইরকম ত? অমন বই নেকবার কপালে আগুণ, মাগো! শেষটা কি ঢলানটাই ঢলালে!

ন। কেন আমাদিগের মধ্যে দীপনির্ব্বাণ, গাথা, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িত্রী আছে।

প্র। দুদিন যাক, পরে সব ধরা পড়বে। আজ কালের পুরুষ গুণোর এক ধরণ হয়েছে—আপনারা বই নিখে মেয়ে মানুষের নামে ছাপিয়ে দেয়—

"মুরদ বড় মান
তার ছেঁড়া দুটো কান"

আপনাদের তিন কড়ার ত মুরদ নেই—তাই মেয়ে মানুষের নামে দোহাই দিয়ে কাটায়; সে দিন কে বল্‌ছিল একটা ছোঁড়া নাকি মৌত নামে বই ছাপিয়াছে। আর তোদের এত কেতাব, এত গেরন্থ হচ্চে—কাশীদাসের মহাভারতের মতনকি একখানা আজও হয়েছে? কীর্ত্তিবসের রামায়ণে অঙ্গদের রায়বারটি কেমন দেখ দেখি—

ন। ফাই! ফাই! ফাই! অশ্লীল কথা। আপনাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিতেছি——এখন চলিলাম।

বিরহিনী।

(১)

কি করি কি করি দিদি, বিধাতা আমায় বাদি,
পোড়ারমুখোর হাতে কেন দিল আমারে,
যাই যাই মরে যাই হ্যাদে এসে থামা রে।
বায়ু করে সন্ সন্, মাছি করে ভন্ ভন্,
দুরন্ত বসন্ত দুত ওই বুঝি এল রে।
ওগো মা কি হবে, প্রাণ জলে পুড়ে গেল রে॥
দুরন্ত বসন্ত সখি, ওই মারিতেছে উঁকি,
ঘরের দক্ষিণ দিকে জানালার ধারে রে;
সরলা তরলা বালা সহিতে কি পারে রে?
এখনি আসিয়ে শশী, আকাশে জাঁকিয়া বসি,
ছড়াবে কিরণ রাশি ফাঁসি দিবে গলে রে,
এখনি লো হ্যেলাফুল বিকশিবে সরে রে।
বেয়াড়া জোছনা কুল, করিবে লো প্রাণাকুল,
হইয়া শাণিত শূল বিঁধিবে লো শরীরে,
হাবু ডুবু খাওয়াইবে বিরহের পাথারে।

(২)

শিরে মোর দিয়ে হাত, বলেছিল প্রাণনাথ,
বসন্ত কালেতে ঘরে আসিবেন ফিরে রে,
জড়োয়া চিকের টাকা যোগাড়টী করে রে।
সাধ বড় ছিল মনে, বসন্তে সঙ্গিনী সনে,
চিক্ পরে হৃষ্ট মনে, যাব কালীঘাটে রে—
পোড়াকপালির ভাগ্যে তাকি কভু ঘটে রে।
জোচ্চোর পোড়ারমুখো, হতভাগা ঝাঁটাখেকো,
ঝাঁটা খাইতেছে কোন্ আবাগীর দোরে রে,
বারেক আমার প্রতি চাহেওনা ফিরে রে।
হেন হতভাগা পতি, চুলোয় করুক গতি,
মরা বাঁচা একই কথা তার এই সংসারে।
এক ছড়া চিক্ মোরে পরাইতে নারে রে॥

(৩)

দূর হোক্ চুলোয় যাক্, চিকের কথাটা থাক্,
এখন বিরহ দায়ে কি করি তা বলনা,
নাথকে না দেখে আর বাঁচে না এ ললনা।
কি করি কি করি হায়, হু হু করে জ্বলে যায়
অবলার প্রাণ মন বিরহের অনলে;
ধর মোরে, না হইলে ঝাঁপ দিব সলিলে।
ফ্যালফেলি দুনয়ন, কি করিছ দরশন,
সে রকম কাঁচা মেয়ে পাওনি লো আমারে,
এখনি মারিব ডুব বিরহের সাগরে।
মোট কথা এই সই, সেই অলপ্পেয়ে বই,
কোন দেব দৈত্য আমি জানিনা এ আসোরে,
কল সখি হাড়িহাতাবেড়ি নাথমোর এসংসারে;
সে আমার ঘটী বাটী, সে আমার আঁখি দুটী,
যৌবনলতার খুঁটী সে আমার সখি রে,
সেই হতভাগা পুনঃ দেয় মোরে ফাঁকি রে!

(৪)

এ নলিনী মধুরাশি, সে বিনা কে পিবে আসি
সেই ড্যাক্‌রার তরে—জন্মেছে এ নলিনী,
তাহারি বিরহে সখি এত আমি মলিনী।
তুমি সখি বৃন্দে দুতি, আমি রাধা হীনমতি,
নেমক হারাম সেই কালারে দাও ধরিয়া,
অবশেষে অকারণে যাইব কি মরিয়া?
নেহাৎ যদি না আসে, থাকুক সে পরবাসে,
আমি লো ত্যজিব প্রাণ সতী ধর্ম্ম রক্ষিয়ে,
মার্জ্জার লম্ফনাতীত ভাত রাশি ভক্ষিয়ে।
যা হোক উপায় ত্বরা কর প্রাণস্বজনি।
ঘুমায়ে পড়িব আমি বাড়িতেছে রজনী !!!!

ধর্ম্মপঞ্চ।

কালে কালে হইল কি! পাঁচ সাত রকমের মাদক দ্রব্য একত্রে সেবন করিলে যেমন তাহাকে পঞ্চ্ (Punch) বলা যায়, কালে কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা কি তাহাই হইয়া দাড়াইল! ইহাতে দেখিতেছি খ্রীষ্টানদিগের ব্রাণ্ডি আছে, শাক্ত-দিগের খাঁটী আছে, শৈবদিগের সিদ্ধি আছে, বৈষ্ণবদিগের গঞ্জি-কা আছে ও মহম্মদীয়দিগের তাড়ি আছে। এখন দেখিতেছি অসাধা-রণ ব্রাহ্মগণ এই ধর্ম্মপঞ্চ্ পান করিয়া, ভক্তির নেশায় ভোঁ হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের চৌদ্দ-পুরুষেরও পা ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকিবেন। মন্দ নহে! এখন অসাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারের আগোড় সকলের জন্য উ-ন্মুক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টভক্তেরা তথায় কোন সাতসাহেবের ম্যামকে লই-য়া আসিয়া বিবাহকরিয়া যাইবেন, অথবা কোন ব্যাঙ্ক বা হউস ফেল করিয়া আসিয়া তথায় আশ্রয় লই-বেন; শাক্তগণ তথায় বলিদানের খাণ্ডা হস্তে করিয়া নৃত্য করিবেন, শৈবেরা 'বোম কেদার' রবে সমা-জের ছাদ উড়াইয়া দিবেন; বৈষ্ণ-বেরা তিলকসেবায় চিতা ব্যাঘ্র সাজিয়া গঞ্জিকার ধূমে গ্যাসা-লোক অন্ধকারময় করিবেন ও মহম্মদীয়গণ জবায়ের ছুরি কোম-রে গুঁজিয়া যাহা করিবার নহে তাঁহাই করিবেন। সকলই একেতে গিয়া বর্ত্তাইবে অতি সুখের বিষয়!

কিন্তু বিভ্রাট একটু দেখ্‌ছি সেই পরমব্রহ্মের—তাঁহার তিষ্ঠান দায় হইবে। এত দিন তিনি কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, গণেশ, মহম্মদ, যীশু, প্রভৃতির উপর বরাত দিয়া কায চালাইতেছিলেন; এখন লো-কের চক্ষু ফুটিতেছে। অজ্ঞান তিমির টুটিতেছে, সবাই প্রতিনিধি ছেড়ে এখন গুজরৎ খোদকে ধ-রিতে ছুটিতেছে। তাই বলিতেছি যে তাবৎ মনুষ্য যখন সেই গুজ-রৎ খোদকে একতান প্রাণে উচ্চ-রবে ডাকিতে থাকিবে, তখন তাঁকে উঠ্‌তে বস্‌তে বিষম বিভ্রা-টে পড়িতে হইবে। তখন তাঁকে যে কত বারই জিহ্বা কামড়াইতে

হইবে, কতই যে বিষম খাইতে হইবে, কতই যে হোঁচট খাইতে হইবে, কতবারই যে তাঁহার আসন টলিবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। মরি! সেই পবিত্র রসনা দন্তাঘাতে ঘা-যুক্ত হইবে, মরি! সেই মধুময় কণ্ঠদেশ বিষম কাশে চিরিত হইয়া যাইবে, মরি! সেই রাঙ্গা চরণ হোঁচটাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তে ভাসিয়া যাইবে।

এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে জীবগণকে নিস্তারিতে, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকদিগের অন্নে ধূলা দিতে, ঈশ্বরের এক প্রিয় সন্তান জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এখন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলেই ঘুটঘুটে তমোরাশি হইতে অত্যুজ্জ্বল ধর্ম্মমসালালোকিত পরম পবিত্র পুণ্যধামে যাইবার উপায় পাইয়াছে। আমিও যাইতে নিতান্ত ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আহা! কাহার না ইচ্ছা হয়! ধ্রুব, প্রহ্লাদ যাঁহাকে পাইবার জন্য দেহের রক্ত জল করিয়া ফেলিয়াছিলেন, অনশনব্রতধারী সর্ব্বত্যাগী ঋষিতপস্বীরা যাঁহাকে পাইবার জন্য যুগযুগান্তর ধ্যান উপাসনা করিয়া শরীর উইঢিপি করিয়া ফেলিয়াছিলেন, আহা! সেই অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য চিন্তামণিকে যদ্যপি একটী কোন আড্ডায় প্রবেশ করিয়া, গুটী দুই বক্তৃতা কর্ণকুহরে ঢুকাইয়া একেবারে মুটোর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেনা উহাতে অগ্রসর হয়? সেই ধর্ম্মমসালানুসরণের ইচ্ছা আমার নিতান্তই ছিল; কিন্তু দেখিয়াছি মসালটী মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে ঝুকিয়া পড়ে, ডাইনে বামে হেলিয়া পড়ে, ঠিক এক ভাবে স্থির থাকে না। দেখিয়াছি সেই ঝুঁকিত, টলিত, হেলিত, দুলিত, জ্বলন্ত মশালের শীস ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অনেকের গা পুড়িয়া গিয়াছে, অনেকের গায়ে ফোস্কা উত্থিত হইয়াছে, অনেকের অন্তর্দাহ ঘটিয়াছে। একবার ঐ মসালের শিস কোন একটী বিদ্যালয়ের উপরে পড়ায় কতই গোলযোগ ঘটিয়াছিল, আর একবার একটী মুদ্রাযন্ত্রের উপর পড়ায় কতই হুলস্থূল বাঁধিয়াছিল, আবার উত্তর অঞ্চলের কোনএকটী রাজ্যের উপর

পড়ায় কত কাণ্ডই হইয়াছিল। কাহারও ঐ মসালালোকে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে, কাহারও বা আলোআঁধারি লাগিয়া গিয়াছে, কাহাকেও বা হোঁচট খাইয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে, কাহাকেও বা ধাঁধা লাগিয়া ধর্ম্মগোলকধাঁধায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া হায়রান হইয়া পড়িতে হইয়াছে।

অনেকের অনেক অনিষ্ট অশুভ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম চক্ষে, পবিত্র চক্ষে, দিব্য চক্ষে দেখিতে গেলে তাহাতে কোন দোষই নাই, কারণ তাহা ঈশ্বরের হুকুম। ঈশ্বর মনুষ্যকে যাহা করাইবেন, মনুষ্যকে তাহাই করিতে হইবে। তাহার উপর আবার "আদেশ" তাহাতে ওজর আপত্তি নামঞ্জুর। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ঈশ্বর আসিয়া প্রিয় পুত্রকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া পত্নির সুকোমল বাহুলতা হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া অজ্ঞাত কোন স্থলে লইয়া গিয়া কহিলেন "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ! বৎস! চিরকালই তোমার বড় হইবার ইচ্ছা, চেষ্টা করিয়া তাহা হইয়াছিলে—খ্রীষ্টানদিগের চর্চ্চ, মুসলমানের মসিদ ও হিন্দুদিগের মন্দির অপেক্ষাও উচ্চ হইয়াছিলে, কিন্তু সাংসারিক একটা ঘটনার কারণ একেবারে গভীর পাতাল প্রদেশে নামিয়া গিয়াছ। আবার যদ্যপি পূর্ব্ববৎ উচ্চ হইতে ইচ্ছা কর ত নূতন একটী খেলা দেখাও, পুরাতন হইলেই বুজরুকীর মনোহারিত্ব কমিয়া যায়। অতএব যদ্যপি স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহ ত কোন নবধর্ম্ম প্রচার কর।" এই আদেশানুসারে ঈশ্বরপুত্র ধর্ম্মপঙ্ক প্রচার করিলেন।

এই ধর্ম্মপঙ্কের অশেষ গুণ। ইহা বাগদীকে ব্রাহ্মণ করিতেছে, ব্রাহ্মণকে হাড়ি করিতেছে, সাধুকে অসাধু করিতেছে, অসাধুকে সাধু করিতেছে, বুজরুককে দেবতা করিতেছে, দেবতাকে চণ্ডাল করিতেছে, পাপীকে ধার্ম্মিক করিতেছে ধার্ম্মিককে পাপী করিতেছে, ব্রাহ্মকে পৌত্তলিক করিতেছে ও পৌত্তলিককে ব্রাহ্ম করিতেছে। ফলতঃ ধর্ম্মপঙ্ক আলু বিশেষ, যিস্‌মে লাগাও উস্‌মে লাগে। সম্প্রদায়বিশেষের মনস্তুষ্টির জন্য দুর্গা, কালী, গণেশ প্রভৃতিকে পূজা

করাও চলে সম্প্রদায়বিশেষের মন রক্ষার জন্য ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ প্রজ্জ্বলিত মোমবাতিকে আরতি করাও চলে এবং সম্প্রদায় বিশেষের আবদার রক্ষার জন্য পুরাতন চালও বজায় রাখা চলে। এটী বড় মজার ধর্ম্ম। ইঁহাতে সবই আছে, ইহা পঞ্চশস্যে গঠিত। হে নবধর্ম্ম! কলিতে তুমি ধন্য! তোমার প্রচারক ধন্য! তোমার বিশ্বাসীরা ধন্য। তোমার অন্য যে কোন সৌখিন নাম থাকুক না কেন, রসিকরাজ তোমার নাম দিলেন—ধর্ম্মপঞ্চ্।

———:০:———

ভারতীর ফেভারে মাইকেল-সমালোচন।

মাইকেল! তুমি মরিয়াছ, ভালই হইয়াছে, আজ সমালোচকগণ প্রাণ পূরিয়া তোমাকে দুইটা গালি দিতে পারিতেছে। মৃত শরীরে অসি-আঘাত অপেক্ষা বড়াইয়ের কার্য্য আর কি আছে? আমরা আজ তোমাকে সমালোচনা করিব। তুমি যেই হও না কেন, তোমার কোন খাতিরই রাখিব না—চক্ষু বুজিয়া নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করিয়া যাইব।

যে পাঠক বলে "মেঘনাদ বধ" অতি ভাল গ্রন্থ, সে নেহাৎ গণ্ডমুর্খ, সে কিছুই জানে না, তার জীবন ধারণ করাই বিড়ম্বনা। মেঘনাদ বধে এত সহস্র সহস্র ভুল, এত লক্ষ লক্ষ প্রমাদ, এত অযুত অযুত ভ্রম যে, তাহা সংখ্যা করা যায় না। এ আমার গা-জোরি কথা নহে, হাতে হাতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি ঃ—

প্রথমেই দেখ—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি।"

এই যে "অকালে" কথাটী লাগাইয়াছেন, ইহাতেই আপনার মাথা আপনি খাইয়াছেন। অকালে কথাটী কখনই ও স্থলে বসিতে পারে না, যে হেতু কাল পূর্ণ না হইলে জীবের মৃত্যু হয় না—বীরবাহুর পরমায়ু ঐ অবধি, বিধাতারলিপি—বীরবাহু ঐখান হইতেই সরিয়া পড়িবেন, তাহার কাল ঐ

খানেই পূর্ণ হইবে—তবে আবার
"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"
কেন বাপু! হে পাঠকগণ! যদি
মানুষের চামড়া তোমাদিগের
শরীরে থাকে, ত মাইকেলকে
এই স্থান হইতেই জাপ্টাইয়া সা-
প্টাইয়া ধর, তিনি যেন ফাঁকি
দিয়া কবি-সিংহাসন না অধিকার
করিতে পারেন। এই জন্য ইতি
পূর্ব্বে 'ভারতী' ঠাকরুণ অনেক
চেষ্টা বেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু
তেমন কিছু বিশেষ করিতে পা-
রেন নাই—আইস পাঠক, আমরা
প্রাণপণে লাগি, একটা হাতিকে
পাড়িতে পারিলে সকলেই আমা-
দিগকে ধন্য ধন্য করিবে।

যাক্, তার পর দেখ—

"বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে
ভারতি!"

মন্দমতি নিশ্চয়ই, তা না হই-
লে খৃষ্টান হইতে যাইবেন কেন!

"যেমতি মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায়, (পদ্মাসনে যেন)"

এই ছত্রটীর আমরা একটু পরি-
বর্ত্তন করিলাম,

যেমতি মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
সম্পাদকশিরোপরি, (গালে হাত দিয়া)

তাহার পরে রাবণের সভা।
আশা করিয়াছিলাম এ সভা কি
ভীষণই হইবে, কি ভয়ঙ্করই হইবে,
কি ভয়ানকইহইবে,—কত না তাল
গাছ প্রমাণ তরঙ্গ উত্থিত হইতে
দেখিব, কত তিমি, কত হাঙ্গর,
কত মকর, কত কুম্ভীরকে হাঁ করি-
য়া ভাসিতে দেখিব, কত সেলিং
ভেসল, কত ইষ্টিমার দেখিব,
যে হেতু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টা-
চার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত বাল্মীকি
রামায়ণে লিখিত আছে—"রাব-
ণের সভা তরঙ্গসঙ্কুল, নক্রকুম্ভীর
ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর।
কিন্তু তাহা না হইয়া দেখি-
লাম—.

"কনক আসনে বসি দশানন বলী"
ইত্যাদি।

আরে ছ্যা! ছ্যা! একি রাব-
ণের সভা? এ ত ন্যাশানাল
অথবা বেঙ্গল থিয়েটার!

ইহাতে
'নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস'
নাই,

ইহাতে
'পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'
নাই,

ইহাতে

'নিশান্তে গগণপথে ভানুর ছটায়'
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায় ;

নাই,

ইহাতে

ভ্রুকুটী করিয়া দর্পে সিংহাসনোপরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্যপদভরে!

নাই।

এ ছাই হইয়াছে, এ পাঁশ হই-য়াছে, এ মাইকেলের মাথা মুণ্ডু হইয়াছে।

ভাল এ দোষ মাপ করিয়া দেখা যাউক,রাবণ এ হেন সভায় বসিয়া কি করিতেছেন? রাবণ বীরবাহুর শোকে কাঁদিতেছেন। এই স্থানে গ্রন্থকার ভয়ানক অপ-রাধে পড়িয়াছেন,বীরবাহুর মৃত্যুর পূর্ব্বে রাবণের শত শত পুত্র নিহত হইয়াছে, রাবণের পুত্রশোক এক-রকম গা-সহা হইয়া গিয়াছে। যেমন প্রাত্যহিক মদ্যপায়ীর এক আধ গেলাস মদ্যপানে নেশামাত্রই অনুভূত হয় না, সেইরূপ বীরবা-হুর মৃত্যুতে রাবণের আদৌ শোক অনুভূত হওয়াই উচিত নহে, অথবা মদ্যটী কিছু কড়া ধাতের হইলে যেমন সেই প্রাত্যহিক মদ্যপায়ীর একটু গোলাপী গোছ নেশা হয়; সেইরূপ বীরবাহুর মৃত্যুজনিত শোক যদি রাবণের পক্ষে কিছু বেশী কড়া বোধ হইয়া-ছিল, ত তাঁহার গোলাপী গোচের একটু শোক হওয়া উচিত ছিল—কাঁদাটা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

"এ হেন সভায় বসি রক্ষকুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে——"

এরূপ না হইয়া বরং রাবণের দুইটা মধুর টপ্‌পা গাওয়া কর্ত্তব্য ছিল—আড় নয়নে চাহিয়া মুচকে মুচকে একটু মধুর হাসি হাসা উচিত ছিল। রাবণ মহাকাব্যের নায়ক, পুত্রশোকে তাঁহার রোদন করা কোনক্রমেই উচিত নহে।

এইরূপ কান্নাহাটী ও সচিব-শ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণের সহিত শো-কের জমা খরচের পর যে যুদ্ধ বর্ণনা হইয়াছে,তাহা Passable, মন্দ নহে। বড় ভালও নহে, কারণ তাহাতে—

'পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে

নাই,

'দ্বিজ কোশাকুশি করে, কৃষক লাঙ্গল ধরে,
নাই,
'গাভিগণ
বেগে গৃহদ্বারে গিয়া হাঁকাল সঘনে'
নাই।

যা হউক, মাইকেলের যুদ্ধ বর্ণনা ভাল না হউক, চলনসই। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল—

"কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্ব্বদুঃখ"

এইটী নেহাৎ বাজে কথা, কাঁদেই বা কি, যথাই বা কি, বিলাপীই বা কি, স্মরিয়াই বা কি, আর পূর্ব্বদুঃখই বা কি? ইহা আমরা সমজাইতে পারিলাম না। অমনি সভাশুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, এ কাঁদিল, সে কাঁদিল, ও কাঁদিল, আমার মনে হইল এক পাল স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। সাবাস বাবা!! পোড়ার মুখে কারও একটুও হাসি আসিল না। ফাই, ফাই, ফাই—এই জন্যই কি মাইকেল বলিয়াছিলেন,

গাইব মা, বীররসে ভাসি মহাগীত।

বীররসের মুখে আগুন! যেখানে বীররস থাকে, সেখানে কি চক্ষের জল পড়ে? আবার "অশ্রুময় আঁখি"—ক্ষমা কর বাবা!

"যে ভয়ে পালাও তুমি সেই দেবী আমি।"

একে ত অশ্রুময় আঁখি, তাতে আঁধার "মন্দোদরী-মনোহর"—সে কি হে বাপু! মন্দোদরী-মনোহর কি? হেসে যে বাঁচি না! মাইকেল! যদি বড় কবি হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তবে এক একটী বিশেষণে আপনার বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক এক 'আকাশ' ভাব আনিয়া দিলে না কেন? তাহা হইলে ভারতীর কাছে যে খুব লম্বা চৌড়া সার্টিফিকেট পাইতে পারিতে!

ক্রমশঃ।

———

কথা কও না কেন বউ?—নং ১

আতাগাছে তোতাপাখী ডালিমগাছে মউ—
কথা কওনা কেন বউ।
টিউনিসে ফরাসীভায়ার মহা গণ্ডগোল——
তোমার নাইক কেন বোল?
ইতালীয় রণতরী সাজছে গরব করে——
তুমি আছ মৌন-ভরে।
নিহিলিষ্টদল জারের প্রাণকে কর্চ্ছে টানাটানি
তোমার নাই কোন কহিনী।

আব্দুলরহমণের পিছে লেগেছে যে ফেউ,
আয়ুব কর্‌ছে ঘেউ ঘেউ,—
কথা কওনা কেন বউ?
বলি——
আতাগাছে তোতাপাখি ডালিমগাছে মউ—
কথা কওনা কেন বউ?

পাঁচ মিসালী।

ভাষা-প্রাঞ্জলতার একটি নমুনা।

(২রা আষাঢ়, বুধবারের প্রভাতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে অবিকল উদ্ধৃত)

আমরা অবগত হইলাম, কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক বঙ্গদেশীয় জমীদার ও ধনীবৃন্দকে শ্যাড়াফুলী হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার জন্য বর্ত্তমানে পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন।

মিরারের স্বজাতি-প্রিয়তা ও রাজভক্তি।

(ভারতমিহির হইতে)

সঞ্জয়ের দৈব দৃষ্টিতে রবিবাসরীয় মিরার ভারতবর্ষের ভাবী আকাশ নিবিড় তমসাবৃত দেখিয়া আজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিতেছেন। মিরার বলিতেছেন, পিপীলিকার দলবৎ এই যে অসংখ্য বালক বিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া রহিয়াছে,

ইহারাই সেই রুদ্র মুর্ত্তি নিহিলিষ্টদিগের বীজ স্বরূপ জানিবে। কারণ নাস্তিকতা নিহিলিষ্টদিগের ধর্ম্ম ; আমাদের স্কুলে সেই নাস্তিকতা প্রবেশ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাবধান! সাবধান! এখনও সাবধান হও। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই নীতিশূন্য শিক্ষা প্রণালীর কোনও পক্ষপাতী নহি, কিন্তু আমাদের বৃদ্ধ সহযোগী সারভেণ্টিসের সেই অমর নায়ক ডন কুইকসোটের ন্যায় তৈলপূর্ণ চর্ম্ম কুম্ভ দেখিয়া দৈত্যজ্ঞানে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদুর ভবিষ্যৎভাবনা ভাবিয়া আমাদের বৃদ্ধ সহযোগী আপনার দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে অধিকতর দুর্ব্বল করিবেন না। এই দুই শত বৎসরে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আমাদের স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছেন।

বিনামূল্যে পুস্তক বিক্রয়।

(মুরশিদাবাদ পত্রিকা হইতে)

আমার মনের কথা।

বিনা মূল্যে বিতরণ। ২০০০ হাজার কাপির অধিক ছাপা হইবে না। ৯০০ শত গ্রাহক হইয়াছেন। অবশিষ্ট পুস্তকের গ্রাহকের পদ শূন্য আছে, বর্ত্তমান মাসের মধ্যে আবেদন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে গ্রাহ্য হইবে না। ৮ পেজি রয়াল ১৬ ফর্ম্মায় পুস্তক সমাধা হইবে। প্রতি তিন মাস অন্তর এক এক ফর্ম্মা প্রকাশ ও বিতরিত হইবে। অথবা ২।১ ফর্ম্মা প্রকাশের পরেই বন্দ করা যাইবে। পুস্তক গৃহীতাগণের নিকট মূল্য লওয়া হইবে না। কেবল ডাকমাসুল এবং অন্যান্য বাজে খরচ বাবদ প্রতি ফর্ম্মার জন্য ১৮/১৫ যাহা ন্যায্য তাহাই অগ্রিম দিতে হইবে। পোষ্টেজ পাঠাইলে ফি টাকায় /০ আনা হিসাবে বাটাসহ পাঠাইবেন। হুণ্ডী বা মণিঅর্ডার হইলে উভয়েরই সুবিধা। এককালীন ১৬ ফর্ম্মার ডাকমাশুল ও খরচা দিলে ২৫ টাকা দিলেই যথেষ্ট বোধ করা যাইবে।

কণ্টি বিউটারের তৃতীয় পত্র।

Oh You Old Fellow ! টোম ক্যা কিয়া হ্যায় ? বুড় বয়সে কি শেষে তোমার ভীমরতি হইল ? বিলাত প্রেরিত স্ত্রীদিগের প্রতি কি করিয়াছ ? সমস্ত কাগজওয়ালারা যে হুলস্থুল বাধাইয়াছে ! এত বিদ্যা তোমার কত দিন হইয়াছে ? বিদ্যা তোমার যে আর ধরে না দেখিতেছি !

বলি কলমটা কি একটু সামলাইয়া লিখিতে পার নাই—কল্পনাকে কি একটু জব্দে রাখিতে পার নাই—ভাবোচ্ছাসকে কি একটু চাপিয়া যাইতে পার নাই ?—রস একবারে বামালোকদিগের উপরে ছড়াইয়া ফেলিলে ? আম্মা ছি ! তোমাকে আমার পূর্ব্বে ভাল জ্ঞান ছিল, তুমি যে এই রকমে একেবারে বখে গিয়াছ, তা আমি কখনই জানিতাম না। অবলা স্ত্রীলোকদিগের উপর Sympathy প্রদর্শন না করিয়া তাদের উপর বিদ্রুপ—ব্যাঙ্গ ? তা আবার এমনি অশ্লীল, এমনি সুরুচিবহির্ভুত, এমনি দুর্গন্ধযুক্ত, এমনি পচা, এমনি জঘন্য যে, তার কাছে ঘেঁসা দায় ! Shameless Creature ! জাতীয়গ্লানী, বাঙ্গালীর কুৎসা, কুরুচিময় অশ্লীল কবিতায় প্রকাশ করিতে কি একটুও তোমার বাধিল না ? একবারে কি কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছ !

বলিব কি সেদিন Civilised Young Ladies Associationএর সভ্যা মহোদয়াগণ একত্রিতা হইয়া ভারতচন্দ্রের রসপ্রধান বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতেছিলেন—যেখানে বিদ্যাও সুন্দরের বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, নায়ক নায়িকা দোঁহে পবিত্র দাম্পত্যচর্চ্চা করিয়া সুখসাগরে সাঁতার কাটিতেছিল, সেই স্থানটী পাঠ করিয়া যখন তাঁহারা সুপবিত্র প্রেমরসে গলিয়া গিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন—তখন আমি তথায় সহসা উদয় হইয়া তোমার রসের অংশ কিঞ্চিৎ তাঁহাদিগকে দিলাম। তাঁহারা আগ্রহ সহকারে তোমার ঐ অদ্ভুত কবিতাটী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—কিন্তু শেষ হইতে না হইতেই সকলে লজ্জায়, সরমে, ব্রীড়ায় একেবারে যে কি হইয়া গেলেন তাহা আর কি বলিব ! যাঁহারা সাটী পরিধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা ত তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া মুখাবৃত করিলেন, যাঁহারা

গাউন পাগড়ী লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া সমাজ গৃহের কোনে কোনে যে যাহার মুখ গুঁজিলেন। আমার Wifeও তথায় উপস্থিতা ছিলেন, তিনি ত লজ্জায় আর বাচেন না। আজিও, বলিব কি, কেঁচে কনে বউ হইয়া, আজানুলম্বিত গোমটায় অগ্রে মুখশশীকে ঢাকিয়া তবে আমার সম্মুখীনা হয়েন।– আরে ছ্যা! তুমি ভারি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।

লিখিতে গিয়াছ আবার কি না সাহেব হইবার বিরুদ্ধে! তোমার যে অবশেষে কি দুর্গতি হইবে তাহা আর ভাবিয়া পাই না। সাহেবদের প্রজা হইয়া, সাহেবদের মুলুকে বাস করিয়া, সাহেবেরই বিপক্ষ! এইবার দেখিতেছি তোমাকে ১ নং চৌরঙ্গি ভবনে অবস্থান করিতে হইবে। একে ত আমাদিগের গৃহের ঢেঁকি কুম্ভির ‘মিরার’ অবতারের সদুপদেশে কোম্পানি বাহাদুর বঙ্গের ইস্কুলবয়দিগের মধ্যে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় দেখিতে পায়েন পায়েন হইয়াছেন, তাহার উপর আবার তোমার এই কাণ্ড! নিশ্চয়ই তোমাকে আমির খাঁর দশায় পতিত হইতে হইবে। কে কোথায় কি করিল, কে কোথায় Wifeকে বিলাতী পুত্রের জন্য বিলাতে পাঠাইল, তাহাতে তোমার এত মাথা ব্যথার দরকার কি ছিল? Oil your own machine; তুমি আপনার চরকা-যন্ত্রে তৈল দাও।

এখন একটা সৎপরামর্শ এই–তুমি মহিলামহলে যে গুরুতর, ভয়ঙ্কর ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ-পাপে পাপী হইয়াছ, তাহা হইতে যদি মুক্ত হইতে চাহ, ত গলায় কুড়ালী বাঁধিয়া সিবিলাইজ্‌ড্‌ ইয়ং লেডিজ এসোসিয়েশনের প্রত্যেক সভ্যা মহোদয়া সমীপে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং যাহাতে তাঁহাদের লজ্জা (কারণ অনেকেই এত লজ্জা পাইয়াছেন, যে আজিও ঘোমটা খুলেন নাই) সত্বরে অপনীত হয়, তাহা বিশেষ তদ্বির কর–অন্যথা তোমার ভাল হইবে না, তোমাকে দেশছাড়া হইতে হইবে।

ইচ্ছা ছিল তোমার আষাঢ় সংখ্যাতেই আমার প্রণীত “রহস্যশ্রাদ্ধের” কিয়দংশ দিব, কিন্তু আরও দুই এক খণ্ড না দেখিয়া তাহা দিতেছি না। আগে দেখিব তোমার কুরুচী দূরীভূত হইয়াছে, তবে——

আমি
তোমার সেই কণ্ট্রিবিউটার।

——oo——

ম্যাটার এণ্ড ফোরস্।
(MATTER AND FORCE.)
ওরফে
মাগ-সমালোচনা।

"মাগ সংসারের সার,
মাগ সর্ব্বমূলাধার।"

বিবাহের পূর্ব্বে একথা কাহারও মুখে শুনিলে মনে করিতাম যে, এ লোকটা জাহ্নবে গিয়াছে। পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহার লক্ষ টাকার সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন, এই সামান্য বাধ্যবাধকতার দরুন স্বইচ্ছায় আমাদের খাওয়া পরার ভার নিয়া যাঁহারা নিত্য যেন তেন প্রকারেন আমাদের বেতরিবৎ খুসি ও অপ্যায়িত করিতেছেন; ভাল লেখা পড়া শিখিবার আবদার ব্যতিরেকে যাঁহারা আমাদের আবদার-স্রোতে কখনই বাঁধ দিতে চেষ্টা করেন না; মাতাল হই, দাঁতাল হই, আপাতঃ-স্লিপার-বিরহ-বিধুর, আমিও যে পদার্থ তিনিও সেই পদার্থ—অতএব তাঁহার সমস্ত জিনিস আমার জিনিসের মত,—ইত্যাকার ব্রাহ্মজ্ঞানোদ্ভবা কার্য্যপটলরাশি বিনাশি শ্রীলা শ্রীযুক্তা পরমারাধ্যা জেল রাণী প্রসাদাৎ বেড়ি চিহ্ন পরিশোভিতা শ্রীমান গোঁসাই গুরু ঠাকুরের শ্রীচরণ গোলাপ ফুলে প্রণাম করা ব্যতিরেকে যাঁহারা আমাদের প্রেয়সী ধর্ম্মমতিকে আর কখনও টানাটানি করেন না; যাঁহারা আমাদের বাল্যবুদ্ধিকে অজ্ঞান জ্বর হইতে ভাল করিবার নিমিত্ত হোমিওপ্যাথিক ডোসে জ্ঞান-ঔষধি সেবন করাইয়া আখেরে বিদ্যাকুইনাইনজনিত ম্যালেরিয়াস রিলাপ্স হইতে রক্ষা করিয়াছেন; এমন হিতাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মীয় অভিভাবকদিগের পরিত্যাগ করিয়া 'মাগ সংসারের সার! মাগ সর্ব্ব-

মূলাধার!' এ নিতান্ত ধৃষ্টতা, নিগূঢ় অর্ব্বাচিনতা!!

যতদিন নাবালক ছিলাম ততদিন আমার এই ধারণা সুদৃঢ় ছিল। কিন্তু কালের অচিন্ত-নীয় ক্ষমতা, স্বভাবের সরদিগর্ম্মির ধাত। পৌরাণিক পঞ্চভূত এখন কেবল ভূতেদের কাছেই মান্য গন্য। বিজ্ঞান নিজ বলে এখন প্রায় ১৬ গণ্ডা ভূত ধরিয়া আপনার চিড়িয়াখানায় পুরিয়াছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পুরাকালে মনুষ্যগণের ইষ্টদেবতা ছিলেন,আজ কাল আমাদের হুকুমের চাকর হইয়াছেন। বিজলিকে জলধরের প্রেমাশায় জলাঞ্জলি দিয়া আলিপুরে গাড়িটানিয়া কেড়াইতে হইতেছে। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি। স্বভাব যে উদ্‌জান (Oxygen) বাষ্পকে গঞ্জিকার ধূম অপেক্ষাও অধিক স্ফূর্ত্তিপ্রদ বিবেচনা করিয়া কান্ত সমাগম কালে পান করিয়া মজা করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিমিতিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত আজ সেই সকের উদ্‌জানকে জল করিয়া নিয়া, সিসির ভিতর পুরিয়া ইচ্ছামত ইন্দুর, বিড়াল, নাচাইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। তবে যখন এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তখন আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনে, জ্ঞানের পরিবর্ত্তনে যে, পূর্ব্ব ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিবে তার আর বিচিত্রকি? মিছা কথা ছেঁচা জল চির দিন রয় না। রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং সর্পে রজ্জুজ্ঞান, কেতাব ব্যতিত আর কোথাও চিরদিন থাকিতে পারে না। এটি ঊনবিংশ শতাব্দি। হিন্দু মুসলমানে একত্রে খানা খাইতেছেন; পুরহিত মহাশয়ের পুত্র পৈতা ফেলিয়া থুচনি মাথায় দিয়া সাহেব সাজিয়া, নন্দদুলাল জিউর বাটি বিক্রয়ের টাকায় তাঁহার পৈতৃককেলে ব্রাহ্মণীটিকে বিবি হইতে বিলাত পাঠাইতেছেন; নয় বৎসরের মেয়ে পিতাকে গৌরিদানের ফলাশায় কদলি ফল দেখাইয়া, সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া উড়ে ও সাহেবের মস্‌তুতো পিশ্‌তুতো ভায়ত্ব সপ্রমান করিতেছেন কশ্যপ ঠাকুরের বংশধরীরা সদ্য অবতীর্ণা হইয়াই কবির অধরে শুইয়া প্রেমের স্বপনে ভোর হইয়া কালিদাস ও সেক্ষপিয়রের

একত্রে বানরত্ব প্রাপ্তি অবলোকন করিতেছেন। তা আমি কলিকাতা নিবাসী শ্রীসেয়ানাচন্দ্র ছেলে, আমার বুদ্ধির পরিবর্ত্তণ হইবে না? পাঠশালার বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া যে দিন বিজ্ঞান কলেজে পা দিয়াছি, সেই দিন হইতেই নব চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পদার্থের বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দেখিতে শিখিয়াছি. এবং মাগ যে স্বভাবের এক অনির্ব্বচনীয় চিজ তাহা টের পাইয়াছি। বিজ্ঞানের বলে কত শত দেশি বিদেশি মাগ পড়িয়াছি অর্থাৎ study করিয়াছি, এবং বহুবিধ অপরিষ্কার ও পাঁচমিসালি (crude) পরিষ্কার ও খাঁটি (pure and uncombined) মাগ জোগাড় করিয়া প্রত্যক্ষ পরিক্ষা (experimental proof) করিয়াছি। এই বহুকালস্থায়ী পরীক্ষা ও পাঠের ফল যাহা ফলিয়াছে, তাহা প্রচার করিতেছি। এক্ষণে বাসনা যে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয় লইয়া আরও চর্চ্চা করিবেন এবং আপনাদের অধ্যবসায় দ্বারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য সুখের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিবেন।

মাগ বা রমণী।

মাগ পূর্ণ (matter) পদার্থও নয়, পূর্ণ (force) শক্তি ও নয়। ইহাকে পদার্থ এবং শক্তি উভয় নামই দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে হয় তো কোন বৈজ্ঞানিক এবিষয় লইয়া আমার মত এত আন্দোলন করেন নাই, এই নিমিত্ত তাঁহারা পদার্থ ও শক্তির এত পার্থক্য সংসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অজ্ঞানবশতঃ বলিয়াছেন যে, পদার্থ সর্ব্বদাই কেবল পদার্থ এবং শক্তি সর্ব্বদাই কেবল শক্তি ; পদার্থ কখন শক্তি হইতে পারে না (যদিও শক্তি তাহাতে কার্য্য করিয়া থাকে বটে) এবং শক্তি কখন পদার্থ হইতে পারে না (যদিও মুর্খলোকে কখন কখন শক্তিকে পদার্থপ্রায় করিয়া থাকে বটে)। কিন্তু তাঁহারা যদি মাগের মত কোন কিছুকে অ্যানালাইজ (analyse) করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে জগতে যে পদার্থ ও শক্তি সম্পূর্ণ আলাহিদা দুই প্রকার ব্যাপার আছে, একথা বলিয়া যাইতে পারিতেন

না, এবং অকর্ম্মণ্য কতকগুলা নামকরণ করিয়া বিজ্ঞান লেখকদিগকে মিছামিছি এত গোলযোগে ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না। যাহা হউক অলিক নামার্থে কোন গোলমাল করিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রমণী পদার্থ এবং শক্তি উভয় নাম বাচ্য। এক্ষণে রমণী কিরূপে পদার্থ হইল এবং পদার্থের বিশেষ গুণ ইহাতে কি কি আছে ও রমণী কি প্রকারে শক্তি হইল এবং শক্তির বিশেষ গুণই বা ইহাতে কি কি আছে, তাহা বলা যাইতেছে। দুই একজন সেকেলে লোক প্রস্তাব দেখিয়াই "রমণী পদার্থের মধ্যে অপদার্থ এবং শক্তির মধ্যে অসুরনাশিনী' এই কথা বলিয়া হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান বড় কঠিণ জিনিস—বিজ্ঞ অবিজ্ঞ, সেকেলে একেলে বলিয়া কাহারও খাতির রাখে না।

যাঁহারা বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে, পদার্থ তিন প্রকার বাহ্য অবস্থায় (Physical State) থাকিতে সক্ষম;—যথা (Liquid) তরল, (Solid) নিরেট, এবং (Gaseous) বায়বীয় বা অদৃশ্য। পদার্থমাত্রেই এই তিনটির এক বা অপর অবস্থায় থাকিয়া থাকে। আবার একই পদার্থের তদুপরি কার্য্যকরি উত্তাপের মাত্রা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।—কি না, The same body may be made to assume any one of these conditions according as it is exposed to a greater or less degree of heat. জল, বরফ ও ধূম একই পদার্থ, কেবল অবস্থা মাত্র ভিন্ন। একটি তরল, অপরটি নিরেট এবং তৃতীয়টি বায়বীয় অর্থাৎ অদৃশ্য। রমণীর বিষয়েও ঠিক এইরূপ। তরলতা উভয়েরই প্রাকৃতিক অবস্থা। স্বাভাবিক উত্তাপের মাত্রায় (at the ordinary temperature) জলের তরলতা ব্যতিরেকে অন্য অবস্থা হইতে পারে না। সমুদ্রে জল, নদীতে জল, পুষ্করিণীতে জল, মৃত্তিকা খনন করিলে জল, সর্ব্বত্রেই জল। বাস্তবিক ইহা স্বভাবের একটি সুবিজ্ঞতম কৌশল। জল না হইলে জীবগণ কখনই বাঁচিয়া

থাকিতে পারে না। শরীর যখন নিদাঘ রৌদ্রে সন্তপ্ত হয়, তৃষ্ণায় কাতর হয়, তখন জল ব্যতিরেকে এমন কি পদার্থ আছে যাহা সেই ক্লেশ নিবারণ করিতে পারে? জলের নাম এই নিমিত্তই 'জীবন হইয়াছে।

তৃষ্ণা কি এবং কি প্রকারেই বা উহার উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হয় তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন না। ঘর্ম্ম, মূত্র, শ্রম ইত্যাদি দ্বারা শরীরের জলীয় ভাগের ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ সকল শুষ্ক হইলে ঐ জল হানির দরুন দেহের জল আবশ্যক হয়, এবং যে উপায় দ্বারা দেহ ঐ জলক্ষতি পূরণ করিতে চাহে সেই উপায়ের নাম তৃষ্ণা। অতএব জল ব্যতিরেকে তৃষ্ণা কখনই নিবারণ হইতে পারে না। ইহাও এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, তৃষ্ণার সময় কেবল জল পান করিলেই যে তৃষ্ণানিবারণ হইবে, অন্য উপায়ে হইবেনা,এমন নহে। জল মাখিলেও তৃষ্ণা কমিতে পারে, জলে অবগাহন করিয়া থাকিলেও তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে। রৌদ্র লাগিয়াছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, স্নান করিতে গিয়া জলে পড়িলেই অনেক আরাম বোধ হয়, এবং তৃষ্ণা কমিয়া যায়, ইহা বোধ হয় সকলেই কখন না কখন অনুভব করিয়াছেন। জল শরীরের লোমকূপ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং তাহাতে দেহের অভ্যন্তরস্থ শুষ্ক অংশ সকল রসস্থ হইলেই তৃষ্ণা কমিয়া যায়।

"দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যংসরো নির্ম্মিতং" দগ্ধদিগের অবগাহনের নিমিত্ত বিধিকর্ত্তৃক রম্য-সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন কবিরা রমণীকে লক্ষ্য করিয়া যে এই কথাটি বলিয়াছেন, ইহা লক্ষ কথার এক কথা। কবিতায় ও বিজ্ঞানে কি নিকট সম্বন্ধ! শতশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজ আমি তাহা প্রত্যক্ষীভূত করিলাম! কি বলিব তাঁহারা কেহই জীবিত নাই, না হইলে দাঁও মারিয়াছিলাম আর কি!—৭০০।৮০০ জনের মধ্যে একজন হইয়াছিলাম আর কি!—এমন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের

চোটে তাঁহারা আমাকে রায় বাহাদুর করিতে কি তিলার্দ্ধও দেরি করিতে পারিতেন? যাহা হউক ধন্য তাঁহারা! তাঁহাদের পাণ্ডিত্য কি যুগান্তরব্যাপী ও সারবান! তবে বাহুমৃণাল, আস্যকমল, ইত্যাদি তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের চক্ষে তাহা নিতান্ত ভুল। জল দেখিলেই মৃণাল, কমল, খঞ্জন এ সকল নাকি চাইই চাই, কবিদিগের এমন শপথ দেওয়া আছে, এই নিমিত্তই তাঁহারা ঐ প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন। মোটকথা রমণী জল-রূপা। সংসার রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া মনুষ্য যখন তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ে, তখন রমণী-জল ব্যতিরেকে এমন আর কি আছে যাহাতে সে ক্লেশ নিবারণ করিতে পারে? সে হতাশ জীবনকে শান্ত করিতে পারে? এই নিমিত্তই অধুনা লেখক সমাজে রমণীর নাম জীবিতেশ্বরী হইয়াছে এবং দেশ বিদেশে তাহার নাম 'প্রাণ' হইয়াছে। এ জল না হইলে মনুষ্য জীয়ন্তেই মরিয়া থাকে। আদম (Adam) সৃষ্ট হইলেন, ইডেন গার্ডেনে স্থাপিত হইলেন, সমস্ত সুখসেব্য পদার্থ তাঁহার একচেটে করিয়া দেওয়া হইল; তথাচ তাঁহার শান্তি হইল না, সন্তাপ ঘুচিল না, তৃষ্ণা নিবারণ হইল না;—(Eve) ইভ-জল বরিষণ হইল, তাঁহার যাতনা নিবারণ হইল। তবে তিনি যে ঐ জলে ডুবিয়া নিজে মজিলেন এবং আমাদের বাঁধাইয়া গেলেন, সে জলের দোষ নয়, অত্যন্ত গরম অবস্থায় সাহসা ঠাণ্ডা জল অধিক পরিমাণে সেবন করিবার দরুন মগজে (apoplexy) রক্তাধিক্য বশতঃ জ্ঞানহীন হইয়া।

জলের ইহা একটী স্বভাব সিদ্ধ গুণ যে, কোন পাত্রে স্থান পাইলে তাহার যতটুকু অধিকার করে, ততটুকু সম্পূর্ণ রূপেই অধিকার করে———হাওয়া অবধি সেখানে অধিকার পায় না, বরঞ্চ পূর্ব্বস্থিত হাওয়াকে দূরিভূত করিয়া আপনি সে স্থান গ্রাস করে। রমণীও যে পাত্রে স্থান পান, তথায় আর কাহারও অধিকার পাইবার যো থাকেনা। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নির পূর্ব্ব অধিকার ক্রমে উপর দিকে ঠেলিয়া

উঠিতে থাকে এবং অবশেষে মুখ টুকুতে সীমাবদ্ধ হয়।

গলনক্ষম (soluble) পদার্থ সকলই প্রায় জলে গলিয়া যায়; যেহেতু—Water is a general solvent of all soluble substances নশ্বর মনুষ্যমাত্রেই রমণী-জলে গলিয়া যায়। বিশ্বামিত্র মুনি সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা দ্বারা অস্থিচর্ম্মমাত্র সার হইয়াও রম্ভা-জলে গলিয়া গিয়াছিলেন।

জল অপরিষ্কার, পরিষ্কার, লোনা, মিঠা, যে প্রকারই হউক না কেন, তাহা হইতে নিয়ত ধূম উদ্গীরণ হয়—This power of water to rise in vapour at all temperatures is called the tension of aqueous vapour এবং ঐ ধূমরাশি একত্রিত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করতঃ কত বৃহৎ বৃহৎ কাণ্ড উৎপাদন করে। জল কত পরিমাণ উত্তাপে ফুটিয়া উঠে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই, ঐ জল হইতে কত পরিমাণে ধূম উদ্গীরণ হয়, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। রমণী-জল হইতেও নিয়ত নিস্তব্ধভাবে ধূম উদ্ভুত হইয়া, নিত্য নিত্য মহা মহা মেঘ সৃজন করে ও ঘরে ঘরে মহামহা কাণ্ড উপস্থিত করে। ঐ জল কি পরিমাণ উত্তাপে চটিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে কত পরিমাণ ধূম উঠিল, কিরূপ মেঘ হইল এবং এই মেঘ হইতে কি রূপ কাণ্ড হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় এবং পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ হাওয়াকে একটু অধিক জলীয় করিতে পারিলে, পরিবারের অপরাপর সকলকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে, হয় ত অনেক অনিষ্ট নিবারণ হইতে পারে;—যেহেতু বায়ুতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যত অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে, জল হইতে সেই সময়ে তত অল্প পরিমাণে ধূম নির্গত হইয়া থাকে। The larger the proportion of moisture that is contained in the air at any given time, the smaller will be the quantity of aqueous vapour that rises from an exposed surface at a given time.

যখন কোন উত্তাপ জলের উপর কার্য্য না করে, চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত পদার্থের উত্তাপ পরিমাণ (temperature) কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (0° Centigrade) অপেক্ষা

নিম্ন হইয়া যায় এবং নিয়ত উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়া করিয়া (by radiating heat) জল আপনার স্বাভাবিক উত্তাপ খোয়াইয়া ফেলে, তখন জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। গৃহের সকল কার্য্য মৎলবমাফিক চলিতেছে, সকলেই মনের মত মন যোগাইতেছে, কি শ্বশুর কি শাশুড়ি পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির মান-মর্য্যাদারূপ উত্তাপ কমিয়া কমিয়া অবশেষে শূন্যেতে (0° Centigrade) পরিণত হইয়াছে, এবং এইকার্য্যগুলি সমাধা করিবার নিমিত্ত কত ঝগড়া, কত উত্তাপ-গালাগালি দিয়া আপনার রাগঅনেক পরিমাণে খরচ করিয়া ফেলিয়া, by radiating heat মাগ এখন শীতলতা-প্রযুক্ত জমাট হইয়াছেন। শীতল—বরফ-শীতল, যেখানে বসিয়া আছেন, সেই খানেই জমাট, কথায় কথায় হাসিয়া গলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এই গলিবার সময় একবার একটু দস্তরমাফিক উত্তাপ নির্গত হইয়াছিল। জল খাইবার দুগ্ধ বাটিটির গায়ে একটু ছাই লাগিয়াছিল, উত্তাপ নির্গত হইল, দাসী তাহা বিলক্ষণ টের পাইল, চাকুরিটুকু যায় যায় হইল। শাশুড়ি আসিয়া বলিল, "বউমা কি করিবে, এবার ওকে মাপ কর, তাড়াতাড়ির দরুন ওটা হইয়াছে, তা অমন করিয়া কি লোককে বলিতে আছে?" বরফ বলিল "তা বটে গো বটে, এমন করিয়া না বলিলে কি লোকজন জব্দ হয়, এ না হ'লে সংসার করা দায় হয়ে উঠে।" বাস্তবিক বরফ জমিবার সময় এ উত্তাপটি বাহির না হইলে, সংসারে বিস্তর গণ্ডগোল ঘটিত। বরফ আবার জমাট হইয়া বসিল ও আবার কথায় কথায় হাসিয়া গলিতে লাগিল। কাছে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা ঠাণ্ডা, সংসার ঠাণ্ডা, জগৎ ঠাণ্ডা। বৈষ্ণবী আসিয়া কাছে বসিয়া——

আয় গো রাই চাঁদ বদন ঢেকে।
চাঁদ চাওয়া ছেলে আমার কাঁদবে তোর
চাঁদবদন দেখে॥
চাঁদ নেব চাঁদ নেব ব'লে, গোপাল
কেঁদেছিল সন্ধ্যাকালে,
আবার ও চাঁদ দেখতে পেলে, কেঁদে
উঠবে থেকে থেকে॥

গানটি গাইতে লাগিল, বরফের রস তাহার গায়ে লাগিল, সেও

ঠাণ্ডা। সে সুস্নিগ্ধ ভাব দেখা যে স্বামীর ভাগ্যে একবার ঘটিয়াছে; তিনি মনের মত মন যোগাইতে পারিলে, বরাবর এই ভাব দেখিতে পাইব, এই ভাবিয়া আজীবন ঠাণ্ডা। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও প্রত্যহ এই ভাব দেখিব, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাকুলপি জমাইয়া পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনীদিগের প্রতি ঠাণ্ডা। (cold) রমণীদিগেব এই শীতল অবস্থা অত্যন্ত রমণীয়, এদেশের গ্রীষ্মকালে দুপুর রৌদ্রে বরফ জলের অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বরফি অবস্থা আমাদের দেশে বরফের অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্য। অধিক রাত্রে ওলাউঠার তৃষ্ণা হইলে (Civil Surgeon) সিভিল সার্জ্জন অর্থাৎ স্বর্ণকারের সার্টিফিকেট না হইলে পাওয়া যায় না। বফর যদিও অনেক কষ্টে পাওয়া যায় তবে অধিকক্ষণ থাকে না। কম্বলে জড়াইয়া অনেক তোয়াজ করিয়া রাখিলে ঘণ্টা কতক থাকে মাত্র। সমস্ত দিনও থাকে না, সমস্ত রাত্রিও থাকে না। একপাশে ছেলে, অপর পাশে ভাগ্যধর স্বামী, মধ্যদেশে বরফ ঘুমাইতেছেন——ছেলেটা রাত্রে জাগিয়া উঠিল; বরফের কম্বল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; বরফ মিন্সেকে ডাকিয়া ছেলে থামাইতে বলিল। ভাগ্যধর স্বামী ঠাণ্ডা হইয়া আরামে ঘুমাইতেছিলেন, ডাকিবার দরুন ঘুমের ঘোরে বিরক্ত হইয়া একটু গরম হইয়া উঠিলেন। তাপ বরফের গায়ে লাগিল, দুঃখ উছলিয়া উঠিল, জীবনে ধিক্কার হইল, সংসারে বিরাগ জন্মিল, অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষোভে দুঃখে রাগে বরফ গলিল, চক্ষের জলে জড়ান সিমলের পাছাপেড়ে কম্বল খানা ভিজিয়া গেল। এখানে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বরফ এমন জমাট জিনিষ, তবে এত শীঘ্র গলিয়া যায় কেন? বিজ্ঞান পাঠ না করিলে ইহা কখনই বুঝিয়া উঠা যায় না। বরফ বাহিরে দেখিতে যেমন জমাট, আগাগোড়া ইহা বস্তুতঃ তেমন জমাট নহে। জমিবার সময় বরফ একবারে আগাগোড়া একভাবে জমে না, ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে (in successive

layers) জমিয়া থাকে। এই সকল স্তরের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি স্তর উপরস্থ এবং নিম্নস্থ স্তরসকল অপেক্ষা অল্প জমে অর্থাৎ অনেক নরম থাকে is more fusible than the layers above and below it, কাজেই একটু উনিশ বিশ হইলেই গলিয়া যায়। নিরেট অবস্থা হইতে জল পুনর্ব্বার তরল হইবার সময় উহার স্বাভাবিক উত্তাপ অনেক পরিমাণে অন্তঃশীলা বা লুক্কায়িত (Latent) হইয়া যায়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইহা প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বোধ হয় দেখিয়াছেন, গৃহ-বরফ গলিবার সময়ও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। তখন নারীস্বভাব-সুলভ তর্জ্জন গর্জ্জন, "দগ্ধ বদন" "মানবলীলা সম্বরণ কর" ইত্যাদি প্রচণ্ড বাক্যাবলির পরিবর্ত্তে স্থিরতম "আমার কে আছে" "যেমন কপাল করিয়াছি" ইত্যাদি শান্ত বাক্য সকল শুনিতে পাওয়া যায় এবং পরের উপর ঝাল ঝাড়িবার পরিবর্ত্তে আপনি আপনার মনে একাকিনী বিষাদিনী হইয়া বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরদত্ত নালাদ্বয় দিয়া গড় গড় জল নির্গত হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

উপর চাপ বায়ুরাশি অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ুরাশি যাহা সর্ব্বদাই পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থের উপর চাপিয়া রহিয়াছে (superincumbent atmosphere) তাহার স্থিতি স্থাপকতার তুল্য স্থিতিস্থাপকতা-শালি ধূম যখন জল মধ্যে সম্ভূত হয়, (অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ুরাশির যত শক্তি, জল সম্ভূত ধূমরাশিরও ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি হয়) তখন জল ফুটিয়া উঠে। ইহা এই স্থানে অবশ্য বলা কর্ত্তব্য যে, জল যে কেবল অগ্নি দ্বারাই ফোটে তাহা নহে, জলের উপর অধিক মাত্রায় চাপন পড়িলেও জল ফুটিয়া উঠে, এবং ধূমের আকার ধারণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। জল এই ধূমের আকার ধারণ করিয়া অদৃশ্য হইবার সময়ও আপনার স্বাভাবিক উত্তাপ অনেক পরিমাণে হারাইয়া থাকে; বাস্তবিক যে, উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে, ঐ উত্তাপ তখন গায়ে চারাইয়া গিয়া অন্তঃশীলে (Latent) হইয়া যায়, অনুভূত হয় না।

স্বামীর উপর আধিপত্য হইল না; শ্বশুর, ভাশুর, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি উপরচাপ বায়ুর মত-মত হইয়া থাকিতে হইল; সংসারে সকলেরই একতিয়ার সমান রহিল, রমণীর সহিল না, থাকিতে পারিল না, ফটিতে আরম্ভ করিল। দুঃখে ফুটিতে লাগিল——ঝাঁঝ প্রকাশ করিবার যো নাই, মনের আগুণ মনের ভিতর পুরিয়া Latent হইয়া গেল। সে আগুণে কেহ পুড়িল না, সে উত্তাপে কেহ সন্তপ্ত হইল না, একবার কেহ আহা উহু করিল না, কেহ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিল না—আফিঙ খাইয়া হউক, জলে ডুবিয়া হউক, গলায় দড়ি দিয়া হউক রমণী (Gaseous) বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া উপিয়া গেল। একটু অধিক চাপাচাপি হইলেও রমণী অনেক সময়ে এইরূপ অদৃশ্য অবস্থা ধারণ করিয়া ফেলেন।

পুনশ্চ—পদার্থ যে অবস্থাতেই থাকুক, তাহার ভার আছে; জলের ভার আছে, বরফের ভার আছে, ধূমেরও (বিজ্ঞান ওজন করিয়া দেখিয়াছেন) ভার আছে। রমণী একবার যাহার স্কন্ধে পড়িয়াছেন, সে বিলক্ষণ জানে রমণীর ভার আছে কি না। অনেকেই ঐ ভারে পেষিত হইয়া গিয়াছেন ও হইতেছেন। সুবর্ণ সকল পদার্থ অপেক্ষা ভারি হইলেও রমণীর কাছে তুলার মত——স্বর্ণ ত ইহাঁর গায়ের অলঙ্কার! কাঠিণ্য পদার্থের আর একটি স্বভাবিক গুণ; নারীকুল আদীশ্বরী কালিকার আর একটি নাম পাষাণের ঝি।

নারীর সছিদ্রতা (Porosity) গুণ পুরুষে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাউক না পাউক, তাঁহারা আপনারা পরস্পরে পরস্পরের লক্ষ লক্ষ দেখিতে পাইয়া থাকেন।

বিভাজ্যতা (Divisibility) বিষয়ে রমণী দৃষ্টান্তস্বরূপা। এলাইয়াই আছেন; তবে কড়া, শিকল, ও টাইট ব্যাণ্ডেজিং প্রভৃতি দ্বারা যতদুর রাখা যায়।

পদার্থ ও রমণীতে যখন এত অধিক স্বভাবগত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন ইহাও যে পদার্থ (Matter) তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে রমণী কিরূপ শক্তি

এবং ইহাতে শক্তির স্বভাবসিদ্ধ গুণ কি কি আছে, তাহা স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার স্থগিত রহিল, ফিরে বারে বিবৃত হইবে।

ভারতীর ফেভারে মাইকেল-সমালোচন।

দূতের জোর তলপ যুদ্ধ বর্ণনায় রাবণের চক্ষের জল শুকাইয়া আসিল, মনে বীরভাব উপজিল, উৎসাহে তাঁহার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, দূতকে "Bravo! Bravo!" "সাবাস সাবাস" বলিয়া উঠিলেন। আমারাও বাঁচিলাম; ভাবিলাম ডমরুধ্বনিতে ফণি উত্তেজিত হইয়াছে, বুঝি বা সমালোচক মহাশয়গণ এইবার নৃত্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাইকেলের হস্তে ডমরুটী একটানা সমান বাজে না, সমালোচকগণ কাজেই চটিয়া গিয়া নৃত্য ভঙ্গ করেন ও মাইকেলকে দাঁত খিছাইয়া গালি দেন।

রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত ছাদের উপর উঠিলেন। অমনি—

——চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা, মনোহরা পুরী।
হেম হর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে,
ইত্যাদি—

এই চিত্রটী দেখিলে আমরা বীর-প্রসূতি লঙ্কাকে চিনিতে পারি না, বোধ হয় যেন মাহেশে স্নানযাত্রা দেখিতে উপস্থিত হইয়াছি! যে লঙ্কায় রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক বীর জন্মিয়াছেন, তাহার বর্ণনার মধ্যে, কৈ—একটীও ত বীররসাত্মক বাক্য দেখিতে পাইলাম না। মাইকেল সেকেলে বাঙ্গালী; তিনি পদে২ বীররসকে (murder)খুন করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পরে রাবণ লঙ্কার উন্নত প্রাচীর দেখিলেন, চারি সিংহদ্বার দেখিলেন, নগর বাহিরে রিপুবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা বালিবৃন্দ দেখিলেন, চারি দ্বারে রিপুদিগের থানা দেখিলেন, থানাদারদিগকে একে একে চিনিয়া লইলেন, তাহার পরে অদূরে রণক্ষেত্র দেখিলেন; তথায় শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, কুক্কুর, পিশাচ, হাতি, ঘোড়া, চূর্ণ-রথ, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী, পদাতিক দেখিলেন; মণিময় কীরিট, শির্ষক, আর বীর-আভরণ দেখিলেন; আরও কত কি দেখিলেন; আমরা জিজ্ঞাসা করি এ সমস্তই কি রাবণের ছাদের আলসার নিম্নে ছিল? না অনেক তফাতে ছিল?—রাবণ কি ১০ জোড়া চক্ষে ১০টী জোড়া দূরবীক্ষণ লাগাইয়াছিলেন? তাহা না হইলে এত দূরের এত ছোট ছোট, বেঁটে খেঁটে, খুজুরা খরচা, জিনিসগুলি কেমন করিয়া এত স্পষ্ট দেখিলেন? রাবণ কি কবির কল্পনা-চক্ষে সে সমস্ত দেখিয়াছিলেন?

তাহার পর রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ দেখিয়া বলিতেছেন—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাদ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে!
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!

Now like a good boy—ভাবিলাম এই বার রাবণের একটু বুদ্ধি শুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনি বীররসের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন চাল তিনি ছাড়িতে পারিলেন না—আবার টঁ্যা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।—

"তবু বৎস যে হৃদয় মুগ্ধ মোহ মদে
কোমল সে ফুল সম।"——ইত্যাদি—

রাবণ! আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া ওরূপ করিয়া কাঁদিও না, চক্ষের জলে দৃষ্টিহীন হইয়া যদ্যদি পা পিছলাইয়া নিম্নে পড়িয়া যাও, ত তোমার হাড় গোড় চূর্ণ হইয়া যাইবে। অত কাঁদিও না, তোমাকে ঘুড়ি লাটাই দিব। থাম, চুপ কর। ছাদ হইতে রামচন্দ্রের সহিত পাঁচু খেলিয়া যুদ্ধের সাধ মিটাইও।

"এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর"

ভাবিলাম এইবার (Indian Ocean) ভারত-মহাসাগরের একটী ভীষণ নক্সা দেখিতে পাইব, কিন্তু আমাদের মাইকেল চন্দ্র অমনি বলিয়া ফেলিলেন——

"বহিছে জল স্রোত কলরবে
স্রোতঃ পথে জল যথা বরিষার কালে।"

একেবারে সব মাটি করিয়া ফেলিলেন। অন্ত কোন কবি কি এই ভয়ানক দাঁওটী ছাড়িতেন? মাইকেল যে কত বড় আহাম্মোক ছিল, তা আর বলা যায় না।* "বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত" এই রকম একটা কিছুই লিখিতে পারিলেন না!

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন, তাহা আমাদিগের বড় ভাল লাগিল না। কারণ—"দুরাচার, পামর, নরপিশাচ, (শ্রীবিষ্ণু) জলপিশাচ, পাপীষ্ঠ প্রভৃতি বীররসপ্রধান কোন গালাগালিই রাবণ সমুদ্রকে দেন নাই, বিংশতি হস্ত হইতে একটীও ঘুসা সমুদ্রকে ছুড়িয়া মারেন নাই।

ছাদের কাণ্ড ত শেষ হইল, রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া বসিলেন; শোকে মগ্ন —বাঁধা চালে। তখন চিত্রাঙ্গদা দেবী সভায় কঙ্কন বাজাইতে বাজাইতে উপস্থিতা হইলেন।

"শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রু বারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।

ঝড় উঠিল—বামাদিগের আলুলায়িত চুলরাশিরূপ মেঘের উদয় হইল, তাহাদের নিশ্বাসরূপ ঝড় সোঁ সোঁ করিয়া বহিতে লাগিল, চড় চড় করিয়া নয়নবারি বৃষ্টিরূপে

---

*শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ। ভাগ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুবাদটী করিয়াছিলেন, তাই ত আজ Quote করিতে পারিলাম।

পতিত হইতে লাগিল, কড় কড় করিয়া হাহাকার রব তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বজ্রনাদের ন্যায় বহির্গত হইতে লাগিল। জিতা রও! —বহুৎ আচ্ছা!—এমন নহিলে কি কবির ভাব?

চিত্রাঙ্গদা দেবী এই ঝড়ের এক ঝাপটা দিয়া কহিলেন—

"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়"————ইত্যাদি—

রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে অনেক বুঝাইলেন।

"একপুত্র শোকে তুমি আকুলা ললনে,
শতপুত্র শোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!"

কিন্তু ইহাতেও থামিল না—

শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্ব নন্দিনী,
কাঁদিলা—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথী-অরিঃ—
এ বিলাপ কভু দেবী সাজে কি তোমার?
দেশবৈরি নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন?

তাই ত? এ যে বেজায় সাউখুড়ি! রাবণ আপনার গায়ে হাত দিয়া কথা কহেন না! এতক্ষণ নিজে কি করিতেছিলেন, তাহা একবার চাহিয়াও দেখেন না?

চিত্রাঙ্গদার মিঠাকড়া বাক্যবাণে রাঘবারি গর্জ্জিয়া উঠিলা————

"সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি।
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি।"

হরি হরি বল ভাই! বীররস পাওয়া গিয়াছে!!!

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে মতামত।

সদানন্দ—বিদ্রূপ পত্র—ঢাকা গিরীশযন্ত্রে মুদ্রিত। "হেসে খেলে নাও রে যাদু মনের সুখে"—সংসার হাজিয়া যাক্, মজিয়া যাক; নিজের মজা, নিজের আনন্দ চাই। তাহাতে আর কেহ আনন্দিত হয় না হয়, নাচার। সদানন্দের সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধ নাই—তিনি শূন্যে থাকিয়া সংসারের হাসি, কান্না; আলাপ, বিলাপ দেখিয়া রগড় করিয়া বেড়ান। অবশ্যই সদানন্দ ভাল লোক। তিনি আনন্দোচ্ছাসে দুইবার সংসারে আসিয়া যাহা যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, আমারা তাহাতে কতকটা মজাপাইয়াছি—আরও একটু বেশী মাত্রায় পাইতে আশা করি। ভরসা করি, আমাদিগের এই আবদারটী রক্ষা হইবে।

শ্মশানে মিলন। পদ্যগ্রন্থ। সুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের শেষ অংশটুকু অবলম্বনে রচিত।

আমরা যত্নের সহিত ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছি—এবং পরিষ্কাররূপে দেখিয়াছি যে শ্মশানে মিলন একখানি ভাল গ্রন্থ।
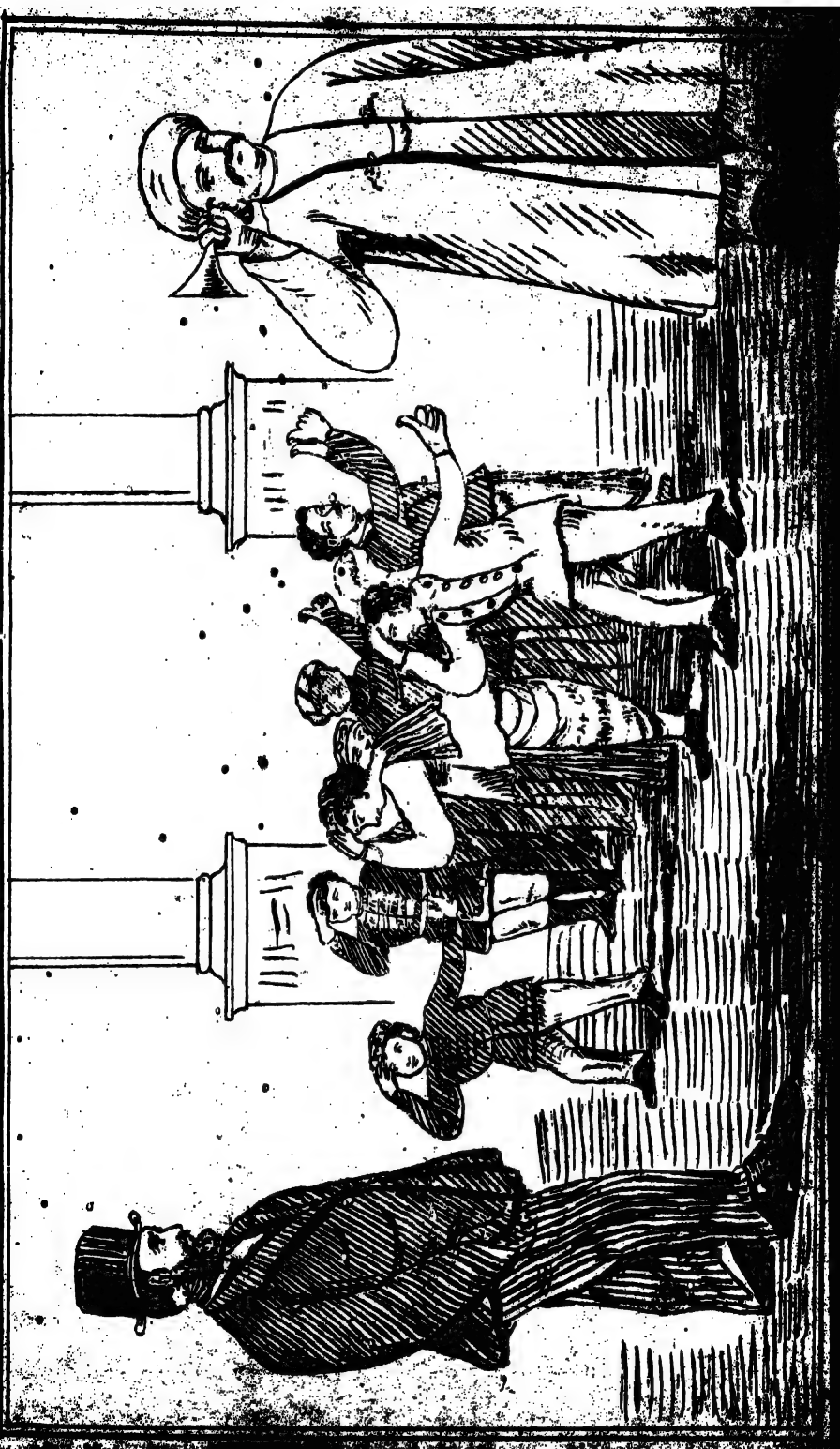
"ঘরের ছেলে ঘরে যাচ্ছে।"

গুরু দক্ষিণা।

তৃতীয় সংখ্যার "ঘরের ছেলে ঘরে যাচ্ছে" চিত্রের জের।

আর তুমি আমাদিগের কি করিবে? আমরা চলিলাম, তুমি এই কলাটি দেখ।

বঙ্গেশ্বর স্বাধীনচেতা, অধীনতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। আমরা রাজপুত্র, আমাদিগের অধীনতা তাঁহার চক্ষুশূল, তাঁহার যত্নে আমরা অদ্য স্বাধীনতা পাইলাম, ওয়াড-পিঞ্জর ভঙ্গ হইল, বঙ্গেশ্বরকে লক্ষ লক্ষ ছেলাম!

বাঁচিলাম, বাঁচিলাম, বাঁচিলাম! হাড় জুড়াইল! আর তোমার শাসন আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে না, আর তোমার দাঁতখিচুনি আমাদিগকে দেখিতে হইবে না, আমরা চলিলাম, তুমি আমাদিগের আর কি করিতে পারিবে? কলা! স্তনপানের সঙ্গে সঙ্গে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তোমার অধীনে আসিয়াছি। তুমি আমাদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে চেষ্টা পাও; তুমি কি ভ্রান্ত! আমাদিগের লেখা পড়ায় দরকার কি? আমরা রাজপুত্র, আমাদিগকে ত আর করিয়া খাইতে হইবে না। রাজ্য রহিয়াছে, প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় করিব আর পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া বসিয়া খাইব। লেখা পড়ায় আমাদিগের কি প্রয়োজন? অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর লেখা পড়ার জন্য তুমি আমাদিগকে কতই না শাসন করিয়াছ, আমাদিগের উপর

কতই না [illegible] প্রকাশ করিয়াছ, কিন্তু আজ হইতে আর তাহা পারিবে না, এই আমরা তোমাকে কলা দেখাইয়া চলিলাম।

ক্ষুদ্রের উপর সকলেরই স্বভাবতঃ দয়া হয়। আমরা ক্ষুদ্র রাজার ক্ষুদ্র ছেলে, ক্ষুদ্র রাজ্যে আমাদিগের রাজত্ব, সে কারণ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট দয়াপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগের এই অজ্ঞাতবাস মোচন করিয়া দিলেন, আমরা আমাদিগের স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইলাম। বড় রাজা হইলে বরং আমাদিগের থাকা স্বাধীনতা যাইত। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে না বুঝিয়াই অভিভাবকহীন ক্ষুদ্র রাজপুত্রদিগের জন্য এই নিষ্ঠুর নিয়ম করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুছিয়াছে! অতএব দয়াময় গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের লক্ষলক্ষ ছেলাম।

আর তুমি বৃদ্ধ! তুমি ডিমের লেখাপড়ার জন্য আমাদিগকে যে জ্বালা যন্ত্রণা দিয়াছ, তোমাকে আর কি বলিব, তাহার বিনিময়ে তোমাকে এই কলা।

এখন সব খুলিয়া বলি, তোমার নিয়ম সকল কি কঠোর ছিল! প্রাতঃকালে উঠিয়াই অশ্বারোহণ করিয়া, নবেলের নায়ক সাজিয়া, মর্ণিং ওয়াক করিতে হইবে। কি সর্ব্বনাশ! বেলা নয়টা অবধি না ঘুমাইলে কি ঘুমেরআশ মিটে? তাহার পর আবার মাষ্টার পণ্ডিতদিগের কাছে পড়া মুখস্থ কর, পড়া মুখস্থ করা যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। হায়রে! লেখাপড়া কি তবলার বোল, না হারমনিয়মের গত, না অপেরার থ্যামটা? তাহার পর স্নানাহার করিয়া অমনিবাসে করিয়া স্কুলে যাইতে হইবে! আমরা যেন চোর, কিডাকাত, কি বদমাস, যেন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে মেয়াদ খাটিবার হুকুম পাইয়া চোর চালানি গাড়ি করিয়া শ্রীঘরে যাই! ইস্কুলে যতক্ষণ, ততক্ষণ চোস্তভাবে দিব্যথাকা যাইত। ইয়ারকি শিক্ষা, নেশার অ্যাপ্রেণ্টিশগিরি করা, বেড়ান চেড়ান প্রভৃতি নানাকাযে সমস্ত দিনটি বেশকাটিত। তারপর চারিটা বাজিত, আবার ওয়াড-পিঁজারায় পূরিত হইতাম। এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই কঠিন নিয়ম

নিগড় হইতে মুক্তি পাইলাম। এখন মায়ের বাছা মায়ের কাছে চলিলাম। প্রাণ পুরিয়া এখন ইয়ারকি দিব, বুক পুরিয়া ব্র্যাণ্ডি খাইব, মনের মত বাইজী রাখিব, আয়েসের হদ্দ করিব। তুমি আর আমাদিগের কি করিবে? এই কলা!

দুই একটা রাজকুলকলঙ্ক ওয়াড হইতে বিদ্যাজালে জড়িত হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মত নির্ব্বোধ আর দুনিয়ায় দেখি না। ঈশ্বর আমাদিগের সহায়, তুমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলে আমাদিগকে কতকগুলা ছাই পাঁস লেখা পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে জন্মের মত মাটি করিয়া দিবে, তাহা আর ঘটিল না, ভালয় ভালয় আমরা পরিত্রাণ পাইলাম, অতএব তুমি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই কলাটী দেখ।

ছোট কথা তুমি সহজে কাণে তুল না, তাহা জানি; তোমার সহিত চীৎকার করিয়া করিয়া এই কয় বৎসর আমাদিগের গলা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যদি আমাদিগের কথা তোমার কাণে না পঁহুছিয়া থাকে, ত মোটামোটী এই কলাটী দেখিয়া বুঝিয়া লও।

বলি কর্ত্তা মহাশয়! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পেনসনটা ত আপনি লইলে, ভাইটীকেও যোগাড় করিয়া গ্রেচুইটী (Gratuity) দিয়া দিলে, কিন্তু অভাগা মাষ্টার পণ্ডিত গুলোর বেলা কি কেবল কলা!

যেমন দিবে, তেমনি পাইবে; সংসারের এই নিয়ম। পরকে দেখিয়েছ কলা, এখন নিজে দেখ কলা।

যাহা হউক, এখন চলিলাম, তোমার সহিত আমাদিগের এই শেষ সাক্ষাৎ, অতএব গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তোমাকে এই কলাটী দেখাইয়া আমরা চলিলাম।

সাহেবকে আমাদিগের লক্ষ লক্ষ ছেলাম!

উপসংহারে—তুমি যে আমাদিগকে একটুকু আধটুকু খাইতে শিখাইয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে আমাদিগের একটুকু আধটুকু ধন্যবাদ।

কণ্ট্রিবিউটারের চতুর্থ পত্র।

To

His Excellency.

ঐ ঠিক মান্যনীয় রসিকরাজ

বিবিধ সদগুণালঙ্কৃতেষু—

বন্ধু!

How do you do? কেমন করিয়া তুমি করিতেছ? তোমার কথা আজ কাল যার তারই মুখে শুনিতেছি—তোমার পত্রের প্রকাণ্ড Circulation হইয়াছে দেখিতেছি—আমার ত আর তাহা সহ্য হয় না। রসিকরাজ যে কালক্রমে একখানা কাগজের মধ্যে গণ্য হইবে, দু পাঁচজন এডিটার যে আবার তাহারই কথা লইয়া আন্দোলন করিবে, ইহা ত আমার সহ্য হয় না। আমি "এ"হইতে "জেড্" অবধি পাশ করিয়াছি,চিঠি লিখিয়া তোমায় ছাপাইতে দিতেছি, সকলেই বলিতেছে কণ্ট্রিবিউটারের পত্রগুলি মন্দ হয় না; আর তুমি সকলের কাছে ফাঁকতালে বাহবা প্রহার করিতেছ। আমি মাথা কুটিয়া ধান ভানিয়া মরিতেছি, আমার প্রসাদাৎ তোমার কাগজের নাম জাহির হইতেছে, আর আমি যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই পড়িয়া আছি; ইহা কেন আমার সহ্য হইবে? ভাবিয়াছিলাম,—চাকরি গিয়াছে, পুণর্মূষিক হইয়াছি, বেকারতাকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছি, বেকারতার সধর্ম্ম কাগজে কণ্ট্রিবিউট করিবার অবসর পাইয়াছি; ইচ্ছিয়াছিলাম এইবার নিশ্চিন্ত চিত্তে,প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত তোমার পত্রে গোটা কয়েক আর্টিকেল লিখিব। কিন্তু কেন? লিখিয়া মরিব আমি আর নাম হইবে রসিকরাজের—আমি ত ইহা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারি না। "রহস্য শ্রাদ্ধ" কিন্তু আমি তোমাকে আর সহজে দিতেছি না।

যাহা হউক, যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন এই পত্রখানি ভাল করিয়াই লিখি। তোমার জন্য আমি যে কত সুদ (Interest) লইতেছি, তাহা একবার তোমাকে ও তোমার গ্রাহকবর্গকে জানাই। কেবল 'রহস্য শ্রাদ্ধ' নয়, আমি আরও একখানি অত্যপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি, তাহার নাম 'সোনার লঙ্কা'—উদ্দেশ্য বঙ্গের সমালোচকগণকে পরীক্ষা করা। কোন কোন সমালোচক নাকি আজ কাল পুস্তক অথবা প্রবন্ধ না পুড়াইলে সমালোচনায় যশোভাজন হইতে পারেন না, সেই কারণে তাঁহাদের জন্য আমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সোণার লঙ্কা লিখিয়াছিলাম, দেখিতে ইচ্ছা ছিল সমা-

লোচকগণ সোণার লঙ্কা পুড়াইয়া কয় যুগ অমর হইতে পারেন। কিন্তু যখন তোমাকে তাহা আপততঃ দিতেছি না, তখন আর বেশী বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই।

আর একটা কথা———একটু উপর পড়া হইয়া এক কায করিয়া ফেলিয়াছি। বঙ্গদেশের আইন নাকি গ্রন্থকার সমালোচককে স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমালোচনার্থে না প্রেরণ করিলে কেহ তাহার সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করেন না, তাই আমার ভয় হইতেছে যে, নব প্রকাশিত একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ স্বইচ্ছায় গাজোরির উপর সমালোচনা করিয়া পাছে বা অনধিকার চর্চ্চা (Trespass Case) হেতু রাজদ্বারে অভিযুক্ত হই।

কথাটা কি জান,—সম্প্রতি বঙ্কিম বাবুর 'কপাল কুণ্ডলার' লাঙ্গুল প্রদাতা দামোদর বাবুর "দুই ভগ্নি" বাহির হইয়াছে। আমি ত দেখিয়া শুনিয়া আধ মরা হইয়া পড়িয়াছি। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের "মেঝো বউ" বাহির হইয়া গিয়াছে, আবার দামোদর বাবুর দুই ভগ্নি উপস্থিত; ইহা দেখিয়া কোন সুসভ্য ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারে? জয় Female Emancipation এর জয়! Female Emancipation অর্থাৎ মেয়েগুলোকে বাহির করা। মেয়েগুলা একে একে বাহির হইতেছে দেখিয়া কাহার না হৃদয় টলমল করে!

দামোদর বাবুর যে "দুই ভগ্নি" বাহির হইয়াছে, তাহার একটির নাম কমলিনী, অপরটীর নাম বিনোদিনী। কমলিনী বয়োজেষ্ঠা, যৌবন-আয়রণ-চেষ্টের রক্ষক বিহীনা বিধবা। বিনোদিনী কমলিনীর কণিষ্ঠা, তাঁহার যৌবনের কাণ্ডারী যোগেন্দ্রনাথ মজুৎ। যোগেন্দ্র প্রথম ভগ্নির ভগ্নিপতি, দ্বিতীয় ভগ্নির স্বামী। কমলিনী অসহায়া বঙ্গ বিধবা, এ নাগাইদ তাঁহার হৃদয়ের রস তাঁহার হৃদয়ে অনাড় হইয়া আছে, খরচ মাত্রই হয় নাই; সুতরাং এত অধিক দিন জমাট থাকা প্রযুক্ত সে রস অ্যালেজ বিয়ার অথবা শ্যাম্পেনবৎ বিষাক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিনোদিনীর স্বামীর সহিত তাঁহার রসের জমা খরচ চলিতেছে, চলতি খাতায় দেন লেন সুচারু রূপেই সম্পন্ন হইতেছে।

রসময়ী কমলিনী নিরস বৈধব্যের উপর চটিয়াই হউক, অথবা লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়াই হউক, দায়ে পড়িয়া ভগ্নিপতিটির উপর নজর দিতে বাধ্য হইলেন। রসপান তৃষ্ণা বড়ই ছোঁয়াটে রোগ! মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে যোগেন্দ্র বাটী আসিলে বিনোদিনীর ঐ রোগ ধরিত নাকি, আর কমলিনী ও বিনোদিনী দুই ভগ্নির পরস্পরের বেশী ছোঁয়াছুঁয়ি ছিল নাকি, তাই কমলিনীর শরীরে রসপান হন ছোঁয়াটে রোগ প্রবেশ করিল। সুতরাং কমলিনী অধীরা, ভগ্নিপতিটী না হইলে আর চলে না। অবশেষে বিনির মাথা খাইয়া ও তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া এবং যোগিনের মাথা খাইয়া ও তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া, কমলিনী ভগ্নিপতিটীকে যৌবন-আয়রণ-চেষ্ট সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। বাঃ গ্রন্থকার! বহুতাচ্ছা, জিতারও। আমি তোমার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। এক একটা ভগ্নিকে এমন করিয়া বাহির না করিলে কি এই উনবিংশ শতাব্দিতে এক দণ্ডও পোষায়? Thanks! শত শত ধন্যবাদ!!

মাধি চাকরণী কমলিনীর প্রাণের ইয়ার। কমলিনী যাহাতে সুখী হয়,শ্রীমতি মাধি তাহাই করিয়া নিজ উদর.পূরণে প্রস্তুত। সুতরাং বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে যে সকল পত্র লিখিয়া ডাকঘরে ফেলিবার জন্য মাধীর হস্তে দিতেন, মাধী কর্ত্তব্য পালনানুরোধে সে গুলি ডাকঘরে না দিয়া কমলিনীর নিকটে আনিয়া দিতেন, এবং কলিকাতা হইতে যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিতেন, মাধী (নেমোকের চাকরাণী কিনা) তাহাও কমলিনীর হস্তে আনিয়া দিতেন। কমলিনী ভগ্নি ও ভগ্নিপতি উভয়েরই রস একা গ্রাস করিতেন। ক্রমে উদর ফাঁপিয়া উঠিল, কমলিনীর দিন যায় তো রাত যায় না, রসেরতেজে কমলিনীর কণ্ঠের ছিপি খুলিয়া গেল, কমলিনী যোগেন্দ্রের নিকট প্রেমের দরখাস্ত Submit করিলেন; যোগেন্দ্র রসাভাবে মর মর——কমলিনীর দরখাস্ত তিনি গ্রাণ্ট করিলেন না।

কমলিনী মাধীর সহিত সদ্যুক্তি করিয়া বিনোদিনীকে বিষ খাওয়াইয়া দিলেন, যোগেন্দ্রকে আপনার হৃদামৃত দিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই শেষে ফাঁসিয়া গেল, যোগেন্দ্র কমলিনীকে কেভাম করিলেন না। কমলিনীকৃত ষড়যন্ত্র যোগেন্দ্র জানিতে পারিয়া বিনোদিনীর কাছে ছুটিয়া গিয়া বিনোদিনীকে অন্তে গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্ম নাম মাত্র শুনাইলেন এবং নিজে তাহার আঁচল ধরিয়া নক্ষত্রলোকে গমন করিলেন।

কমলিনী খেপিয়া উঠিল, মাধী জলে ডুবিয়া মরিল, দুই ভগ্নির কথা ফুরাইল।

রসিকরাজ! এখন বল দেখি, ইহার মধ্যে প্রকৃত রসিক কে? কমলিনী? না বিনো-দিনী? না যোগেন্দ্র? না গ্রন্থকার? আমি ইহা তোমার নিকট হইতে সত্বরই জানিতে ইচ্ছা করি। যদ্যপি নেহাৎ এখন না বলিতে পার,.ত তোমাকে আমি এক মাসের টাইম দিতেছি,যেন তেন প্রকারেণ কষ্ট করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াই হউক, ওয়েবস্‌টার ডিক্‌সনারি দেখিয়াই হউক, অথবা আমাদিগের সাক্ষাৎ সুযোগ্য গ্রন্থকারকে রেফার করিয়াই হউক, তুমি ইহার নিগূঢ়, নিগূঢ়তর, অথবা নিগূঢ়তম তত্বানুসন্ধান করিয়া, বঙ্গ-মহিলা-হৃদয় কতকটা পাঠ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিও।

বাহিরের আপদ ঘরে আনিয়া অবশ্যই আমি তোমার বিশেষ উপকার করিলাম। ইহার জন্য যদ্যপি তোমাকে কাহারও দাঁত খিচুনি সহ্য করিতে হয় ত টেলিগ্রাফ যোগে আমাকে সংবাদ দিও, আমি টেলিগ্রাফেই আসিয়া তৎপ্রতিবিধানার্থ সচেষ্ট হইব। আজিকার মত ইতি।

রোমানিজেসন্।

রোমানিজেসন হয় ঐ বিদ্যা ঃ—

যদ্দ্বারা রাজভাষায় তৈল লেপন করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অনায়াসে C,I.E. ছি! আই! ই! হইতে পারেন। যথাঃ——এম, ন্যায়রত্ন স্কোয়্যার; ছি! আই! ই!

যদ্দ্বারা বাঙ্গালা কথা উচ্চারণের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, যথাঃ—ঠন্‌ঠনিয়া পরিবর্ত্তে (Thunthunia) থন্‌থনিয়া, দুন্‌দনিয়া, অভাব পক্ষে (Tuntunia) টনটনিয়া; এইখানে বাঙ্গালা উচ্চারণ টন্‌টনে হইয়া দাঁড়াইল।

যদ্দ্বারা আদালতের আর্জি সকল স্পষ্ট বোধগম্য হইবে, এবং জজ বাহাদুর বিচারকালে রামের ধন শ্যামকে দিবেন ও শ্যামের ধন রামকে দিবেন। যথাঃ "আমার খাতা ছিঁড়ে গেছে" ইহার পরিবর্ত্তে "আমার কাটা চিরে গেছে" লিখিত হইবে। যদি কোন ফরিয়াদী বলে অমুক আমার আতা ফল চুরি করিয়াছে, রোমানিজেসনের মাহাত্ম্যে জজ বাহাদুর বুঝিবেন ব্যক্তিটার গম চুরি গিয়াছে; যেহেতু আতা ফলের পরিবর্ত্তে (Ata) আটা ফল লিখিত হইবে; সাহেবকে এমন বুঝিতে হইবে যে, আটা ফল অর্থাৎ যেফল হইতে আটা (রুটী খাইবার) উৎপন্ন হয়, অতএব গম।

যদ্দ্বারা ইংরাজি, বাঙ্গালা ও পশ্চিমে ভাষা সকল সাটে সোটে অতি সহজে লিখিত হইতে পারিবে। নিম্নে ইহার একটি ছোটখাট তালিকা সংযোজিত হইল।

	A	
A	(বাঙ্গালা)	এ
A G	(হিন্দি)	এ জি।
A K	(বাং)	এ কে ?
A O	,,	এয়ো
A R	,,	এ আর
,,	(ইং)	Air.
A T	(বাং)	এ টী
	B	
B A	(বাং)	বিয়ে
B B	,,	বিবি
B R	(ইং)	Beer.
	C	
C C	(বাং)	সিসি
C K	,,	সিকে
	D	
D	(বাং)	দি
D A	,,	দিয়ে
D B	,,	দিবি
D C	,,	দিসি

DD	বাং	দিদি
DJ	(হিং)	দিজে
DK	(বাং)	দিকে
DO	„	দিও
	E	
ER	(বাঙ্গালা পার্সী)	ইয়ার
“	(ইং)	ear
“	„	year
ES	„	yes
EU	„	you
	H	
HI	(বাং)	এ চাই
	I	
IA	(হিং)	আইয়ে
IE	(বাং)	আয়ি
II	„	আই ! আই ।
	J	
J	(বাং)	যে
JA	„	যেয়ে
JE	„	যেই
JO	„	যেও
JT	„	জেটি
“	(ইং)	Jetty
	K	
K	(বাং)	কে
KA	„	কে এ ?
KJ	„	কে যে
KO	„	কে ও ?
KR	„	কে আর
	(ইং)	Care
	L	
LA	(বাং)	এলে ।
LM	(হিং)	এলেম
LN	(বাং)	এলেন
LO	„	এলো
	M	
MN	(ইং)	Amen

MT	ইং	Empty
	N	
NA	(বাং)	এনে
NO	„	এনো
	O	
O	(বাং)	ও
OE	„	ওই
OI	(ইং)	Y
OR	(বাং)	ও আর
“	(ইং)	War
OT	(বাং)	ওটি
OU	(ইং)	Oh you
	P	
PC	(বাং)	পিসি
PO	(হিং)	পিও
PR	„	পিয়ার
	R	
R	(বাং)	আর
RA	„	আ রে ?
RB		আরবী
RC	(বাং)	আরসি
RG	(পারসি)	আরজি
RO	(বাং)	আরও
RU	(ইং)	Are you
	S	
SA	(বাং)	এসে
‘	(ইং)	Essay
SN	(বাং)	এসেন
SO	„	এসো
	T	
TK	„	টীকে
TR	(ইং)	Tear
	U	
U	(ইং)	You
	X	
XL	(ইং)	Excell
XO	(হিং)	একশো
XS	(ইং)	Excess

তবুও এ দিক ঝুঁকায়
আমার বিদায়টা হোক
কন্যাকর্ত্তা।—
যাহা সর্ব্বস্ব দিলেম
তবুও যদি ঝুঁকে ত
আপনার মাথাটা আ
র গৃহিনীকে পাল্লায় দি।
ঘটক
বর
বরকর্ত্তা

কন্যাদায়

ভাবনা কি ?

১

নিগার-প্রসূতী বঙ্গে ভাবনা কি আর ?
বাঙ্গালার জয়ধ্বজা উড়িল এবার !
কে বলে নেটিব ভীরু ? বীরত্বের কল্পতরু !
বেহুঁস সাহসযুক্ত হৃদয় সবার,
ভাবনা কি ? জয় জয় জয় বাঙ্গালার।

২

ভাবনা কি ? বঙ্গে আর নাহিক সে কাল,
ছেড়েছে কোকিল তার বনিয়াদী চাল ;
আর সে তমাল'পরে, ডাকে না পঞ্চম স্বরে,
জয় বাঙ্গালার জয় সততই গায়,
এড়ায়েছে বিরহিনী কুহুরব দায়।

৩

বউ কথা কও পাখী বসি তরুমূলে
বউ কথা কও আর ভুলেও না বলে,
চোখ গেল চোখ গেল, বলেনাকো চোখ গেল,
দূরে ওই পাপীয়ার সতেজ ঝঙ্কার,
বীর রসে ফাটা ফোটা বেত্তর হুঙ্কার।

৪

ভুলিয়াছে কবিগণ সাধের কোকিলে,
মলয় মারুত আদি গিয়াছেরে ভুলে,
ভুলে গেছে কমলিনী, ভুলে গেছে কুমুদিনী,
ভুলে গেছে ললনার লাবণ্য মোহন,
ভুলেছে জন্মের মত চাঁদিয়া কিরণ।

৫

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী,"
ভুলেছে জন্মের মত কবীন্দ্র মণ্ডলী ;
রাধাকৃষ্ণ পদাবলী, পিরীতের ঢলাঢলী,
পিরীতি এ বীর বঙ্গে যেন সেঁকো বিষ,
কবির কল্পনা হতে আজি সে ডিস্‌মিস্‌।

৬

ডবল ডিষ্টিল করা প্রেম বাঙ্গালীর,
বীর ভূমি বঙ্গে আজ ভয়েই অস্থির !
সাধের প্রণয় ধন, ছোঁয়নাকো কবিগণ,
হাত পা ছড়ায়ে গায় মাইকেলের চেলা,
পঞ্চ রসাশ্রিত বীর কুক্কুরের পালা।

৭

অদূরে কদম্বতলে মাদুরেতে বসি,
বীণাপাণি বর-পুত্র বীর রসে রসি,
অমিত্র-অক্ষর ছন্দে, না মানিয়া ভালমন্দে,
না মানি সভ্যতা আর ভব্যতা সুরুচী,
গাইছে সতেজে বীর কুকুর কচ্‌কচি।

৮

ভাবনা কি ? শনিবার যে মহাদিবসে,
গোবরগণেশেশ্বর ডেপুটি এজলাসে ;
যবে শত্রুমুখে কালি, দিলেন উকীল কালি,
যবে মামলা ডিস্‌মিস্‌ আসামী খালাস,
জয় শ্যামাধব রবে পুরিল আকাশ ;

৯

সেই মহাদিনে কবি সেই শনিবারে,
গাইলেন মহাগীত অমিত্র অক্ষরে ;
স্বাধীন অমিত্রাক্ষর, মিল নাই পর পর,
চোদ্দয় হইলে বন্ধ সদ্য পদ্য হয়,
কেন বা ছাড়িবে দাও কবি মহাশয় !

১০

ভাবনা কি ? বঙ্গে আর নাহিক সে দিন,
বীর রসে মাতোয়ারা নবীন প্রবীণ,
বাঙ্গালার মেয়েগুলো, বীরত্বে হয়েছে ছুণ,
শতমুখী বিনিময়ে ধরে তরবার,
ড্যাকুয়া বদলে বলে ভীরু দুরাচার।

১১

প্রাইমা ডোনা সুকুমারী ওরফে গোলাপ,
একটানে তরবারী করিছে নিষ্খাপ,
এক্ট্রেশ চড়ে ঘোড়া,ইষ্টেজেতে পড়ে তোড়া,
ফিমেল তেতলা হতে খাইতেছে ঝাঁপ,
বিনোদিনী অগ্নি কুণ্ডে মারিতেছে লাপ।

১২

ড্যাম্ সে কৃষ্ণকুমারী কাপুরুষ মেয়ে,
বুকে ছুরি মেরে মোল যবনের ভয়ে,
চিতোরের মোমবাতি,ড্যাম সে পদ্মিনীসতী,
চিতোরের সরোজিনী ডিটো তাই তাই,
জয়পাল নাটকের মেয়ে গুলো ছাই।

১৩

আপনি ত্যজিতে প্রাণ সকলেই পারে,
দুবেলা তা ঘটিতেছে বাঙ্গালীর ঘরে,
কিন্তরে সেলার গোরা, হ্যাটকোট টুপিপরা,
যে মূর্ত্তি দেখিয়ে ভয়ে রক্ত হয় জল,
তারেই বাঙ্গালী মেয়ে প্রহারে পিত্তল।

১৪

চালাকির কথা ইহা নহে ভ্রাতৃগণ,
শরতের সরোজিনী অমূল্য রতন!
বাঙ্গালার এডিটার, কবি আর গ্রন্থকার,
বাঙ্গালার মেয়ে মন্দ বীর-রসময়,
ভাবনা কি ? জয় জয় বাঙ্গালার জয়।

১৫

ভাবনা কি ? দেখ চেয়ে জীবনাষ্টিক,
উন্নতি করিছে বঙ্গে কুইক কুইক ;
ভীম বীররসে রসি, সমুচ্চ দোলায় বসি,
প্রাণপণে দোল খায় বাঙ্গালির ছেলে,
উন্নতি হয়নি বঙ্গে কোন ফুল বলে ?

১৬

গ্রাউণ্ড, ট্রেপিজ, আর পারেলেল বারে,
শিরাজে বীরত্ব কত কে বর্ণিতে পারে !
শরীর পালন চাই, লেখা পড়া ভস্ম ছাই,
বিস্তর পড়িলে দেহ ক্ষীণ হয়ে যায়,
ক্ষীণ দেহে দেশ রক্ষা করা মহাদায় !

১৭

ভাবনা কি? বাঙ্গালার সুসন্তানগণ,
বীর ভাষা ইংরাজির গোলাম এখন,
ইংরাজিতে উঠে পড়ে,ইংরাজিতে নড়ে চড়ে,
মরিলেও পরশেনা নেটিভ পেপার,
প্রিন্সিপাল ছাড়া যত বাংলা এডিটার।

১৮

এমনি কাণ্ডটা বঙ্গে মানুষ কি ছার,
পশু পক্ষী বীররসে প্রমত্ত এবার।
ভাবনা কি আছে আর,দেখচেয়ে সাক্ষ্য তার,
শ্রীপাঠ হুগলী কাণ্ড বীর রসাধার,
দেশী কুত্তা নাশিয়াছে স্কচ টেরিয়ার।

১৯

নেটিভ হৃদয় ক্ষেত্র নিরস পাষাণ,
উপদেশ বীজ নাহি হয় ফলবান ;
হায় এই অপবাদ, চিরকেলে এ প্রবাদ,
ঘুচিয়াছে ঘুচিয়াছে নাহি কোন ভুল,
জন্মেছে সে বীজ হতে গাছ পাতা ফুল।

২০

পুতেছিলা কবি যেই উক্তিপণা বীজ,
ফলেছে তাহাতে বঙ্গে অপরূপ চীজ ;
বীরত্ব তাহার নাম, যাহে সদা মোক্ষধাম,
মা লক্ষ্মীর বরযাত্রী স্বাধীনতা দেবী,
আসিতেছে যেন ফ্রেশ বিলাতের বিবি।

২১

বিজ্ঞতম কবিবর হেম বিরচিত,
"আর ঘুমাওনা"-যুক্ত ভারতসঙ্গীত
সুরেন্দ্রের লেক্‌চারে, ন্যাশানাল হুহুঙ্কারে,
নবীনের চিৎকারে, গেছে বটে কান;
বঙ্গে করিয়াছে কিন্তু শুভ ফলদান।

২২

মা ভৈঃ মা ভৈঃ বঙ্গে ভাবনা কি আর?
উন্নতির ছড়াছড়ি বঙ্গেতে এবার!
দেশী আর নহে ভীরু, বীরত্বের কল্পতরু,
বর্ত্তমান বাঙ্গালার সময়টা ভাল,
বাহু তুলে সবে মিলে হরি হরি বল।

সমাজমেরামৎ।

তোমাদিগের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি!

তোমরা কতকগুলা লেখাপড়া উদরে পুরিয়াছ, অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়াছ, তোমরা দেশের উন্নতিতে হাত লাগাইতেছ, সমাজকে মেরামৎ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ; ভালই ——সে হিসাবে তোমরা বৃদ্ধ রসিকরাজের চক্ষে সোণারচাঁদ ছেলে। কিন্তু তাহার মধ্যে তোমাদিগের এক একটা দেখিতেছি "অতি"তে গিয়া পঁহুছাইতেছে, তাই ভয় হইতেছে পাছে তোমাদিগের পশ্চাদ্দেশে দড়ি বাহির হইয়া পড়ে!

কোন কোন ব্যাপার লইয়া তোমরা তোমাদিগের মাথাকে এত গরম করিয়া তুলিয়াছ যে, আশঙ্কা হইতেছে, তোমরা খেপিয়াই বা উঠ!

কথাটা হইতেছে বঙ্গবিধবার। এই অবলা বিধবাদিগকে লইয়া তোমরা এত টানাটানি আরম্ভ করিয়াছ যে, তাহারা ছিঁড়িয়াই বা যায়!

স্বীকার করি, বিধবাদিগের দুঃখে সকলেই বিশেষ দুঃখিত; মানি, তাহাদিগের দুঃখভরা মুখখানি দেখিলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হয়, তাহাদিগের মলিন বসন খানি অঙ্গে আচ্ছাদন দেখিলে সিমুলিয়ার কালাপেড়ে কাপড়গুলাকে উনুনে দিতে ইচ্ছা হয়; তাহাদিগের অলঙ্কার-শূন্য দেহ দেখিলে স্বর্ণকারদিগের হাপরে জল ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হয়,

তাহাদিগের সিন্দুরবিহিন সিমন্ত দেখিলে,উষাকালের গগণে কালি লেপিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তোমরা এই ধরণের ইচ্ছার উপর দুই চারি গ্রাম অধিক চড়িয়া উঠিয়াছ, তোমাদিগের সহানুভুতি তারার ধৈবৎ নিষাদকেও অতিক্রম করিতে বসিয়াছে, তোমরা বৈধব্যের অন্ন মারিতে চাহিতেছ, বিধবাদিগকে এক একটী করিয়া স্বামী দিতে কৃতসংকল্প হইতেছ!

এ সুবুদ্ধি তোমাদিগকে কে দিয়াছে? এ সুমতি তোমরা কোন্ সরস্বতীর নিকট হইতে পাইয়াছ?মরি কি আনন্দেরই কথা! হিন্দুবিধবা গুলোকে অবশেষে কি করিতে হইবে। তাহারা অবশেষে

"হারায়ে তৃতীয়পতি,
বিহরে কাতরা অতি"

হইবে! আহা বেশ! ধূয়াটা ধরিয়াছ ভাল!

লোকে নিজের জন্য বিয়ে পাগলা হয়, কিন্তু তোমরা অপরের জন্য, বিশেষ বিধবাদিগের জন্য বিয়েপাগলা হইয়া উঠিয়াছ! ধন্য!!

বিধবা-বিবাহের ভাবনায় তোমাদিগের রাত্রে নিদ্রা হয় না, কিন্তু বিধবারা ত কখনই পৌষমাসের রাত্রে বিরহজ্বালায় জালা জালা জল খাইয়া ফেলে না! পাখা হাতে করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে না!

তোমরা ঘট্‌কালি করিয়া তাহাদিগের স্বামী যোগাড় করিতে চাহ, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে 'কালামুখো কুলাঙ্গার,' 'বাপ পিতামহের নাম ডুবান বংশধর' বলিয়া ঘটকালির পুরস্কার দেয়। অতএব বাপু! এরূপ বেঁড়ে ঘটকালিতে তোমাদের প্রয়োজন কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় হেন লোক যে কাযে হার মানিয়া গিয়াছেন, তোমরা আবার তাই লইয়া কেন এত টানাটানি করিতেছ?

মুখে ত তোমাদিগের যথেষ্ট আড়ম্বর দেখিতেছি, কিন্তু বল দেখি, তোমাদিগের গুরু গঙ্গার দিব্য, অন্তরে তোমাদিগের কি রয়েছে? কয়টা রাত্রি এই ভাবনা

ভাবিয়া ভাবিয়া জাগিয়া কাটাইয়াছ ?

"উচিত কহিলে পীরিত নষ্ট," ইহাতে তোমরা যদি আমার উপর নিতান্তই চট, ত আর কি করিব ? নাচার !"!

যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আইবড় মেয়েগুলাকে পার করিতে ভদ্রলোকের দফা রফা হইতেছে ; ইহার উপর আবার বিধবাবিবাহ !! প্রতুল আর কি !! 'শুধু গৌর নয় গো আমার গৌর হরি !!'

একটা মোটামোটী কথা আছে কি জান ?—যে সংসারে বহু পরিবার, সেই সংসারে বহু কষ্ট ; যে দেশে বহুলোক, সেই দেশে সর্ব্বদাই 'হা অন্ন, হা অন্ন রব।' হিন্দু-স্বধবাদিগের উপর মা ষষ্ঠীর যা যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে, তাহাই যথেষ্ট ! তাহারই জ্বালায় অস্থির ! ঘরে ঘরে ছেলেপুলে সফরি মৎসের ন্যায় কিলবিল করিতেছে, ঘরে ঘরে 'হা অন্ন হা অন্ন' "বাবা খাই; মা খাই" রব উঠিতেছে ; ইহার উপরে আবার বিধবা ঠাকুরাণিরা যদ্যপি একটী একটী স্বামী পাইয়া বিয়েন ধরেন, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে ! লাভের মধ্যে এই হইবে, কষ্টে সৃষ্টে দুইটী চারিটী যাহা খাইতে পাইতেছি, তাহাও আর পোড়া অদৃষ্টে ঘটিবে না।

সেন্‌সসে ভারতবর্ষে বিধবা সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে, সে খবরটা কি রাখ ?

বিলাতে লোক সংখ্যা এত অধিক কেন ? তাহা কেবল তথাকার মহিলাদিগের অনুগ্রহে। বিবাহিতা, অবিবাহিতা, স্বধবা, বিধবা সকলে মিলিয়া গোপনে প্রকাশ্যে, স্বগত জনান্তিকে গণ্ডা গণ্ডা পুত্র প্রসব করিতেছে—সেই কারণেই হু হু করিয়া তথাকার লোক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, এবং এই জন্যই সেখানে ৫০ টী মুদ্রার কমে একটী মানুষের মোটা কাপড় মোটা রুটী যোটা ভার ! হে দেশহিতৈষি সমাজ-সংস্কারকগণ ! এখানে সেই রমকটী হইলেই কি তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় ?

রাগ করিও না, চটিও না, কথাগুলা তোমাদিগের মনের

মত হইতেছে না বলিয়া বুড়াটাকে যেন বৃথা দিয়া বসিও না।

তোমরা হিন্দুসমাজের রাজ-মিস্ত্রী;——হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তোমরা যতটা ইঞ্জিনিয়ারিং খরচ করিতে পার কর, সমাজকে ভাল করিয়া মেরামৎ কর। কিন্তু ইহার বনিয়াদ অবধি উৎপাটন করিয়া নূতন আর একটী গড়িতে চেষ্টা পাইও না—তাহা হইলেই শিব গড়িতে বানর হইবে। হিন্দুশাস্ত্রকার গুলাকে নির্ব্বোধ বলিতে চাহ বল, কিন্তু তাহাদিগকে একবারে ভাসাইয়া দিও না, গরিব বেচারারা এই দুঃসময়ে কোন্ চুলায় যাইবে? না হয় তাহারা হিন্দু সতীত্বের মান বাড়াইতে গিয়া বিধবাদিগের এতদবস্থ করিয়া না বুঝিয়া একটা কুকর্ম্মই করিয়া কেলিয়াছে—একটা দারুন অপরাধই করিয়া গিয়াছে;——তার আর কি ক্ষমা নাই?

এটী উনিশ শতাব্দি, কলির সমর্থ বয়স;একালে মুড়ি মিছরির এক দর হওয়া চাই, হিন্দু, মুসলমান ইংরাজ সকলেরই এক গোত্রে ঢুকা চাই, কাহারও কোন বিষয়ে বড়াই করিবার যোটি না থাকে—এমনটী হওয়া চাই। এই ভাবিয়াই কি, হে সমাজসংস্কারকগণ! তোমরা হিন্দুদিগের চিরকেলে বড়াইয়ের জিনিস সতীত্বটাকে যো সো করিয়া দুর করিতে চাহ?

হিন্দু স্বধবার ন্যায় সৎস্বভাবা সতী স্ত্রী অন্য জাতিতে গণ্ডা গণ্ডা পাওয়া যায়; কিন্তু হিন্দু বিধবার ন্যায় সর্ব্বত্যাগিনী পতিপ্রাণা কোথায় কোন্ জাতিতে দেখিয়াছ? এখনকার হিন্দুরা আচার ব্যবহারে প্রায় ইংরাজ,মুসলমান, মার্কিনের সমান হইয়া আসিয়াছে, সুতা ধরিয়া মাপিয়া দেখ সমানই হইবে, কেবল একটা বিষয়ে তাহাদিগের একটু উচ্চ দেখিবে——তাহা সতীত্বে; এবং বিধবারাই সেই সতীত্বের চকচকে দৃষ্টান্ত। তাই বলিতেছি যে, সময় মাহাত্ম্য বজায় রাখিবার অনুরোধে তোমরা কি দেশে সতী-বিধবার ও সতীত্বের নামও আর রাখিবে না স্থির করিয়াছ? বিধবারা একটী ছাড়িয়া আর একটী

ধরিলে আর কেহই সেই বড়াই-টুকু করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া কি বিধবাদিগকে এক একটী পতি যুটাইয়া দিবার জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছ?

না বেশ! এ রকম দেশহিতৈষিতা ভাল! এ রকম সমাজ-সংস্করণ দিব্য! ইহার বিরুদ্ধে আমার কমল ডালটা ঘোল আনাই ঝকমারি দেখিতেছি!

দুঃখের কথা আর কত বলিব? তোমরা ত যাহা হউক এক রকমে দিন কিনিয়া লইতে বসিয়াছ, ইহার উপর, আবার কে একজন পণ্ডিত নাকি স্বধবার বিবাহ দিতে চাহেন! নমস্কার বাপু! আমি হার মানিলাম! আমার ঝকমারি হইয়াছে!

টেরটা পাইতে যদি সে কাল থাকিত। বিধবাগুলোর বিবাহ দেওয়া, স্বধবাগুলোর দুই তিনটা করিয়া স্বামী দেওয়া, আঠার বছরের ছেলের সঙ্গে বাইশ বছরের মেয়ের বিবাহ দেওয়া, বাপু! এ যদি সেকাল হইত তবে টেরটা পাইতে। একালের হিন্দু-সমাজের মা বাপ নাই—আর কি বলিব?

দিন যায় মন হরি বল।

প্রাপ্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত।

খোসগল্প—নং ১।

ঘোড়ারডিম।

বীণাযন্ত্রে, শরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার নাম প্রকাশ করিবার সময় একটু লুকোচুরি খেলিয়াছেন। "By R.Y." একটী ট্রেডমার্কা দিয়াই চাপিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদিগের উপর যে এই বিড়ম্বনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, কারণ তাঁহার মত সুলেখকের নাম সাধারণে যত জানিতে

পারে ততই ভাল। অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থগুলো বর্ণচোরা আম; এক একখানার নামের এমনি চটক যে শুনিয়াই ধাঁধাঁ লাগে বইখানার ভিতরে কি না আছে! কিন্তু শেষটা বড়ই কষ্টে পড়িতে হয়। ঘোড়ারডিম ঠিক তার বিপরীত। ঘোড়ার ডিম যখন আমাদিগের হস্তে আসিল, ভাবিলাম বুঝি বটতলার কোন মহাত্মা রসিকরাজের সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছেন—কিন্তু শেষ দেখিলাম ঘোড়ার ডিম নেহাৎ ঘোড়ার ডিম নহে, নেহাৎ পচা কুষাণ্ড নহে। আমাদিগের বিবেচনায় ঘোড়ার ডিম পক্ক কুষ্মাণ্ড—অমৃতবৎ। ঘোড়ার ডিমের সৃষ্টি কর্ত্তা যে কেবল কাঙালপুতের ঘোড়া রোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহার ভিতর অনেক ভাল কথা আছে। অনেক হক কথা, অনেক দেশহিতৈষীতার কথা আছে। R.Y. মহাশয় যেখানে একটু যোগাড় পাইয়াছেন, সেই খানেই দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য কাঁদিয়াছেন। নফরচন্দ্র বাটী হইতে একটী পুরাতন টাকা চুরি করিয়া ঘোড়া কিনিতে যাইতেছেন। তিনি সেই টাকাটিকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের বড়ই ভাল লাগিল।

রক্তওষ্ঠা প্রাণের টাকা, পারসি লেখা রূপার চাকা,
খাঁটীরূপা খাদমিসান নয়।
কিন্তু এখন চোদ্দ আনা, চাঁদীর টাকা ষোল আনা,
চড়াদরে বিকোয় ভারত ময়॥
তখন রাজা ছিলেন যাঁরা, তাঁদের ছিল আর এক ধারা,
তেমন ধারা এখন বল কই?।
সে দিন এখন ঘুচে গেছে, মুক্ত গেছে শুক্তি আছে,
টক্ পরশে দুধ হয়েছে দই!॥

পুস্তক খানির আগা গোড়াই চুট্‌কি পদ্যে লিখিত, কিন্তু চুট্‌কি বলিয়া গ্রন্থখানি নিতান্ত ফুটকি নহে। রসিকরাজের মতে এরূপ গ্রন্থ যত প্রচারিত হইবে, সাধারণের ততই উপকার দর্শিবে।

প্রথম বৎসর। সন ১২৮৮ সাল। পঞ্চম সংখ্যা। ভাদ্র।

সম্পাদকীয়।

"মাভৈঃ! মাভৈঃ!"

সকল কার্য্যই যদি মনুষ্যের ইচ্ছানুযায়ী হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? তাহাহইলে যে যাহাই ইচ্ছা করিত, সে তাহাই পাইত। তাহা হইলে চাঁদে কলঙ্ক থাকিত না, কুসুমে কীট থাকিত না, সাধের প্রণয়ে বিচ্ছেদ থাকিত না। তাহা হইলে আম্রের আঁটি থাকিত না, ইক্ষুতে ছিবড়া থাকিত না, আনারসে চোক থাকিত না, নারিকেলে কঠিন মালা থাকিত না, বেলে আটাযুক্ত বিচি থাকিত না। তাহা হইলে চাকরিতে জুতা, লাথি ও জরিমানা থাকিত না, রবিবারের পর সোমবার আসিত না, বন্ধের পর আপিষ খুলিত না। তাহা হইলে ইলিসমৎসে কাঁটা থাকিত না, পাঁঠার হাড় থাকিত না, নেশায় মৌতাত থাকিত না, মদে খোঁয়ারি থাকিত না। তাহা হইলে মনুষ্য শরীরে ব্যাধি থাকিত না, মনুষ্য জীবনে বিপদ থাকিত না এবং তাহা হইলে রসিকরাজকেও এত অন্যায় বিলম্বে পাঠকগণ সম্মুখে আসিতে হইত না। চারিবার মাত্র বঙ্গসমাজে দর্শন দিয়া রসিকরাজ যে সহস্রাধিক পাঠকের অসন্তোষের কারণ হইয়াছেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—কেবল তিনি রোগ শোক ও আপদ বিপদকে

চক্ষু রাঙ্গাইয়া ও তর্জ্জনি হেলাইয়া তফাতে রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সে সমস্ত দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রসিকরাজ পুনরায় বঙ্গরঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন, ভরসা পাঠকগণ তাঁহাকে যেরূপ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন, সেই রূপই দেখিবেন। বিধাতার লিপি কাহার সাধ্য খণ্ডন করে! বিগত ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত চারিবার মাত্র প্রকাশ হইয়া রসিকরাজ যে একবৎসরের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া থাকিবেন—বিধাতার এ লিপি কাহার সাধ্য খণ্ডন করে! "নিয়তিঃকেন বাধ্যতে," ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ভবিতব্যের অধীন, রসিকরাজ ছার মনুষ্য বৈ নয়!

প্রিয়পাঠক ও পাঠিকাগণ! বহু দিবসের পর তোমাদের বৃদ্ধ বন্ধু রসিকরাজ অদ্য তোমাদিগের সন্মুখে উপস্থিত, অদ্য সাদর সম্ভাষণে তাঁহার অভ্যর্থনা কর। অদ্য তোমাদিগের সন্তোষ সাধনার্থ তিনি যাহা যৎকিঞ্চিৎ সমভিব্যাহারে আনিয়াছেন, সেই গুলি পুলকিতচিত্তে গ্রহণ কর—এই অনুরোধ। বিরহান্তে মিলন বড় সুখদায়ক, অদ্য সমস্ত রাগ উষ্ণতা ভুলিয়া গিয়া মিলন সুখ সম্ভোগ কর--এই অনুরোধ।

১২৮৮সাল রসিকরাজের বুকের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল,—রসিকরাজ রুগ্ন চক্ষে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াই রহিলেন। তিনি নিজে ত হাসেনই নাই; যাহা যৎকিঞ্চিৎ হাসাইয়াছেন, তাঁহা শত্রুদিগকে ও গ্রাহকদিগকে—যাঁহারা রসিকরাজের ভিজিট দেন নাই। তিনি নিজে কাঁদিয়াছেন ও অপরকে কাঁদাইয়াছেন; কাঁদিয়াছেন--নিজ কর্ত্তব্যসাধনে অক্ষম হইবার কারণ,—কাঁদাইয়াছেন—গ্রাহকগণকে—যাঁহারা তাঁহাদের দেয়মূল্য না বুঝিয়া অগ্রিম দিয়া ফেলিয়াছেন। একপক্ষে হাসি, অপর পক্ষে কান্না,—যাহাতে এই হাসি কান্নার সামঞ্জস্য হইয়া গিয়া মাঝামাঝি একটা না-হাসি না-কান্না গোছের ভাব দাঁড়ায়, তাহাই এক্ষণে বাঞ্ছনীয় এবং

তৎপ্রতি রসিকরাজের এক্ষণে বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

১২৮৮ সালে রসিকরাজ চারি খণ্ড ব্যতীত বাহির হয় নাই, আর আট খণ্ড হইলে তবে উক্ত সাল পূর্ণ হয়। এই বক্রী ৮খণ্ড পূর্ণ করিয়া পুনরায় ৮৯ সালের ১২ খণ্ড পাঠকগণকে দেওয়া আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসুবিধাজনক হইবে, সে কারণ আমরা নিম্নলিখিত রূপ বন্দোবস্ত করিলাম। ১২৮৯ সালটি আমরা ভুল মারিতে চাহি—৮৮ সালের অবশিষ্ট ৮ খণ্ড ৮৯ সালের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়া ৯০ সালে দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ করিব। যাঁহারা ৮৮সালের দর্শনি দিয়াছেন,তাঁহারা চলতিসনে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের টাকার আদায় পাইবেন এবং যে কয়েকজন ৮৯ সালেরও দর্শনি দিয়াছেন,তাঁহারা রহিয়া বসিয়া ৯০ সালে তাঁহাদের টাকার আদায় পাইবেন। ইহা ব্যতীত অন্য কিছু করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত সম্পাদকগণ রসিকরাজের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিয়াছেন। প্রভাতী, সাধারণী, বর্দ্ধমান সঞ্জীবণী, ভারত মিহির, সাহস, মেদিনী, পরিদর্শক, প্রতিকার, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, হালিসহর প্রকাশিকা, বঙ্গবাসী, দূত,ভারতবন্ধু, সোমপ্রকাশ, সম্বাদ পূর্ণচন্দোদয়, চারুবার্ত্তা, Peoples Friend. বান্ধব, হিন্দুদর্শন, আদরিণী, ভারতসুহৃদ, Bengal Miscellany, বঙ্গসুহৃদ, কৃষিতত্ত্ব, সাহিত্যদর্শন, প্রতিভা, সদানন্দ, পঞ্চা-নন্দ, বীণা, কল্পত[illegible], উষা ;-এতন্মধ্যে কেহকেহ রসিকরাজের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দিহান-হইয়া দর্শন দেওয়া রহিত করিয়াছেন, কেহ কেহ বা কালস্রোতে গাঢালিয়াছেন, এবং কেহ কেহ অদ্যাপি দর্শন দানে বাধিত করিতেছেন। যাঁহারা অন্তর্ধান হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কথাই নাই, তাঁহাদিগের প্রেত আত্মাকে আমাদিগের শত শত ধন্যবাদ ; যাঁহারা এই দুঃসময়েও দর্শন দিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকটও আমাদিগের শত শত ধন্যবাদ কিন্তু যাঁহারা জীবিত আছেন অথচ দর্শন

দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব, তাঁহাদিগের নিকট সামুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা পূর্ব্বমত যথাসময়ে দর্শন দিয়া রসিকরাজের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন।এতদ্ব্যতিরেকে কতকগুলি পুস্তক আমাদিগের নিকট সমালোচনার্থ মজুৎ আছে, সময়ান্তরে সমস্ত সম্বাদ ও সাহিত্যবিষয়ক পত্র ও পত্রিকাদি এবং প্রাপ্ত পুস্তকগুলি সমালোচিত হইবে।

কণ্টি্রবিউটারের পঞ্চম পত্র।

আমার প্রিয় রসি-করা-জ।*

আমি হই অত্যন্ত দুঃখিত বলিতেছে যে, বহুদিবসাবধি তোমাকে কোন পত্র লিখিতে পারি নাই; এবং সেই জন্যই বুঝি তুমি তোমার পত্রের পঞ্চম সংখ্যা এতাবৎকাল বাহির করিতে পার নাই। আমার পত্র না লিখিবার প্রধান একটী কারণ এই যে, আমার নিকট সাদা কাগজ একখানিও এতদিন ছিল না, অদ্য গন্ধবনিকদিগের মসল্লাবরনী ব্রাউন কাগজের কয়েকটী থলিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া লইয়া তোমাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিগত কল্য দাদা মহাশয় আফিসের বেতন পাইয়াছেন (তিনি এম, এও পাশ করেন নাই, বি, এও পাশ করেন নাই, আর এণ্ট্রেন্সেও পাশ করেন নাই!—আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি মাসে ২০০।৩০০ দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করেন; আর আমি এম, এ, বি, এল, আমি কেবল ঘাসই কর্ত্তন করিতেছি) অদ্য সংসারের মাসিক খরচের জিনিস পত্র খরিদ হইতেছে; অদ্য বাড়িতে অনেক বেনিয়া মসলা আসিয়াছে—অদ্য বাড়িতে ব্রাউন কাগজ ছড়াছড়ি। যে দ্রব্য লইয়া ছেলেরা ঘুঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া পরে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিত, অদ্য আমার অর্থাভাব বশতঃ তাহা রসিকরাজের কার্য্যে লাগিল। জানেন ত মহাশয়! আমি এখন পুরা বেকার, বাহিরের একটী কড়িও গৃহে আনিতে পারি না, কাগজ কিনিবার পয়সা

---

* কণ্ট্রিবিউটার মহাশয়ের এই হাইফেণের মার-প্যাঁচ ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় তিনি "পঞ্চা-নন্দের" অনুকরণ করিয়াছেন। পঞ্চানন্দের কথা স্বতন্ত্র, তিনি পঞ্চা ও নন্দর মধ্যে হাইফেন দিতে পারেন, কারণ তিনি "পঞ্চা-নন্দ"; কিন্তু আমাদিগের ইনি যে কি উদ্দেশ্যে-রসির পর এবং কর পর হাইফেণ দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। বোধ করি কণ্ট্রিবিউটার মহাশয় "ক্যালি-কাঠা-কুরাণির" ঢং চালাইতে চাহেন।

পাই কোথা? এবং বেকার না হইলেই বা কাগজে কণ্ট্রিবিউটারি করিতে যাইব কেন? আপনি এটি নিশ্চয় জানিবেন, সংবাদ পত্রাদির প্রেরিত বা প্রাপ্ত স্তম্ভাদি পূর্ণকরা নেহাৎ নিষ্কর্ম্মা বেকার অকালকুষ্মাণ্ডদের কার্য্য। আমি ত পদে আছি, আপনি অনুরোধ করিয়া আমাকে লিখাইতেছেন, কিন্তু যে কার্ত্তা, কর্ত্তা ক্রিয়া কর্ম্ম বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতিকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করিয়া, কাঁদিয়া ককাইয়া, নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়া এক আধ ছত্র লিখিতে শিখিলেন, তাঁহাকে আর পায় কে? তিনি অমনি লেখক হইয়া পড়িলেন! ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু কতকগুলা আবল তাবল প্রলাপ বাক্য লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেন; সম্পাদকও তেমনি, তিনি দাঁও মারিলেন! তাঁহার কাগজ পূরাইবার জোগাড় হইল, তিনি লাঙ্গুল উঠাইয়া না দেখিয়া তাহাই পত্রস্থ করিলেন। আবার হাসির কথা বলিব কি, এমনও সম্পাদক আছেন যিনি প্রেরিতপত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে বসাইয়া দিয়া দিন কিনিয়া লয়েন। আমি যাহাকে জানি তিনি এক খানি প্রাচীন বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ পত্রের ছুপুরুষে এ—ডি—টা—র! সম্পাদক বা কণ্ট্রিবিউটার মাত্রেই যে এই শ্রেণীর পণ্ডিত তাহা বলিতেছি না, তবে খুঁজিলে পাতিলে ঐরূপ অনেক পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের উদ্দেশে এই কয়টী কথা কহিলাম তাঁহারা আমার এই পত্রখানি একবার পড়িলেই আপন আপন চিত্র দেখিতে পাইবেন। দেখিতে দেখিতে বানুও পণ্ডিত হইলেন, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজও সম্পাদক ও সমালোচক হইলেন, থিয়েটারের বখাট বদমাস অ্যাক্‌টারবাবুরাও গ্রন্থকার হইলেন। বলিতে কি, এখন বঙ্গদেশ উন্নতির শেষ সিঁড়িতে পা তুলিয়াছে। এখন এ সময় আমরা যা হোক কতকগুলা লেখা পড়া শিখিয়া কেনই বা নিরব থাকিব? রসিকরাজ! তুমি বৃদ্ধ, তুমি প্রাচীন, তুমি বহুদর্শী তুমি অনেক দেখিয়াছ অনেক শুনিয়াছ, বলিতে পার—আজ কাল বঙ্গসাহিত্যসংসারে যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত রত্ন দেখা দিতেছে, তাহা কি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়াছ? আর তোমারই বা কি গ্রহ! এই বৃদ্ধ বয়সে শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া কেন যে নাবালক দলে আসিয়া মিশিয়াছ, তাহা ত বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, এখন পরচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া আত্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তুমি আমাকে তোমার কাগজের কণ্ট্রিবিউটার করিয়া আমার যত পরিমাণে উপকার করিয়াছ, আবার তত পরিমাণে অপকারও করিয়াছ। তুমি যে আমার লিখিত পত্রগুলি তোমার অঙ্কে প্রকাশ করিয়া আমাকে লেখক সমাজে প্রবেশের পথ দেখাইয়াছ, তাহার জন্য আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি; কিন্তু তোমার এইরূপ করায় আমার মস্ত একটী কুরোগ জন্মিয়া গিয়াছে, কাগজে লিখিতে না পাইলে আমার দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলি কুণ্ডয়ণ ব্যাধি উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে আমার এরূপ ব্যাধি ছিল না, তোমার প্রশ্রয় পাইয়া অবধি আমার এই বিপদ। এদিকে অর্থাভাবে হাহাকার, সংসারের সকলের নিকট লাঞ্ছনা, অপমান, তিরস্কার, অনাদর————

রসিকরাজ।

"মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা,
ভ্রাতাচ ন সম্ভাষতে, ভৃত্যঃ কুপ্যতি,
নানুগচ্ছতি সুতঃ, কান্তাচ নালিঙ্গতে।"

আবার এদিকে না লিখিতে পাইলেও মন ছটফট করিতে থাকে। এখন উপায় করি কি? উদরের চেষ্ঠায় ফিরিব না আর্টিকেল লিখিবার ধ্যানে মগ্ন থাকিব। টাকা কিছু কিছু না হইলে আর চলে না। বড় বৌ দিন দিন বাম হইতেছেন, তিনি আমাকে আজ কাল বড় শক্ত শক্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বড় বৌ মহাশয়া যখন আমার উপরে বিমুখ, তখন দাদা মহাশয়ের উপর আমার আর বড় ভরসা নাই। এখন স্পষ্টই কহিতে কি—আমার, মহাশয়! কিছু কিছু টাকা না হইলে আর চলে না। আপনি কি আমাকে কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে পারেন? দেখুন আমার কণ্ট্রিবিউসনের দরুন আপনি যাহা হউক যৎকিঞ্চিৎ উপকার ত পাইতেছেন, সেই যৎকিঞ্চিৎ অনুসারে যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন ত বড় ভাল হয়। আমি প্রেফেসানাল কণ্ট্রিবিউটার-দিগের ন্যায় আপনার সহিত কায়দা করিতেছি না, আপনি আমাকে সেরূপ ঠাওরাইবেন না। দুঃখের জ্বালায় লজ্জার মাথা খাইয়া একটা গুহ্য কথা বলিলাম, এক্ষণে মহাশয়ের বিবেচনা।

রসিকরাজের এই পঞ্চম সংখ্যা, আমারও এই পঞ্চম পত্র। দেখুন পঞ্চমটা বড় মিষ্ট জিনিস। সুরের পঞ্চম বলুন, বয়সের পঞ্চম বলুন, আর নব বধুর চরণের পঞ্চমই বলুন, সকলই বড় মিষ্ট; কিন্তু আমার পঞ্চম আমার পক্ষে তিক্ত হইয়া পড়িয়াছে! তাহা অস্থিত পঞ্চমে দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, আপনার পঞ্চম মিষ্ট হউক।

আপনিও পঞ্চমে পড়িয়াছেন, আমিও পঞ্চমে পড়িয়াছি, আসুন এক্ষনে উভয়ে উভয়ের সুর পঞ্চমে বাঁধিয়া গাহিয়া যাই। দেখুন কোকিল পঞ্চমে ডাকে, বলে কু, আমরাও সর্ব্বদা পঞ্চমে গাহিব, বলিব—কু—। কু গাহিবার জন্যই রসিকরাজের আবির্ভব। যে স্থানে কোন একটু ব্যতিক্রম দেখিব সেই স্থানে গিয়া বলিব—ঐ কু—। সু-তে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, সু গোকুলে বাড়িতে থাকুক। কু দেখিলেই আমরা কু—কু করিয়া চীৎকার করিব, কু যাহাতে "অতি"ত্ব না প্রাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা করিব, অতঃপর যদি কু-কে সু করিতে পারি তবে এতটা ঝঞ্ঝাট ভোগ সার্থক বোধ করিব।

উপসংহারে নিবেদনঃ—আমার "রহস্য শ্রাদ্ধ" সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহা এই পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই বুকপোষ্টে পাঠাইতাম, কিন্তু বুকপোষ্ট বেয়ারিংএ যায় না বলিয়া এখন পাঠাইতে পারিলাম না। আপনি সত্বর ৵৹ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিবেন, আমি তৎপ্রাপ্তি মাত্রেই আপনার সমীপে উক্ত অদ্ভুত পুস্তক পাঠাইব। রহস্য-শ্রাদ্ধ যিনি যে বয়সে পাঠ করিবেন, তিনি সেই বয়সেই থাকিবেন। ইহাতে না আছে এমন জিনিসই নাই। ইহাতে সাধনা ও সিদ্ধির প্রকরণ, যোগ, তপস্যা, তপ, জপ, ন্যাস, ধ্যান, দুর্গা পূজা হইতে ষষ্ঠি

মাকাল পূজার মন্ত্র, দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দ্দশী, সাবিত্র ব্রত হইতে সেঁজতী ও যম পকুরের ব্রত, অদৃষ্ট পরিক্ষা, ভবিষ্যত গনণা, অনুমান, ন্যায়, দর্শন, খিজ্ঞান, সায়েন্স, ফিলজফি, ফ্রেনালজি, জুয়লজি, হিষ্টরি, জিওগ্রাফি, জিয়োমেট্রি, এ্যালজেব্রা, অঙ্কশাস্ত্র, পাটীগণিত, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেদ, গর্ভাধান, বিবাহ, শুভদিন নির্ঘণ্ট, ডাক্তারি, হাকিমি, কবিরাজি, হাতুড়েগিরি, পশুচিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওভারসিয়ারি, রাজমিস্ত্রিগিরি, সর্ব্বপ্রকার কারিগিরি মায় জুত সেলাই, জিমনেষ্টিক, সার্কাস, লম্ফ ঝম্ফ, নৌচালন, কেরাণিগিরি, মুহুরি-গিরি, সরকারি, মোক্তারি, ওকালতি, ম্যাজেষ্ট্রটী জজিয়তী, স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসা, মার্চেণ্টাইজ হইতে মুদিগিরি, ধান চাল, আলু, বেগুন, শর্ষে, ধনে, আক, কলা, শসা প্রভৃতি সমুদায়ই আছে। ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ আছে, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ আছে। ইহাতে থিয়েটার, অপেরা, বাইনাচ, খেম্‌টানাচ, পুতুলনাচ, পাঁচালি, হাফ্‌আকড়াই, ওস্তাদি কবি, ঝুমুরগান, সত্যপিরেরগান, মাণিকপিরেরগান আছে। ইহাতে প্রেম আছে, মিলন আছে, বিরহ আছে, পুনর্মিলন আছে, শিবের মন্দির আছে, দুরাচার যবন আছে, দুর্দ্দান্ত কাফের আছে, লড়াই আছে, খাঁড়া আছে, ঢাল আছে, ঘোড়া আছে, গাধা আছে, চন্দ্র আছে, সূর্য্য আছে, কুমুদ আছে, কমল আছে, এতদ্ব্যতিরেকে রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাজভ্রাতা, রাজশ্বশুর, রাজশ্যালক, রাজমন্ত্রী, রাজসভাসদ, বাদসা, নবাব, উজির, ওমরাও, হাওলদার, তওলদার, সেনাপতি, সহকারি সেনাপতি, অশ্বারোহী, পদাতিক, খুচরা সেনা, বাজেসেনা প্রভৃতি সকলই আছে। ইহার ভিতর এত রকম আছে যে, আমাদের উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা বা কোথায় লাগে? ইহাতে যাহা চাহিবে তাহা পাইবে, কেবল জল নাই! এত লম্বা ফর্দ্দ দিতেছি—ইহা পাঠ করিয়া কি তোমার গ্রাহক সংখ্যা বাড়িবে না! ভেক না হইলে ভিক্ষা হয় না, তাই এত ভড়ং দেখাইলাম; আদত কথা—কাযে কিছুই হইবে না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ইতি——

বানর স্তোত্র।

বানর! তুমি দিব্যিটি! তো-মার মুখ খানি বেশ, তোমার লা-ঙ্গুলটি বেশ, আর তোমার রাঙ্গা রাঙ্গা পশ্চাদ্দেশটিও বেশ! আহা! এই কলাটি খাও।

এটি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি নয়, আমি তোমার সহিত চালাকী করিতেছি না, আমি বহুদূরস্থ কদলীবন হইতে অতিকষ্টে তোমা-র জন্য এই কলাটি আনিয়াছি, বর্ত্তমান রম্ভাটি সুপক্ক মর্ত্তমান, তোমার উপাদেয় খাদ্য; অতএব খাও, আমার এই কলাটি খাও।

একটু সাবধান হইয়া খাইও; লোকে না বলে,—বানরটা পাকা কলা পাইয়াছে।

আহা! ঐ যে দুপংক্তি দন্ত বাহির করিলে, উহা কি সুন্দর! ও সৌন্দর্য্য যে একবার মনো-যোগের সহিত দেখিয়াছে, সেই মজিয়াছে। লোকে বামুরে খিচুনি বলে বলুক, আমি উহাকে তোমার চাঁদ বদনের মধুর হাসি বলিব। বিধুমুখ! বলি, একবার হাস ত?

বানর! তোমাদিগের জন্য আমি বড়ই দুঃখিত! আহা! তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের কথা যখন আমার স্মৃতি মধ্যে উদিত হয়, তখন আমা-তে আর আমি থাকি না। হায়! তোমরা কি ছিলে, আর কি হই-য়াছ! বিধাতা যে কেন তোমাদিগ-কে অবশেষে এত হেয় করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যে বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ একদা বাহু ও বুদ্ধিবলে স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-বিজেতা রাক্ষসগণকে সবংশে নিধন করিয়াছিল, সেই বংশের—সেই মহদ্বংশের—সেই বীরবংশের বংশধরগণ আজ কিনা পথে পথে ডুগডুগীর তালে তালে নৃত্য করিয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে দুই একটি পয়সা ভিক্ষা করিয়া দিন গুজরান করিতেছে!!! অথবা পৃথিবীর গতিকই এই; পরিবর্ত্তনশিল

জগতে বড় ছোট হইতেছে ও ছোট বড় হইতেছে। তোমাদের প্রভু রামচন্দ্রের বংশধরগণ এখন দেউড়ির দরওয়ান, এবং তোমরা এতদবস্থ। হায়! তোমাদিগকে কেহই আর গ্রাহ্য করে না, আমি তোমাদিগের দুঃখে বড়ই দুঃখিত, সেই জন্যই তোমার জন্য এই কলাটি আনিয়াছি, অতএব যত্নের সহিত খোসাটি ছাড়াইয়া এই ক-ল্যাটি খাও।

তোমাদিগের প্রভু রামচন্দ্র উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অবতার, এই জন্যই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় লোক-দিগের নিকট তোমাদের এত আ-দর! তোমাদের হনুমানজীকে পূজা না করিয়া তাহারা জল খায় না। কিন্তু বঙ্গদেশে তোমরা আর কল্‌কে পাও না! সেইদুঃখে কি তোমাদিগের অনেকেই বৃন্দা-বনবাসী হইয়াছে?

কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কোন স্থলে লিখি-য়া গিয়াছেন—

"শিলা জলে ভেসে যায়,
বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও হয় না প্রত্যয়।"

আমার বিবেচনায় এ কথা-টা বড় যুক্তিযুক্ত নহে। তোমা-দিগের মুখপানে চাহিলে এ ক-থায় বড় আর অপ্রত্যয় হয় না। ত্রেতাযুগে রাঘব-বন্ধু হইয়া তোম-রাই জলে শিলা ভাসাইয়াছিলে, এবং কলিযুগে ভারত-বন্ধু হইয়া তোমরাই নিত্যদর্শন গীতায় বেণু গান করিয়া বেড়াইতেছ! সে দিন সংবাদপত্র পাঠে অবগত হইলাম, তোমরা গোয়েন্দা হইয়া কয়টা নরহত্যাকারীকে ধরাইয়া দিয়াছ! বাকিটা রাখিয়াছি কি! বাকিটার মধ্যে দেখি কেবল কথা কহা—বলি ভোঃ বানরঃ! ট্যাক্স দিবার ভয়ে কি তোমরা মুক ভাব ধারণ করিয়াছ?

তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিলে থ হ-হইয়া যাইতে হয়। তাঁহাদের সেইবিদ্যা বুদ্ধির কাছে এখনকার সুসভ্য জাতীর বিদ্যা বুদ্ধি কো-থায় লাগে? গোটাকতক নদীর বাঁধ বাঁধিয়া, গোটাকতক রেল-ওয়ের পুল নির্ম্মাণ করিয়া আজ কালের ইঞ্জিনিয়ারেরা অহঙ্কারে মেদিনীতে পদার্পণ করেন না;

কিন্তু সমুদ্র হেন অলঙ্ঘ্য অজেয় জলরাশির উপর তোমরা কিপ্রকাণ্ড সেতুই প্রস্তুত করিয়াছিলে! দুই একটা ছুরি ছোরার আঘাত আরাম করিয়া বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকগণ ধন্বন্তরির প্রপিতামহ হইতে চাহেন, কিন্তু শক্তিশেল হেন অস্ত্রাঘাত তোমাদিগের এক মাত্র বিশল্যকরণীর প্রেস্ক্রিপসনে আরাম হইয়াছিল। হায়! তোমাদিগের সেই খোসনাম সমূহ কালস্রোতে মিশিয়া গিয়াছে; তোমরা কেবল দীর্ঘ লাঙ্গুলটি লইয়াই পড়িয়া আছ। তোমরা কেন এত অধম হইয়াছ? বল, বানর! আমাকে প্রকাশিয়া বল।

ডারুইন সাহেব বলেন, তোমরাই মনুষ্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তোমাদের লাঙ্গুলটি খসিয়া গিয়া হাড় গোড় গুলা একটু রিফাইন হইয়া মনুষ্যজাতি জন্মিয়াছে। ব্যাঙ্গাচীর লাঙ্গুল খসিয়া যেমন ব্যাঙ্গ জন্মায়, সেইরূপ তোমাদের লাঙ্গুল খসিয়া কি মনুষ্য জন্মাইয়াছে?—হইতেও পারে। আমার বিবেচনায় সমস্ত মনুষ্য না হউক যাহারা তোমাকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই তোমাদিগের ইম্প্রুভ্ড এডিসন,—বিশেষ ডারুইনও ডারুইনজাতীয় মনুষ্যগণ। তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের অবয়বের কোন কোন অংশের এত সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান যে, ডারুইনের মতকে আমরা খণ্ডন করিতে সাহসী হইনা। সুপক্ক রম্ভা উভয় জাতীরই অতি প্রিয় খাদ্য; অতএব হে ডারুইনের পূর্ব্বপুরুষ! খাও, এই কলাটি খাও।

নিতান্ত দুঃখিত প্রাণে আজ তোমাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, তোমার বংশের একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক আজি কয় মাস হইল নিবিয়া গিয়াছে। তোমাদের মহাPatron ডারুইন আর জীবিত নাই!! কাঁদ, বানর! কাঁদ; একবার সকলে সমস্বরে তোমাদিগের প্রিয় বংশধর শ্রীমান্ ডারুইনচন্দ্রের জন্য কাঁদ!!

বলিতে পারি না, যদ্যপি তোমরা সমগ্র মানব জাতীর পূর্ব্ব পুরুষই হও, তাহা হইলে তোমাদিগের মত সর্ব্বত্যাগী সাধু আর এ পৃথিবীতে কে আছে? আপ-

নাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, মর্য্যাদা প্রভৃতি সমুদায়ই মনুষ্য-জাতিকে দিয়া, আপনারা কেবল লাঙ্গুলটি রাখিয়া বানর হইয়া পড়িয়া আছ। ইহাও তোমাদের পক্ষে এক গৌরবের কথা যে মনুষ্য হেন শ্রেষ্ঠতম জীবের পূর্ব্বপুরুষ তোমরা। যে মনুষ্য সেই তুমি, যে তুমি সেই মনুষ্য।নর ও বানর তফাত কেবল এক 'বা"তে। অতএব হে মানব জাতীর পূর্ব্বপুরুষ! খাও, আমার এই যত্নের কলাটি খাও।

নর বানর হইতেই উৎপন্ন। ইহা যদি যথার্থই হয়, তাহা হইলে নর বানর একই জীব। তাহা হইলে তুমি রাজা তুমি প্রজা, তুমি বিজেতা তুমি বিজিত, তুমি ধনী তুমি দরিদ্র, তুমি ঠাকুর তুমি কুকুর। তুমি রায় বাহাদুর, ছি এ ছাই, ছি আইই। তুমি মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, তুমি কালক্‌টর, ডেপুটি কালেক্‌টর। তুমি উকীল, তুমি মোক্তার। তুমি ডাক্তার, তুমি কবিরাজ, তুমি হাকিম, তুমি হাতুড়ে। তুমি মুচ্ছুদ্দি, সদরমেট, বুক-কিপারও একাউন্টাণ্ট। তুমি হেড আসিণ্টাট, সেকসন হোল্‌ডার, কেরানি ও সরকার। তুমি গ্রন্থকার—নাটক-লেখক, নভেল-লেখক, কাব্য-লেখক। তুমি সম্পাদক—তুমি প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক সম্বাদপত্রাদিলেখক। তুমি মাসিক সাহিত্য ও বিদ্রূপ পত্রলেখক। তুমিই অসাময়িক রস-প্রধান পত্রলেখক. তুমিই বঙ্গের বেডৌল "পঞ্চা-নন্দ"। তুমিই সমালোচক। একদা সম্পাদকীয় স্তম্ভে রসিকরাজের 'সমাজ [illegible]' প্রবন্ধ সমালোচনা করিয়া তুমিই তোমাদিগের জাতীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলে। তুমিই রসিকরাজকে বুড়া বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহ। ইত্যাদি ইত্যাদি—আর কত বলিব, হে বানর! তুমিই সব।——অতএব খাও, আমার এই কলাটী খাও।

আক্কেল পত্র।

From Mr. সবলোট চৈটেকাটা *alias* খুদে জেঠামহাশয়।

THE GREAT REFORMER OF THE AGE.

ছি ছি ছি ছি, ফাই ফাই ফাই,
তোমায় রসিকরাজ!
নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি যায়,
তবুও এই সাজ?
উঠে বস, চুরট চোস,
মুখে ঘস সোপ,
কাচা কোঁচা সমান কর,
যদি ফিউচারে চাও হোপ।
ধুতিখান ছেড়ে ফেল, গোল্লায় গেল,
তোমাদের জ্বালায় দেশ,
হ্যাট—কোট-পেণ্টুলেন পর,
বদলে ফেল বেশ।
দিয়ে চশমা নাকে, দাড়ি রেখে,
ফুলিয়ে চল বুক,
বাঙ্গালী কাঙ্গালী বলে
থাকবে না আর দুখ।
ঘরে বসে, কলম পিসে,
মিছে কেন মর,
সম্ভ্রম যদ্যপি চাও
তবে পসার আগে কর।
হয়ে সভায় হাজির, গলা বাজির,
ধরবে লেকচার,
তেড়ে ফুঁড়ে, কাট চাপড়ে
কর সব গুলজার।

কত লোকের তাক্ লাগবে, বাহবা দেবে,
বাড়বে কত মান,
'ভারত ভারত' কয়ে যদি
তুলতে পার তান।
কিম্বা যদি ধর্ম্ম ধর
আরও রগড় পাবে,
হাটে মাঠে, ঘাটে বাটে,
নাচ কানাচে গাবে।
কৃষ্ণ ছেড়ে, খ্রীষ্ট ধর,
ইষ্ট হবে তায়,
বিলাতি ধরণে গানে
পদাবলি গায়।
কিম্বা বলি আর এক মজা
কর্ত্তে যদি পার,
গৌর বলে, দু হাত তুলে,
কসে নাচন ধর।
অবতার ঘুসবে লোকে, সবার চোখে,
লাগাও ধুলোর মুটো,
না হয় গোঁড়া ধরে, ব্রাহ্ম করে,
জড়িয়ে রাখ দুটো।
পীর প্যাগম্বর, দেব দিগম্বর,
কৃষ্ণ, দুর্গা, হরি,
সব রাখবে পেটে পুরে,
করবে বাহাদুরি।

মঠ মসজিদ, গিরজে সমাজ,
নমাজ, পূজো, ধ্যান,
যেথায় দেখবে যেমন, করবে তেমন,
রাখবে ধর্ম্মের জ্ঞান।
বাইবেল কোরাণ, পাঁজি পুরাণ,
সব রাখবে ঠাঁই,
কেক খাবে, ভেক দেবে,
যখন যেটা চাই।
মেয়েদের শিক্ষা দেবে, টেনে মেরে,
আপন আপন কোলে.
দেখবে কত ভক্ত পাবে,
বুড়ো, যুবো, ছেলে।
লেডিরা পিয়েনো ধরে, সমাজ ঘরে,
গাইবে কসে গান,
পাগড়ি তুলে, ঘোমটা খুলে,
আকুল করবে প্রাণ।
তর্ হবে প্রাণ প্রেমের রসে
হয়ে যাবে উদ্ধার,
ঘুচবে মনের মলা, ভক্তির জলে,
পেয়ে যাবে নিস্তার।
মাগিরা বিলাত যাবে, ছেলে হবে,
ব্রিটিশ বরণ নামে,
মেধো, সেধো, রেধো সাহেব
ঘুরবে গ্রামে গ্রামে।
তবে সব সভ্য হবে, দুঃখ যাবে,
রোজগার বাড়বে কত,
লজ্জা রেখে, সজ্জা শিখে,
হবে মনের মত।
ছুঁড়িরা সেকহ্যাণ্ড করে, ফ্রেণ্ডকে ধরে,
আনবে আপন ঘরে,
ডরবে থোড়া, চড়বে ঘোড়া
হাঁকবে বগি জোরে।

এডুকেশন কি প্রোফেসন,
শিখলে হবে বেশ,
ব্রেড ধরবে, ট্রেড করবে,
বাচ্ছা দেবে ফেুশ।
গাউন এঁটে, গড়ের মাঠে,
দেখতে যাবে নাচ,
তুলবে তখন, হরেক রকম,
নূতন নূতন ছাঁচ।
ভারতচন্দ্রের অবসিন লেখা
পড়বে না আর বড়,
ভারত ছেড়ে, রেগল্‌ড পড়ে,
রসে হবে দড়।
ঘরে ঘরে, কিসের জোরে,
কোর্টসিপ হবে ভাল,
বরটা না হয় বয়সে ছোট,
বয়েস কি তার গেল।
‘সপুত্র যুবতি ভার্য্যা’
পেলেই হবে খোস,
সভ্য ছেলে, বাল্য বিয়ের
দেখে নানান্ দোষ।
ছুঁড়িরা পদ্মমুখে, পাউডার মেখে,
ভাবন করবে কত,
প্রেমের নেশায়, লভের আশায়,
ছুটবে ইতস্ততঃ।
গোলাপ ফেলে, পরবে চুলে,
ক্রাউটন পাতা এনে;
হেসে হেসে “ও মাইডিয়ার”
বলবে শ্যাম্পেন টেনে।
তাই বলি হে রসিকরাজ!
সভ্য হয়ে নাও,
যা হোক করে মাতৃভূমির,
মুখটা জ্বেলে দাও।

মনে যেন থাকে এটা
নাইন্‌টিস্থ সেঞ্চুরি,
খাটবে নাক সেকেলে সব
পচা জারি জুরি।
ঘামিয়ে মগজ, লিখছ কাগজ,
কিন্তু যদি ডিটো দিয়ে চল,
চেম্বারের মেম্বার হবে,
নাম পাবে জন্মকাল।
কেষ্ট বেষ্ট হবে একজন,
যদি টেষ্ট রিফাইন কর,

এই রূপ একটা উপায় যা হয়,
খুঁজে পেতে ধর।
মেগের কাছে পেগের বড়াই
কর'নাক আর,
বলুম যেমন, করবে তেমন
আমি হই তোমার
Most Obedient Servant
শ্রীসবলোটচন্দ্র ঠোঁটকাটা *Alias*
"খুদে জেঠামহাশয়।"

ইউক্লিডের জ্যামিতির সূক্ষ্ম আবিষ্কার।

DEFINITIONS.

I.—A Point is that which has no parts.

অস্যার্থ।

যাহার (Parts) কোন গুণই নাই, তাহাকে (Point) বিন্দু বলা যায়।

সূক্ষ্ম।

নিগুণ বাঙ্গালী নগন্য বিন্দুবৎ পৃথিবীর একপার্শ্বে পড়িয়া আছেন।

II.—A line is length without breadth.

অস্যার্থ।

যাহার (Length) লম্বাই আছে, কিন্তু (Breadth) চৌড়াই নাই; তাহাকে (Line) সারি (শ্রেণী) বলা যায়।

সূক্ষ্ম।

বাঙ্গালীভায়ারা যখন সারবদ্ধ হইয়া সভাসমিতি করিতে বসেন, তখন তাহাদের লম্বাই সুদূর ইংলণ্ড ও আমেরিকাপর্য্যন্ত দেখা যায় কিন্তু চৌড়াইটা অনুবীক্ষণ দ্বারাও নয়নগোচর হয় না।

টিপ্পনি।

Line অর্থাৎ রেখা কিম্বা কসির একটু না একটু চৌড়াই থাকিবেই থাকিবে; চুলহেন সূক্ষ্মজিনিসেরও একটু না একটু চৌড়াইআছে।

বাঙ্গালীদের যাহা একটুও ছিল, তাহা সম্প্রতি "জুতাব্যবস্থার" সৃষ্টি হওয়ায় আর আদৌ নাই—বাঙ্গালীরা লম্বা হইয়া গিয়াছেন।

III.—The Extremities of finite lines are points.

অস্যার্থ।

সীমাবদ্ধ (Line) রেখার সীমান্তভাগগুলিই (Points) বিন্দু।

সূক্ষ্ম।

গৃহ হইতে কর্ম্মস্থান, কর্ম্মস্থান হইতে গৃহ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সীমা। গৃহ এক সীমান্ত, কর্ম্মস্থান আরএকসীমান্ত। গৃহে গৃহিণীর তাড়নায় নয়নবারি বিন্দু, আপিসে সাহেবের জুতার চোটে নয়নবারি বিন্দু।

সূক্ষ্ম।

কথিত গৃহে নয়নবারিবিন্দু, কর্ম্মস্থানেও নয়নবারিবিন্দু, এই দুই বিন্দুর ব্যবধানে ঝাঁটা জুতা খাইয়া বাঙ্গালী সিদা বনিয়া গিয়া সটান পড়িয়া আছেন।

IV.—A straight line is one which lies in the same direction from point to point throughout its length."

অস্যার্থ।

কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে অপর এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দু পর্য্যন্ত যে লাইন সটান একটানা ভাবে থাকে, তাহাকে (Straight) সিদা লাইন বলা যায়।

V.—A surface is that which has length and breadth only.

অস্যার্থ।

যাহার কেবল (Length Breadth) লম্বাই ও চৌড়াই আছে, তাহাকে (Surface) উপরিভাগ কহে।

সূক্ষ্ম।

বাঙ্গালীর উপরিভাগটা যে লম্বাই ও চৌড়াইসর্ব্বস্ব, তাহা আর লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতে হইবে না।

VI.—The extremities of a surface are lines

অস্যার্থ।

উপরিভাগের সীমান্তগুলিকে রেখা কহা যায়।

সূক্ষ্ম।

লম্বাই-চৌড়াইময় বাঙ্গালীর উপরিভাগের পরিণাম যে অনন্নুমেয় রেখাবৎ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

VII.—A plain surface is one in which, if any two points be taken, the straight line between them lies wholly in that surface.

অস্যার্থ।

কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে অপর এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দু পর্য্যন্ত যদ্যপি একটী সরল রেখা টানা যায়, তাহা হইলে সেই রেখা যদি সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ কোন ফাঁক না রহে এরূপ সটানভাবে কোন উপরিভাগের উপর পড়ে, তাহা হইলে সেই উপরিভাগকে চোস্ত (Plain) উপরিভাগ কহে।

সূক্ষ্ম।

অন্তরে যাহাই থাক; বাঙ্গালীর উপরিভাগে কাঁস টানিয়াই হউক বা সুতা মারিয়াই হউক, যেরূপে দেখিবে, সেইরূপেই তাহার চোস্তভা ও দোরস্তভার প্রমাণ পাইবে।

VIII.—When two straight lines meet one another, the inclination of the lines to one another is called an angle.

অস্যার্থ।

যখন দুইটি Straight line পরস্পর মিলিত হইয়া, এ উহার উপর পড়ে, সেইসন্ধিস্থলকে (Angle) কোণ কহে।

সূক্ষ্ম।

সিদা বনিয়া গিয়াছে এমন এক সার বাঙ্গালী তদনুরূপ অপর এক সারের সহিত মিলিত হইলে, তখনকার পরস্পরের Inclination অর্থাৎ ঐকান্তিক ইচ্ছাই কোণ—গৃহের কোণ।

IX.—A circle is a plain figure contained by one line, which is called the circumference, and is such, that all straight lines drawn to the circumference form a certain point (called the centre) within the figure are equal to one another.

অস্যার্থ।

একটি Circle হয় একটি চোস্ত চক্রাকার আকৃতি, একটি মাত্র রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত,—যাহাকে (Circumference) বেষ্টনী কহে, এবং তন্মধ্যস্থ বিন্দু যাহাকে Centre কহে, সেই বিন্দুটি হইতে বেষ্টনীস্পর্শী যতগুলি সরল রেখা টানা যায়, সেই সমস্ত রেখাগুলি পরস্পর মাপে সমান হয়।

সূক্ষ্ম।

ধরুন—কোন লোককে একঘরে বা জাত্যন্তর করিবার জন্য বাঙ্গালীদিগের একটি চক্র হইয়াছে, মধ্যভাগে দলপতি বিন্দুবৎ নগন্যভাবে (চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিনা জানি না) বসিয়া আছেন, এক এক মৎলব ছাড়িতেছেন, তাহার সকলগুলিই সমান ভাবে গিয়া চক্রী-মণ্ডলে ঠেকিতেছে। [ক্রমশঃ।

মুদ্রাকর মহোদয়ের কৃপায় ৬৭ পৃষ্ঠায় ১১।১২ পংক্তিতে ঋষিতত্ব পরিবর্ত্তে কৃষিতত্ব মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকগণ কৃষিতত্বকে ঋষিতত্ব পাঠ করিবেন।